পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 200 Saturday, 21 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২০০ সংখ্যা ✱ ৬ আষাঢ় ১৪৩২, শনিবার, ২১ জুন ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বড় ধাক্কা রাজ্যের

ভাতা দেওয়া যাবে না

অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি-এর যে ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল, তার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিলেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও ভাতা দেওয়া যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যায়। পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদন মেনে 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত চাকরি করার অনুমতি দেয় শীর্ষ আদালত। তবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা স্কুলে যোগ দিতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর রাজ্য সিদ্ধান্ত নেয়, চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়া হবে। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীদের মাসে ২৫ হাজার টাকা ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসে ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন তুলেছিলেন, যাঁরা এই টাকা পাবেন তাঁদের থেকে রাজ্য প্রতিদানে কী পাবে? তিনি বলেন, তাঁরা ঘরে বসে থাকবেন আর টাকা পাবেন? সুপ্রিম কোর্টে একটার পর একটা রিভিউ পিটিশন হতে থাকবে আর এরা টাকা পেতে থাকবেন? শুক্রবার এই মামলার রায় দিলেন বিচারপতি সিনহা। রাজ্যের নির্দেশিকা খারিজ করলেন বিচারপতি। নির্দেশ দিলেন, ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও ভাতা দিতে পারবে না রাজ্য। আদালতের এদিনের নির্দেশের পর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ''রাজ্যের সিদ্ধান্তটা ছিল শিক্ষাকর্মীদের জন্য। সাদা খাতা জমা দিয়ে যাঁরা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের কেন টাকা দেওয়া হবে? ফলে আজ উভয়পক্ষের সওয়াল শুনে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার হলফনামা দেবে। তার জবাবে আমরা ২ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দেব। তারপর মামলাটি আবার শুনানি হবে।'' রাজ্যকে আক্রমণ করে তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতির পাশে দাঁড়াতেই এই ভাতা ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, ''পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে। এই যে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, তার সঙ্গে অনেকেই জড়িত রয়েছেন। তার মধ্যে সরকারি আধিকারিক যেমন রয়েছেন, মন্ত্রিসভার সদস্যও রয়েছেন। যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার নির্দেশ ছিল। রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা আদায়ের কোনও পদক্ষেপ করেনি। কীভাবে টাকা আদায় করতে হবে, বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ সেকথা জানিয়েছিলেন। তখন জেলাশাসকের উপর নির্দেশ ছিল, ল্যান্ড রেভিনিউ হিসেবে সেই টাকাগুলো আদায় করতে হবে। এখনও পর্যন্ত সেই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি।'' হাইকোর্টের নির্দেশের কারণ ব্যাখ্যা করে ফিরদৌস শামিম বলেন, ''দুর্নীতিগ্রস্তদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেটা করা যায় না। কারণ, এই টাকা জনগণের করের টাকা। আসলে এই টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে। কারণ, সিবিআইয়ের উপর একটা নির্দেশ ছিল। যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন, প্যানেলের মেয়াদ শেষে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, চাইলে সিবিআই তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, আরও অনেকের নাম বেরিয়ে আসতে পারে। তাই মুখ বন্ধ করার জন্য ঘুরপথে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা পিঠ বাঁচানোর স্কিম ছিল।'' যাঁরা বঞ্চিত, রাস্তায় বসে রয়েছেন, তাঁরা কেন ভাতা পাবেন না, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর রাজ্য এখন আর ভাতা দিতে পারবে না বলে তিনি জানান।

সুকান্তর বাইক মিছিল ঘিরে তুলকালাম, 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন ঘিরে উত্তপ্ত ভবানীপুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ ফের বিরোধী দলের কর্মসূচী ঘিরে ধস্তাধস্তির ছবি সামনে এল। শুক্রবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে যখন বিজেপি কর্মীরা বিশেষ কর্মসূচীতে সামিল হন, তখনই তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ভিড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করলেও বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে সুকান্ত মজুমদারকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মহিলা পুলিশকর্মীদের দিয়ে বাইক আটকে দেওয়া হয়, এমন ছবিও ধরা পড়েছে। ২০ জুন দিনটি গোটা দেশ জুড়ে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, ১ বৈশাখ ছাড়া অন্য কোনও দিন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন হবে না। তবে শুক্রবার সকালে সেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করতেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পরিকল্পনা ছিল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বিজেপির ওই মিছিল যাবে নেতাজির বাড়ির দিকে। বাইকে চেপে এগোনোর চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। তারপরই পুলিশ বাধা দেয়। এরপরই সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার একা বাইকে চেপে এগোতে থাকেন। পিছনে ছিল তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কর্মীরা রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, কেন নেতাজির বাড়ি যাওয়ার পথে

আটকাবে পুলিশ? বৃহস্পতিবারই বজবজে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় সুকান্ত মজুমদারকে। তাঁর দিকে জুতো ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ। ওই ঘটনার কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। একজন সাংসদের সঙ্গে কীভাবে এমন আচরণ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, আগামী দিনগুলোতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হতে পারে। সুকান্ত মজুমদার এই পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করেছেন এবং বলেন, ''তৃণমূল সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পুলিশকে ব্যবহার করছে।'' বিজেপির দাবি, তাদের এই পদক্ষেপ ছিল রাজ্যের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের মাধ্যমে তারা রাজ্যের মাটি এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলেন। তবে পুলিশি বাধার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মিছিল থামানো সম্ভব হয়নি এবং তারা আরও একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, আগামী দিনগুলিতে তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আরও জোরালো আন্দোলন করবেন। বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকরা আজকের দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিলেন। তবে পুলিশি বাধা এবং সহিংসতা পরিস্থিতি এক ভিন্ন দিকে মোড় নিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের সংঘর্ষ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

শঙ্কর ঘোষকে বলতে না দেওয়ার অভিযোগ! ফের উত্তপ্ত বিধানসভা, বেরিয়ে গেলেন বিজেপি বিধায়করা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ শুক্রবার ফের উত্তেজনা রাজ্য বিধানসভায়। স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত বিলের আলোচনার শুরুতেই উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ যখন আলোচনায় অংশ নিতে উঠে দাঁড়ান, সেই সময় শাসক দলের বিধায়করা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। বিজেপির অভিযোগ, তাঁরা বারবার বাধা দিয়ে বক্তৃতা থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তৃণমূল বিধায়কদের পাল্টা বক্তব্য, ''প্রতিদিন বিরোধীরা নিজেরা কথা বলেই হেঁটে বেরিয়ে যান। তাই ওদের বক্তব্য রাখার অধিকার নেই, যখন নিজেরাই আলোচনায় থাকতে নারাজ।'' এই অবস্থায়, পরিস্থিতি সামাল দিতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পক্ষকেই শান্ত হওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন, ''আপনারা একদিকে বলেন, আবার বেরিয়ে যান। এটা সংসদীয় রীতি নয়। সদস্যরা আহত হচ্ছেন। আমি চাই, আপনারা নিশ্চয়তা দিন, বক্তৃতা শেষ করে কক্ষেই থাকবেন।'' এই অবস্থায় শাসক দলের বিধায়করা 'শুনছি না, শুনব না' স্লোগান তুলতে থাকেন, যা পরিস্থিতি আরও উত্তেজক করে তোলে। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনের শুরুর দিন থেকেই বিরোধীদের উপস্থিতি ও বক্তৃতার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছে শাসক শিবির। তার জেরেই সম্ভবত এদিন বিলের আলোচনার মঞ্চেও তৈরি হল বিতণ্ডা। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষের আর্জিতেও কাজ হয়নি। আলোচনার মাঝেই বিজেপি বিধায়করা বেরিয়ে যান। তাঁদের অভিযোগ, শঙ্কর ঘোষকে বলতেই দেওয়া হয়নি। যতক্ষণ বলছিলেন সারাক্ষণ স্লোগান চলতেই থাকে শাসক দলের দিক থেকে। কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিধানসভার বারান্দায় মুখে কালো মাস্ক ও হাতে পোস্টার নিয়ে বসে প্রতিবাদ দেখান বিজেপি বিধায়করা। পোস্টারে লেখা, 'চুপ বিধানসভা চলছে'।

যোগ্য-অযোগ্য মিশিয়েই হল গলদ? 'এটাই হওয়ার ছিল', আদালতের রায় শুনে বললেন চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ 'আমরা স্কুলে যেতে পারছি না। তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ। এবার ভাতাও পাব না।', আদালতের রায়কে আপাতত 'ভাগ্যের পরিহাস' বলেই দাগিয়ে দিলেন এক চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী। তাঁর দাবি, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক। এত দিন ধরে কাজ করেছি। কিন্তু আজ অন্যের দোষে আমাদের ভুগতে হচ্ছে।' শুক্রবার চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাকরিহারাদের কোনও ভাবেই ভাতা দিতে পারবে না রাজ্য। আদালতের এই রায়ের পরেই আবার যেন অনিশ্চয়তার পাহাড় ভেঙে পড়েছে চাকরিহারাদের মাথার উপর। এদিন এক চাকরিহারা শিক্ষা কর্মী বলেন, ''চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যেও যেমন যোগ্য-অযোগ্য রয়েছে। ঠিক তেমনই শিক্ষা কর্মীদের মধ্যেও যোগ্য-অযোগ্য রয়েছে। আমরা প্রথম থেকে দাবি জানিয়ে এসেছি যোগ্যদের হয়ে। কতজন অযোগ্য রয়েছে তাও জানিয়েছি। কিন্তু তারপরেও আজ এই পরিণতি।'' যোগ্য-অযোগ্য মেলানোর কারণেই কি ভাতায় পড়ল কাঁটা? সেই দিকেই আপাতত ইঙ্গিত দিচ্ছেন একাংশের চাকরিহারারা। তাদের দাবি, ''আমরা দাবি জানিয়েছিলাম শুধুমাত্র যোগ্যদের ভাতা দেওয়ার জন্য। কিন্তু রাজ্য সরকার আবার যোগ্য-অযোগ্য মিলিয়ে দিল। এটা হয়তো তারই পরিণতি।'' আরও এক চাকরিহারার আবার বলেন, ''এই রকম রায় আসবে আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।'' এদিনের রায় প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, ''আদালতের এই রায় রাজ্য সরকারের গালে আরও একটি চপেটাঘাত বলেই আমি মনে করি। তবে এখানে চাকরিহারাদের প্রতি সহানুভূতিরও জায়গা রয়েছে।'' আদালতের এই রায় নিয়ে মুখ খুলেছে তৃণমূল শিবিরও। বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়া জয়প্রকাশ মজুমদারের দাবি, ''একটা নির্বাচিত সরকার যাতে কোনও ভাবে কাজ না করতে পারে এখন সেই উদ্দেশ্য সাধনেই ময়দানে নেমেছে বিচার ব্যবস্থা। আমরা এর আগেও দেখেছি, হাইকোর্টের কয়েকটি বেঞ্চ, রাজ্য সব কাজকে আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও সরকারের বিরুদ্ধে যে সব রায় দিয়েছিলেন, তা কোন উদ্দেশ্য সাধনে করেছিলেন সেটা এখন পরিষ্কার।''

'অনুমতি নয়', আশঙ্কা ছিলই

এবার বিমানবন্দর সংলগ্ন দমদম-মধ্যমগ্রাম-চিনারপার্কের বহুতলগুলোকে নিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই এই শঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কলকাতা বিমানবন্দরের সংলগ্ন এলাকা, রাজারহাট, নিউটাউন, চিনারপার্ক, বাগুইআটি চত্বর, মধ্যমগ্রাম সংলগ্ন দোলতলায় বিটি কলেজ এলাকায় বহুতলগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে! এবার বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পৌরসভার। কলকাতায় জি৮ উপরে বহুতলের অনুমতি নয়। কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন অংশে উচ্চ বহুতলের অনুমতি নয়। জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মধ্যমগ্রাম, বিধাননগর, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভাকে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে মন্ত্রী হিসেবে নির্দেশ দিলেন ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং বিভাগের ডিজিকে কলকাতার বিষয়ে নির্দেশ দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। যারা ইতিমধ্যে কলকাতায় অনুমতি পেয়েছে, তাদেরকে আটকানো হবে না। কিন্তু নতুন করে জি+৮ এর বাইরে অনুমতি নয়। গত ১২ জুন, আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী অভিশপ্ত এআই ১৭১ বিমান, ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ে ওই এলাকারই মেডিক্যাল কলেজের একটি হস্টেলের ওপর। ওই বিমানে ২৪২ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন। একজন বাদে প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়। ওই মেডিক্যাল কলেজেরও একাধিক জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা কলকাতাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। সূত্রের খবর, এই ঘটনার পরই বিমানবন্দর সংলগ্ন একাধিক পুরসভাকে নোটিস পাঠিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। নির্দেশ স্পষ্ট- বিমানবন্দর থেকে ২০ কিমি সীমানার মধ্যে কোনও বহুতল নির্মাণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে এয়ারপোর্ট অথরিটির ছাড়পত্র নিতে হবে। এর আগে এই সীমারেখা ১০ কিমির মধ্যে ছিল। এবার সেই পরিধি বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। ফলে নতুনভাবে এই নিয়মের আওতায় আসছে মধ্যমগ্রাম, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর দমদম এবং বিধাননগরের একাধিক এলাকা। বিমানবন্দরের ফানেল জোন ঘিরে যে বিধিনিষেধ আগে থেকেই ছিল, তা রক্ষণাবেক্ষণে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। মধ্যমগ্রামের ২৬, ২৭ এবং ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে দু'তলার বেশি ভবন নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এবার সেইসব নিয়ম আরও কঠোরভাবে কার্যকর হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, দেশের সব বিমানবন্দরকেই আলাদা করে সতর্ক করা হয়েছে অসামরিক বিমান মন্ত্রকের তরফে। কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায় যে সকল বিষয়গুলো, সেগুলিকে নিয়ে ডিজিসি-এর সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক হয়। তাতে দেশের সমস্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডিএমের কাছে অভিযোগ করেছে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

চাকরিহারাদের ভাতা আটকাতে যারা কোর্টে গেল, তাদের দেখুন, চিহ্নিত করুন । কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ এসএসসিতে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে চাকরি হারানো গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি প্রার্থীদের যে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার, তাতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন আপাতত আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। এই চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে। ততদিন শিক্ষাকর্মীরা কোনও ভাতা পাবেন না। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ভাতার উপর কলকাতা হাইকোর্টের এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নিয়ে বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৬ হাজার চাকরি গিয়েছিল। একদল বলেছিলেন সকলের চাকরি খেতে হবে। আর একদল পৈশাচিক আনন্দ পেয়েছিলেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড়িয়েছেন যাঁদের জীবনের উপর যন্ত্রণা নেমে এসেছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টকে সম্মান দিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি যাঁরা আচমকা চাকরি হারিয়ে পরিবার নিয়ে পথে বসেছিলেন, তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা দিতে অন্তর্বর্তীকালীন একটা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেটা নিয়েও আপত্তি করা হল এবং আজ তাতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।'' তিনি আরও বলেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী, ''যিনি সুপ্রিম কোর্টে সদ্য চাকরিহারা তাঁদের সংসার যাতে চলে, সেই কথা ভেবে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা আটকাতেও কারা কোর্টে গেল, তাদের দেখুন, চিহ্নিত করুন। কোর্ট নিয়ে তো কিছু বলা যাবে না। আমরা কোর্টকে শ্রদ্ধা করি, বিচারপতিদের সম্মান করি। কিন্তু দেখুন কারা কোর্টে যায়, আর কী অর্ডার নিয়ে বেরোয়। এবার আইনে কী করবে রাজ্য সরকার সেটা রাজ্যই দেখবে। কিন্তু আমরা বলব, বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও। পথে কে পাশে থাকে, কারা চাকরি খাব, অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা পেতে দেব না, পাশে থাকব না, লোকের চোখের জল নিয়ে রাজনীতি করব, তাঁদের চিনে রাখুন।''

ভাতার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে কোর্ট, যদিও রায় মমতা মানবেন কিনা সন্দেহ আছে । শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ একটা সময় চিটফান্ড কাণ্ডে বন্ধ হয়ে চাওয়া চ্যানেলের কর্মীদের রিলিফ ফান্ড থেকে কখনও দশ হাজার, কুড়ি হাজার করে ভাতা দিয়েছিলেন। যা চূড়ান্ত অপরাধ। এভাবে টাকা দেওয়া যায় না। বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি কলকাতা হাইকোর্টের আজকের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। এসএসসিতে চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের রাজ্য সরকারের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নিয়ে বললেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন আপাতত আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। এই চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে। ততদিন শিক্ষাকর্মীরা কোনও ভাতা পাবেন না। যা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''২০১১ সাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের ভাতা দেওয়ার কাজ করেন। কিন্তু এবার কোর্ট একটা ব্যাপারে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আমার কথা হচ্ছে, যদি ভাতা দিতেই হয় তাহলে '১৬ সালে গ্রুপ সি ও ডি-র যারা অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছিল, প্রত্যেককে ভাতা দেওয়া উচিত। ওঁর যদি টাকা বেশি হয়ে থাকে তাহলে বলব, দিদি যদি ভাতা দিতেই হয়, তাহলে কেন যাদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গেছে, তাদের দিচ্ছেন? সকলকে দিন।'' শুভেন্দু আরও বলেন, ''কোর্ট আজ যে রায় দিয়েছে সেই রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন কিনা সন্দেহ আছে। কারণ ওবিসি রিজার্ভেশন দিয়ে যে অর্ডার কোর্ট দিয়েছে, তার পরেও শিক্ষা দফতরের ভর্তির ওয়েবসাইটে দেখবেন অ্যাডমিশনের কাজ চলছে। তিন-চারদিন হয়ে গেল মাননীয় বিচারপতিদ্বয় যে রায় দিয়েছিলেন, সেই অর্ডার এখনও মানা হয়নি। এখন না মানলে বিচারব্যবস্থায় ঠিক হবে, তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে। আদালত অবমাননা হলে ব্রাত্য বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা ভাইপো জেলে যাবেন না। রাজ্যের মুখ্যসচিব, অর্থসচিব, শিক্ষাসচিব জেলে যাবেন। কাজেই তাঁরা জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, ব্যাগ গোছান। আপনারা তো শিরদাঁড়া খুলে রেখে এসে নবান্নে বসে আছেন, তাই আপনাদের এই পরিণতিই হবে।''

কালো টাকা উদ্ধার অতীত! মোদি জমানায় সুইস ব্যাংকে বিপুল ডিপোজিট ভারতীয়দের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্ষমতায় এলে উদ্ধার করবেন বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসেন। তখনকার দাবি ছিল, সেই উদ্ধারকৃত টাকার মাধ্যমে প্রত্যেক ভারতীয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা হবে এবং দেশের বিকাশে তা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কেবল একটি রাজনৈতিক নির্বাচনী স্লোগানের মতোই থেকে গেছে। কালো টাকা উদ্ধারের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের কাছে তোলা হয়েছিল, তবে কেন্দ্রীয় সরকার কৌশলীভাবে দায় এড়িয়ে যায়। এখনও বিরোধী দলগুলো ১৫ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সরকারকে কটাক্ষ করে। আর এই পরিস্থিতিতে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ভূত হয়েছে-কালো টাকা উদ্ধারের পরিবর্তে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত হচ্ছে। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ভারতীয়দের সুইস ব্যাংকে জমা টাকার পরিমাণ তিনগুণ বেড়ে ৩.৫৪ বিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক (প্রায় ৩৭,৬০০ কোটি টাকা) পৌঁছেছে। এটি ২০২১ সালের পরে সর্বোচ্চ পরিমাণ। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই টাকার মাত্র ১০ শতাংশই সরাসরি গ্রাহকদের জমা থেকে এসেছে বাকি অংশ ব্যাংক চ্যানেল এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের

মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে। এই তথ্য বহু প্রশ্ন তুলেছে-কি ভাবে এত বড় পরিমাণ টাকা বিদেশে পৌঁছাচ্ছে এবং কেন এই টাকা দেশের উন্নতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না? ভারতের কালো টাকা বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতীয়দের সুইস ব্যাংকে অবৈধভাবে জমা টাকার পরিমাণ ১.০৬ থেকে ১.৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে। তবে সুইস কর্তৃপক্ষ এবং সুইস ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন এই তথ্যকে ভুল ও অযথা বলে প্রতিবাদ করে। তাদের দাবি, ভারতীয়দের সুইস ব্যাংকে জমা টাকার মোট পরিমাণ মাত্র ২ বিলিয়ন ডলার। এই বৈষম্য তথ্য সত্ত্বেও, ২০২৪ সালের এই তিনগুণ বৃদ্ধি সরকারের কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ২০১৬ সালে নোট বাতিলের মাধ্যমে কালো টাকা রোধের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এর ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, নোটবন্ধীকরণ কালো টাকাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেনি বরং এটি বিদেশে পাঠানোর একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছে। সুইস ব্যাংকের তথ্য এই ধারণাকে সমর্থন করে বলে মনে হচ্ছে। এছাড়া, ভারত সরকার ২০১০ সাল থেকে সুইসের সঙ্গে ডবল ট্যাক্সেশন এড়ানোর চুক্তি পুনর্বিবেচনা করে কালো টাকা নিয়ে তদন্তের সুযোগ করেছে, তথাপি ফলাফল তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। কেউ কেউ মজা করে বলছেন, ১৫ লক্ষ টাকা দেশে আসার পরিবর্তে, সুইস ব্যাংকে ৩৭,৬০০ কোটি টাকা গেছে! অন্যরা সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই টাকার প্রবাহ বন্ধ করতে বেশি কঠোর আইনি পদক্ষেপ এবং আন্তরিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি এখন অতীতের কথা হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, আর সুইস ব্যাংকে টাকা জমার এই বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক নীতি এবং ভ্রষ্টাচার নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। জনগণ এখন অপেক্ষা করছেন, সরকার কীভাবে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুর জন্মদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২০ জুন ঃ ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মদিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুক্রবার সকালে এভাবে এক্সবার্তায় তাকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তিনি দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সুখী হোন। জাতির সেবায় নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে এগিয়ে যান।প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মু (জন্মঃ২০ জুন ১৯৫৮) হলেন প্রাক্তন শিক্ষক। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি। একই সাথে তিনি প্রথম তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত হয়েছেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার একাধিক বিমানের যাত্রা বাতিল

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ এয়ার ইন্ডিয়ার বেশ কিছু বিমানের যাত্রা বাতিল করা হল। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনাগত কারণে তাদের ওই বিমানগুলির যাত্রা বাতিল করতে হয়েছে।জানা গেছে, বাতিল করা হয়েছে দুবাই থেকে চেন্নাইগামী এআই ৯০৬, দিল্লি থেকে মেলবোর্নগামী এআই ৩০৮, মেলবোর্ন থেকে দিল্লিগামী এআই ৩০৯, দুবাই থেকে হায়দরাবাদগামী এআই ২২০৪, পুণা থেকে দিল্লি পর্যন্ত এআই ৮৭৪, আহমেদাবাদ থেকে দিল্লি পর্যন্ত এআই ৪২৩, হায়দরাবাদ থেকে মুম্বইগামী এআই ২৮৭২ এবং চেন্নাই থেকে মুম্বইগামী এআই ৫৭১।অন্যদিকে ফের মাঝ আকাশে বিপত্তি। শুক্রবার মাঝ আকাশে মাদুরাইগামী একটি ইন্ডিগোর উড়ান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চেন্নাইতে ফিরে আসে।জানা গেছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ওড়ার পর ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ওই বিমানের পাইলট ত্রুটি টের পান এবং চেন্নাইতে ফিরে আসার ও অবতরণের অনুমতি চান। প্রায় ৬৮ জন যাত্রী বহনকারী বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে এবং সমস্ত যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। সব যাত্রী সুস্থ ও নিরাপদে রয়েছেন বলে ইন্ডিগোর তরফে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের মাদুরাই পাঠাতে বিকল্প উড়ানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে বলে মনে হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে নিহত মহিলা মাওবাদী

কাঙ্কের, ২০ জুন ঃ ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর গুলির লড়াই। মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে ডিআরজি এবং বিএসএফের একটি যৌথ দল তল্লাশির জন্য রওনা হয়েছিল। কাঙ্কের জেলার ছোটেবাথাইয়া জঙ্গলে শুক্রবার ভোর থেকে সেখানে সংঘর্ষ চলছে বলে জানা গেছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন এক মহিলা মাওবাদী। বস্তারের আইজি সুন্দররাজ পি. এনকাউন্টারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।কাঙ্কের জেলার পুলিশ সুপার জানান, জেলা রিজার্ভ গার্ড ও বিএসএফ যৌথ ভাবে অভিযান চালাচ্ছে। মাওবাদীদের পোশাক পরা এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

পশ্চিমবঙ্গ মানে গৌরব, সংস্কৃতি আর আত্মত্যাগ, বিশেষ দিবসে বার্তা সুকান্তর

কলকাতা, ২০ জুন ঃ এই ভূমি কেবল একটি ভৌগোলিক সীমানা নয়, এ এক সহস্রাব্দব্যাপী ঐতিহ্যের ধারা, যেখানে একইসঙ্গে বইছে জ্ঞানচর্চার পবিত্র স্রোত এবং আত্মত্যাগ-রক্তস্নাত জাতিসত্তার সংগ্রামের ইতিহাস। শুক্রবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।তিনি লিখেছেন, আজকের এই দিনে, আমরা গভীর

শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সেই মহাপুরুষকে - ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাঁর দূরদৃষ্টি, সাহস ও আত্মবলে বাংলার হিন্দু সমাজ নিশ্চিত করেছিল একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, একটি 'হিন্দু হোমল্যান্ড' হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম।দেশভাগের বিভীষিকাময় অধ্যায়ে যখন সমগ্র পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের জন্য মৃত্যু উপত্যকা হয়ে উঠেছিল, তখন বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি ছিলেন সেই কণ্ঠ, যিনি বলেছিলেনঃ' We must have a place in this country where the Bengali Hindu can live with dignity.'আজকের দিনটি তাই কেবলমাত্র স্মরণীয়ই নয়, আজকের এই দিন হল এক গর্বময় পরিচয়ের পুনরুত্থান। একটি জাতিসত্তা, একটি আত্মার স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।আজকের দিনটি প্রতিটি বাঙালি হিন্দুর কাছে এক গৌরবময় পুনর্জন্মের দিন।এই দিনে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গের স্থপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কে।সকলকে জানাই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ ভারতের অবস্থানে স্বাগত জানাল বিজেপি

কলকাতা, ২০ জুন ঃQS ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ ভারতের অবস্থানে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাতে দলের এক্সবার্তায় লেখা হয়েছে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আগের চেয়েও উজ্জ্বলভাবে এগোচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী সংস্কারের জন্য ধন্যবাদ!প্রসঙ্গত, ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ২০২৫-এর বিভিন্ন মানের নিরিখে ঘঙ্ক ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ তাদের সেরা মান অর্জন করেছে। এই বছর এদেশের মোট ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়কে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (IIT) রয়েছে। আটটি বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় প্রথম করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং চীনের পরে ভারত এখন এই তালিকায় চতুর্থ সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী দেশ বলে মনে করা হয়েছে বলে জানান যায়।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২০ জুন ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।সুকান্ত বাবু লিখেছেন, ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজির জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা। সর্বশক্তিমান তাঁকে দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং দেশের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ তাঁকে দীর্ঘায়ু প্রদান করুন।প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মু (জন্মঃ ২০ জুন ১৯৫৮) হলেন প্রাক্তন শিক্ষক। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাযিত্ব পালন করছেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি। একই সাথে তিনি প্রথম তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত হয়েছেন।অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুক্রবার রাষ্ট্রপতিকে এভাবে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, অসংখ্য সংগ্রামের পরেও, দেশ ও জনগণের সেবা করার আপনার সংকল্প নারীশক্তির নেতৃত্ব এবং শক্তির জীবন্ত প্রতীক। দেশের সুবিধাবঞ্চিতদের এবং নারীদের কল্যাণের জন্য আপনার সংগ্রাম এবং নিষ্ঠা সকলকে অনুপ্রাণিত করে। আমি আপনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।অন্যদিকে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানালেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখু।শুক্রবার এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন,রাষ্ট্রপতির সুস্বাস্থ্য,

দীর্ঘজীবন ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রার্থনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জাতির সেবা করে চলেছেন। তিনি দেশের নারী ও আদিবাসী সশক্তিকরণের এক প্রতীক। তাঁর জীবনযাপন এবং সংগ্রাম দেশের মানুষের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে।প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মু (জন্মঃ২০ জুন ১৯৫৮) হলেন প্রাক্তন শিক্ষক। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাযিত্ব পালন করছেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি। একই সঙ্গে তিনি প্রথম তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত হয়েছেন।অন্যদিকে লখনউতে, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।শুক্রবার এক শুভেচ্ছা বার্তায. মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সেবার প্রতীক মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ভগবান শ্রীজগন্নাথের চরণে প্রার্থনা, আপনি দীর্ঘজীবী হোন, সুস্থ থাকুন এবং আপনার জীবন আরও গৌরবময় হয়ে উঠুক।প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মু (জন্মঃ ২০ জুন ১৯৫৮) হলেন প্রাক্তন শিক্ষক। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাযিত্ব পালন করছেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি। একই সাথে তিনি প্রথম তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত হয়েছেন।অন্যদিকে দেহরাদুনতে, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু -র জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী।এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মুর্মুকে নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক বলে অভিহিত করেন। তিনি লেখেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও সমৃদ্ধ হোন এই কামনা করি। তাঁর জীবন ও নেতৃত্ব দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষকে, বিশেষ করে নারীদের জন্য এক অবিরাম অনুপ্রাণিত করে চলেছে।প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মু (জন্মঃ২০ জুন ১৯৫৮) হলেন প্রাক্তন শিক্ষক। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাযিত্ব পালন করছেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি। একই সঙ্গে তিনি প্রথম তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত হয়েছেন।অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি জি-কে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁর জীবন এবং নেতৃত্ব দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। শুক্রবার সকালে এভাবেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী জানান, জনসেবা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার সকলের জন্য আশা এবং শক্তির আলোকবর্তিকা। তিনি সর্বদা দরিদ্র ও নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।অন্যদিকে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু জিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।রিজিজু জানান, তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব এবং জনগণের সঙ্গে গভীর সংযোগ তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের উদাহরণ। এই শুভ দিনটি অসীম আনন্দ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করছি।প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মু (জন্মঃ২০ জুন ১৯৫৮) হলেন প্রাক্তন শিক্ষক। তিনি ২০২২ সাল থেকে ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাযিত্ব পালন করছেন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রথম রাষ্ট্রপতি। একই সাথে তিনি প্রথম তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে বলে মনে করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্য দাবি করল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের

কলকাতা, ২০ জুন ঃ উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতায় ভারতের সাফল্য দাবি করল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। পরিসংখ্যান দাখিল করে গত বৃহস্পতিবার এক্স বার্তায় এই দাবি করা হয়েছে।তাতে একটি লেখচিত্র দিয়ে লেখা হয়েছে, ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিউএস গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখল। বিশ্বে আগের চেয়েও বেশি সংখ্যক ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের জায়গা করে নিয়েছে। গত এক দশকে ৩৯০, অসাধারণ প্রবৃদ্ধি। এর সাথে, কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে জি-২০ দেশগুলোর মধ্যে ভারত দ্রুততম বৃদ্ধির নিদর্শন রেখেছে।সংযুক্ত লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে, এ বছরের সমীক্ষায় ভারতের ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের। গত বছর সংখ্যাটি ছিল আনুমানিক ৪৬। এই এক্স বার্তা পুনরায় সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

জয়পুর পুলিশ কমিশনারেটে যোগব্যায়াম পুলিশ কর্মীদের

জয়পুর, ২০ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ সপ্তাহ উপলক্ষে শুক্রবার রাজস্থানের জয়পুর পুলিশ কমিশনারেটে যোগব্যায়াম করলেন পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পুলিশ কর্মীরা। ব্রহ্মকুমারী ইনস্টিটিউটের যোগ প্রশিক্ষকরা পুলিশ কমিশনারেটে যোগব্যায়াম পরিচালনা করেন।এই অনুষ্ঠানে, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ

(সদর) দেবেন্দ্র কুমার বিষ্ণোই, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (সদর) শিল্পা চৌধুরী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, যোগব্যায়াম বিশ্বকে দেওয়া ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অনন্য উপহার। প্রাচীন ভারতীয় এই যোগ পদ্ধতি আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার কারণে পুলিশকর্মীদের শারীরিক ও মানসিক চাপ দূর করতে যোগব্যায়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন যোগ প্রশিক্ষকরা। তাই আজ আমরা যোগ শিক্ষকের কাজে গিয়ে যোগ শিক্ষা দরকার যাতে রোগ দুর হয়

পাকিস্তানি জেনারেলের স্পষ্ট সতর্কবার্তাঃইরানের বিরুদ্ধে হুমকি বন্ধ করার একমাত্র উপায় পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন!

বিশ্ব সংবাদসংস্থাঃইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা এবং পূর্বে বিকশিত উন্নত উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন সাবেক জেনারেল বলেছেন, যদি ইরানও পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির প্রযুক্তি অর্জন করে এবং এর কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পূর্ণ হয় তাহলে ইরানের অস্তিত্বের জন্য কেউ হুমকি সৃষ্টি করতে পারবে না।পার্সটুডে অনুসারে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডার খালিদ নাঈম লোদি ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার সাহাব নেটওয়ার্কের উর্দু চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে বলেছেন যে তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভূ-রাজনৈতিক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এটিকে দেশের টিকে থাকা এবং স্বাধীনতার জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজনীযতা বলে মনে করছেন।বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং বৃহ শক্তিগুলোর আচরণের কথা উল্লেখ করে তিনি তার বিশ্লেষণে বলেছেন, যদি ইরান এখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করে তাহলে তার উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত থাকবে যাতে এটি কখনও এই ক্ষমতা অর্জন না করতে পারে। তবে, যদি ইরান এই ক্ষমতা অর্জনে সফল হয় বা তার সীমার কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে এবং অঞ্চলের ভারসাম্য পুনরায় সংজ্ঞায়িত হবে।সমসাময়িক ইতিহাসের বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা করে লোদি উল্লেখ করেন যে লিবিয়া এবং ইরাকের মতো পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন দেশগুলো সামরিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল এবং এসবের পরিণতিতে বলা যায় যে শক্তিই একমাত্র ভাষা যার কথা মানুষ শোনে। তিনি বলেন যে যদি একটি দেশ শক্তিশালী হয, অন্যরা তার সঙ্গে যেকোনো সংঘাত এড়িয়ে যাবে এবং যদি এটি দুর্বল হয় তবে এটি সহজেই চূর্ণবিচূর্ণ হবে।ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা এবং পূর্বে বিকশিত উন্নত উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানি সেনা জেনারেল আরো বলেন যে ইরান যদি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির প্রযুক্তি অর্জন করে এবং এর কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পূর্ণ হয, তবে এটি আর তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে না, কারণ এটি প্রথম আক্রমণ বা প্রতিশোধমূলক প্রতিরোধে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হবে।তার সাক্ষাকারের অন্য অংশে ওমান আলোচনায় ইরানের সাম্প্রতিক প্রস্তাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যেখানে তেহরান ঘোষণা করেছিল যে তারা তার পারমাণবিক কর্মসূচিকে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে একটি যৌথ প্রকল্পে রূপান্তর করতে প্রস্তুত। লোদি এই প্রস্তাবকে একটি চতুর কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা একদিকে প্রতিবেশী আরব দেশগুলোকে স্বচ্ছতা প্রক্রিয়ায় জড়িত করে এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সরকারগুলোকে সামরিক পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণের অজুহাত কেড়ে নেবে।তিনি উল্লেখ করেছেন যে যদি এই ধরনের যৌক্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে সামরিক সংঘাতের কোনো নৈতিক যৌক্তিকতা থাকবে না এবং এটি বিশ্ব জনমতের দৃষ্টিতে ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের বৈধতাকে দুর্বল করে দেবে।পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার ফতোয়ার কথা উল্লেখ করে জেনারেল লোদি বলেন, ইরান যদি সত্যিই এই পথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এটি বিধিনিষেধ এবং চাপের মুখোমুখি হতে থাকবে। তবে,যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইরানকে তার অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূমিকা সুসংহত করতে এবং পাকিস্তান, তুরস্ক, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিযার মতো দেশগুলোর সাথে তার প্রতিবেশী অঞ্চলে কৌশলগত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে দেয় তাহলে এটি হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞার এই চক্রটি কাটিয়ে উঠতে পারে।উপসংহারে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে যেসব দেশ নিষেধাজ্ঞাগুলোকে সুযোগে পরিণত করেছে যেমন ইরান তারা ভেতর থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। খালিদ নাঈম লোদী দেশীয় উৎপাদন, সামরিক এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইরানের অগ্রগতির উদাহরণ তুলে ধরেন এবং ইরানের এই ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা অন্যান্য মুসলিম জাতির জন্য একটি মডেল বলে মনে করেন তিনি।

যোগ দিবসে বিশাখা পত্তনমে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবার পা দেবে এগারোতম বর্ষে। এবারের থিম এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ। ২১ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ ব্যায়াম করবেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে। এই বিষয়ে নিজেই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ২১ তারিখে সুন্দর শহর বিশাখাপত্তনমে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেব।উল্লেখ্য, মোদী সরকারের উদ্যোগে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবার তার দশ পেরিয়ে এগারোয় পা। যোগব্যায়ামের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবস পালন হয়।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ২০ জুন ঃশুক্রবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের স্বাভাবিক হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল। ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত শুধু শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যেতেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক নিয়মে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ছোট যানবাহনগুলিকে নিজ নিজ লেনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ও ওভারটেক এড়াতে বলা হয়েছে, যাতে কোনও রকম যানজটের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। অন্যদিকে , রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সঙ্গে যুক্ত করা মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

আগরতলা রেলস্টেশনে ১৫৮০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

আগরতলা, ২০ জুন ঃ দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার ১৫৮০ বোতল ফেন্সিডিল। গত বুধবার রাতে দেওঘর থেকে ট্রেনটি আসার পর আগরতলা রেলস্টেশনে জিআরপি থানার পুলিশ ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে দাবিহীন এই ফেন্সিডিলগুলি উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।এবার আগরতলা রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণ ফেন্সিডিল। গত বুধবার রাতে জিআরপি এবং আরপিএফ কর্মীরা দেওঘর এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে এই ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন। ১৫৬২৫ নম্বরের দেওঘর এক্সপ্রেস ট্রেনটি বুধবার রাতে আগরতলা রেলস্টেশনের থামলে জিআরপি এবং আরপিএফ কর্মীরা ট্রেনটিতে তল্লাশি অভিযান চালান।অভিযানে এই ফেন্সিডিলের বোতলগুলি উদ্ধার হয়। তবে এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। বৃহস্পতিবার আগরতলা রেলস্টেশনের জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস এই সংবাদ জানান।তিনি জানান, উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। তাঁর মতে দেওঘর থেকে এগুলি আনা হয়েছে। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে মাদক পাচারকারীরা এগুলি নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পুলিশের সক্রিয়তায় পাচারকারীরা হযতোবা স্টেশন চত্বর থেকে পালিয়ে যায়। ওসি আরও জানান, একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বিধানসভায় বিরোধীদের বক্তব্য বাদ দিলেন অধ্যক্ষ

কলকাতা, ২০জুন ঃ বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী সদস্যরা বক্তব্য রাখবেন অথচ জবাবী ভাষণের সময়েই আসন থেকে উঠে চলে যাবেন তাদের সকলেই। সভা ছো পুরোপুরিভাবে নিজেদের ঘরে চলে যান। ইদানিংকালে এই ছবি ধরা পড়েছে বিরোধীদের। কার্যতঃ তারা সভায় অনুপস্থিত - এটা সংসদীয় গণতন্ত্রে কাম্য নয়। গত বৃহস্পতিবার এর পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন রুলিং দিয়েছেন অধ্যক্ষ। নবম দিনের সভায় দ্বিতীয়ার্ধে - দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স (সেটলমেন্ট অফ ডিসপিউট) (সংশোধনী) বিল, ২০২৫ নিয়ে আলোচনাতে যোগদান করে বক্তব্যও রাখেন বিরোধীরা। যদিও বিজেপি সদস্যদের বক্তব্য এদিন কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সাম্প্রতিক অতীতে এমন কিন্তু ঘটনা বিরল। জবাবী ভাষণে বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সভায় বলেন, সভা শেষ না হতে বিরোধী দলের বক্তারা দল বেঁধে সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এতে হৈ চৈ সৃষ্টি হয়েছে ট্রেজারি বেঞ্চেই। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ব্যবস্থা বদল করতে হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, বিরোধীরা মর্যাদা পর্যন্ত রক্ষা করছে না। সভা থেকে বাইরে চলে গিয়েই বা কি লাভ! বিরোধীদের জন্যই তো সভা ও আলোচনা। অথচ, নিজেদের বক্তব্য রেখেই তাদের সকলে বাইরে চলে যাচ্ছেন। জবাবী ভাষণ না শুনেই চলে যাচ্ছেন। এ নিয়ে জোরদার আপত্তি ও তোলা হয়েছে এবং কাজেই এদিনের বক্তব্য কার্য বিবরণী থেকে সরকার পক্ষের তরফে বাদ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতেই, রুলিং দিয়েছেন বিধানসভায় অধ্যক্ষ। যদিও এ নিয়ে পক্ষপাতিত্বের ফের অভিযোগ তুলেছে বিজে'পি। দলের মুখ্য সচেতক ডঃ শঙ্কর ঘোষ বলেন, শাসকদলের পক্ষেই এমন সিদ্ধান্ত।

মধ্যপ্রদেশের একাধিক জেলায় জলমগ্ন অবস্থা,ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

ভোপাল, ২০ জুন ঃ প্রবল বর্ষণে ভাসছে মধ্যপ্রদেশ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার রাজ্যের অশোকনগর, দমোহ সহ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় টানা বৃষ্টিতে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নীমচে নদী-নালা উপচে গাড়ি ও বাইক ভেসে গেছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে একটি নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টিপাতের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে ইন্দোর, উজ্জয়ন, রাজগড় সহ বিভিন্ন জেলায় টানা বৃষ্টিতে সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। আগামী ৪ দিন ধরে রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণকে সতর্ক থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ সঙ্গীর কটু কথায় আপনি কষ্ট পেতে পারেন। তবে, আপনার সংবেদনশীল ক্ষমতার কারণে এটি কাটিয়ে উঠতে পারেন। কিছুটা ভালো সময় কাটানোর কারণে মিষ্টি-মধুর রোম্যান্টিক কথাবার্তায় আপনাদের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব কমে আসতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, নিরুসাহী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আপনার উদ্যম কমে যেতে পারে।

বৃষঃ আজ আপনি সম্ভবত অলস এবং ধীর-স্থির থাকবেন এবং ফলে আপনার প্রয়াসের প্রভাব কমে যেতে পারে। গুরুতর কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিথুনঃআপনাকে মাথায. রাখতে হবে যে, অন্যদের কাজকর্ম নিয়ে. চিন্তা করার বদলে, আপনাকে নিজের ভাবমূর্তি এবং সমাজে নিজের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। খুচরা ব্যবসায়ীরা মুনাফার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনি আনন্দময় সময় কাটাবেন।

কর্কটঃ আপনি নিজেই উন্নতির রাস্তা তৈরি করবেন। লোকজনের থেকে আপনি শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি পাবেন। ব্যাবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অসুস্থতা আপনাকে বিব্রত করবে।

সিংহঃ বিশাল পরিশ্রম করা বা কোনও কাজ না করা, এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। আজকে, কঠোর পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কন্যাঃ আজকে আপনি ধীর-স্থির ও শান্ত থাকবেন এবং প্রায. কোনকিছুই আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত করতে পারবে না। আপনার আত্মীয় ও বন্ধুরা আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন । জীবনের বাধাগুলি পার করার জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবেন। আপনি একাগ্রচিত্তে কাজ করবেন।

তুলাঃভবিষ্যতে সুযোগ পাওয়ার জন্য আপনাকে হযতো অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতে হবে। আপনার কাছের জিনিসগুলোর প্রতি হযতো আপনার মালিকানাবোধ জন্মাবে। আপনাকে হয়তো এরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলাতে হবে, যেখানে আপনার সততা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। ।

বৃশ্চিকঃ ভিন্ন রুচি ও মেজাজের লোকের সঙ্গে হয়তো আপনার দেখা হবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে বিস্মিত করবেন, আবার কেউ কেউ বিরক্তি উপাদন করবেন। লোকজন যখন আপনার সাফল্যে উদাসীন থাকেন, তা বোঝা কখনও কখনও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। চতুরতা ও কূটনীতির সাহায্যে তা সামলান।

ধনুঃ আজ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং শক্তিতে ভরপুর হবে। আপনি নিজেকে নতুন সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত দেখতে পাবেন এবং আপনার চিন্তাভাবনা একটি নতুন দিকনির্দেশনা পাবে।।

মকরঃআজ আপনি কর্মক্ষেত্রে চাপপূর্ণ পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা করবেন। আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিথিলতা এবং অসাবধানতা

কুম্ভঃ আপনি চারদিকে শান্তি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চান, আর আজকে হয়তো আপনি সেই কাজটাই করতে পারবেন।আপনাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা আপনার এই গুণের জন্যই আপনাকে ভালোবাসেন।

মীনঃ যে ব্যক্তিরা আপনার মনের কাছাকাছি আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন। আপনাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা আপনার এই গুণের জন্যই আপনাকে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, যাঁদেরকে আপনি আপনার আবেগের কারণে মনের কাছাকাছি রাখেন, কিন্তু তাদের খারাপ

আবহাওয়া

মৌসুমী অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের জোড়াফলায় গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিতে ভাসছে বাংলা। জানা যাচ্ছে, আগামী বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বাংলায় প্রবেশ করেছে। এর প্রভাবে কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, কোথাও ভারী বৃষ্টি আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

শুক্রবার পর্যন্ত এই রাজ্যের প্রায় সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ২১ থেকে ২৩ জুন দক্ষিণবঙ্গে সব জেলায় কমবেশি বৃষ্টি হবে। পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, হাওা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গেরও সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫১মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৬মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৩মিনিটে হবেই।

নববারাকপুরে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২০ জুন ঃ গতবৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নববারাকপুরে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হল। চলে নাম সংকীর্তন ও। জয় জগন্নাথ প্রভু জয় জগন্নাথ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় দুয়ারে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরসভার তত্ত্বাবধানে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল

জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি। এদিন সন্ধ্যায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রভু জগন্নাথ শুভদ্রা বলরাম বিগ্রহ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তারপর তিনি এলাকাবাসীর হাতে জগন্নাথধামের ছবি সহ গজা এবং প্যারা সন্দেশ প্যাকেট তুলে দেন। মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে দুয়ারে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন তারই অঙ্গ হিসেবে নববারাকপুর পুরসভার নাগরিকদের জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু হল। চলবে টানা এগারো দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায়। মহাপ্রসাদ নিয়ে যারা বিভ্রান্ত তৈরি করার চেষ্টা করে মানুষ তাদের বিভ্রান্তি মূলক কথার প্রশয় দেয় না। আমরা সবাই ঈশ্বরের পূজারি। প্রভু জগন্নাথ সবার। সর্ব ধর্মের মানুষ দীঘা জগন্নাথধাম দর্শন করছে যাচ্ছেন। কোথাও কোন ধর্মের বিভাজন তৈরি করা হয়নি মন্দির প্রবেশের ক্ষেত্রে। এমন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্ব ধর্মের মানুষের পুন্য অর্জনে। ঈশ্বর সবার প্রতি সদয় থাকবেন। বাংলা ভালো থাকুক। সারা পৃথিবীর মানুষ ভালো থাকুক এই প্রার্থনা করি প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, রেশনিং অফিসার নবীন মন্ডল, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও পুর কর্মচারীরা আধিকারিক রা।

রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ মৌসুমী অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের জোড়াফলায় গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিতে ভাসছে বাংলা। জানা যাচ্ছে, আগামী বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বাংলায় প্রবেশ করেছে। এর প্রভাবে কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, কোথাও ভারী বৃষ্টি আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার পর্যন্ত এই রাজ্যের প্রায় সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ২১ থেকে ২৩ জুন দক্ষিণবঙ্গে সব জেলায় কমবেশি বৃষ্টি হবে। পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গেরও সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় প্রশাসনিক কাঠামো জোরদার করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ রাজ্য সরকার নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় প্রশাসনিক কাঠামো আরও জোরদার করছে। বিধানসভায় আজ নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, গার্হস্থ্য হিংসা রুখতে রাজ্যের ২৩টি জেলায় ইতিমধ্যেই ২৮ জন প্রোটেকশন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। বড় জেলাগুলিতে একাধিক অফিসার নিযুক্ত রয়েছেন। পাশাপাশি বিপদগ্রস্ত মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে ৩৭টি শক্তি সদন, যা এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, নারী ক্ষমতায়নে গত এক দশকে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা, মানবিক ভাতার মতো প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কোটি কোটি মহিলা। বর্তমানে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে ২.১৫ কোটি মহিলা সহায়তা পাচ্ছেন বলে তিনি জানান। এ ছাড়াও ৯৩ লক্ষের বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

বিশ্ব সিকলি সিল দিবস উদযাপন করা হলো নিমপীঠে

দুরন্ত বার্তা, ,জয়নগর, ২০ জুন ঃ এক পক্ষ কাল ব্যাপী বিশ্ব সিকলি সিল দিবস শুরু হলো গত বৃহস্পতিবার। চলবে ৩রা জুলাই পর্যন্ত। জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, বারুইপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইংদ্রনীল মিত্র,জয়নগর ১ নং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ আধিকারিক ডাঃ রুপংকর বোস, জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিপুল মজুমদার, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মাধব হালদার সহ আরো অনেকে। মূলত আদিবাসীদের মধ্যে জিনেটিক সম্পর্কিত বিশেষ রোগের সচেতনতা বাড়াতে এবং এই জাতীয় রোগের প্রতিকার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের এই আলোচনা সভায় বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

অগ্নি নির্বাপনের জন্য নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরিতে জমি অধিগ্রহণ চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ অগ্নি নির্বাপন এর জন্য নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরির জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রেখেছে বলে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন। গতকাল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আনা এক নোটিশের জবাবে আজ তিনি জানান কলকাতায় ২৬টি সহ বর্তমানে রাজ্যে ১৬৬টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে। নতুন যন্ত্রপাতি, অগ্নি নিরোধক কাপড় সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এইদিকে শিশুশ্রম নির্মূলের ক্ষেত্রে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে বলে শ্রম দফতর জানিয়েছে। এইদিকে বিধানসভায় আজ তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক অসিত মজুমদারের উত্থাপিত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি জানান এই সব প্রকল্পের সুফল মিলেছে। ২০২০ সালে রাজ্যে শিশুশ্রমিক উদ্ধারের সংখ্যা ছিল ১৪। এরপর প্রতি বছরই সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০২১ সালে ৬, ২০২২ সালে ৩, ২০২৩ সালে ১, এবং ২০২৪ সালে একটি ঘটনাও সামনে আসেনি।

কালীঘাটের কাকু'কে স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের অনুমতি হাই কোর্টের, রয়েছে একাধিক শর্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য আপাতত জামিনে মুক্ত 'কালিঘাটের কাকু'। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে একাধিক শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের তরফে শুক্রবার জানানো হয়, সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান করা যাবে। পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ছাড়া অতিরিক্ত মাত্র ১০ আত্মীয়কে আমন্ত্রণ জানানো যাবে। সর্বোচ্চ ৩৫জন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারে। আমন্ত্রিতদের আধার কার্ড এবং বিস্তারিত বিবরণ ৪৮ ঘন্টা আগে সিবিআইয়ের কাছে দিতে হবে। আত্মীয়রা প্রবেশের সময় সিআরপিএফরা তাঁদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করবেন। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত 'কালিঘাটের কাকু'র অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে আগামী ২৬ জুলাই মূল জামিন মামলার শুনানি। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন 'কালিঘাটের কাকু'। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির কয়েকশো কোটি টাকা লেনদেন প্রায় সবই জানা ছিল তাঁর। কীভাবে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলা হবে, অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা কোন কোন

জায়গায় পাঠাতে হবে, সেই পরিকল্পনা করতে সুজয়কৃষ্ণ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসে যেতেন। পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যর অফিসে বসেই নিয়োগ দুর্নীতির ছক কষতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁরই নির্দেশে কুন্তল, তাপসদের হাত দিয়ে টাকা যেত। এমনকী, সুজয়কৃষ্ণ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। ইডির গোয়েন্দাদের মতে, সুজয়কৃষ্ণর যে তিনটি সংস্থার সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির মাধ্যমেই নিয়োগ দুর্নীতির বিপুল কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। সে কারণে তাকে জেলবন্দি করে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। জেলে থাকাকালীনই 'কালিঘাটের কাকু'র স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বাড়ির বাইরে কোথাও ঘটা করে স্ত্রীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালনের আর্জিতে গত মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন 'কালিঘাটের কাকু'। তাতেই শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট বলে খবর মিলেছে।

একটি ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত এবং বিশ্বমানের পরিবর্তন ঘটাতে শ্রীপত সিং কলেজ আইলিড-এর সাথে হাত মিলিয়েছে

কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ২০ জুন ঃ ৭৫ বছর পুরনো শ্রীপত সিং কলেজ, মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি

ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখন এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের পথে। এই রূপান্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব, উদ্যোগ এবং উন্নয়ন সংস্থা ILEAD (আইলিড)-এর পরামর্শে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের চাহিদা মেটাতে এবং ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে কলেজটি তার পুরনো পাঠক্রম বাতিল করে নতুন, শিল্প-প্রাসঙ্গিক ও কর্মমুখী কোর্স চালু করতে চলেছে। এই দূরদর্শী রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে ডুগর ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন-এর উদার সহায়তায়, যার নেতৃত্বে রয়েছেন সিয়াটেল নিবাসী প্রফেসর রাজীব ডুগর। তিনি জিয়াগঞ্জ বরাকাঠি ডুগর (দুগর) পরিবারের একজন সদস্য-যারা শ্রীপত সিং কলেজ, রানী ধন্না কুমারী কলেজ এবং বিশ্ব বিখ্যাত কাঠগোলা গার্ডেন-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই রূপান্তরের অংশ হিসেবে কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে, যার মধ্যে রয়েছে ডুগর ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে নিচের প্রধান প্রকল্পগুলিঃ বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার, ছাত্রাবাসে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা সংযোজন, শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ,ফুটবল মাঠ, বাথরুম ও কমন এরিয়ার উন্নয়ন। আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট ক্লাসরুম, নতুন করে সংস্কার করা ছাত্রাবাস ও ক্রীড়া সুবিধাসমূহের মাধ্যমে লক্ষ্য একটাই, এমন একটি আধুনিক, সক্রিয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলা যা ১,০০০-র বেশি আবাসিক ও ৩,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ দেবে। এই উদ্যোগ শ্রীপত সিং কলেজ কে পূর্ব ভারতের একটি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে, যেখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারত ও প্রতিবেশী দেশ থেকেও ছাত্র ছাত্রীরা আকৃষ্ট হবে।

একরত্তির হার্টে বসলো স্টেন্ট,সফল অস্ত্রোপচারে হাসি ফিরলো পরিজনদের মুখে,ভরসা স্বাস্থ্যসাথী

সৌরভ দাশ,বসিরহাট , ২০ জুন ঃ জন্ম থেকেই গায়ের রং নীলাভ। চিকিৎসক রা জানান শিশুটির শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা এই বয়সী অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক কম , মাত্র ৫৫। চিকিৎসকদের মতে শিশুদের শরীরে অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা ৯৮ -১০০ থাকা স্বাভাবিক। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা জানান শিশুটির হার্টের প্রকোষ্ঠ গুলি সঠিক ভাবে তৈরীই হয় নি,ফলত হৃদপিন্ডের যে শিরা দূষিত রক্ত কে ফুসফুসে নিয়ে যায় পরিশ্রুত করার জন্য, গর্ভাবস্থা থেকে তা তৈরিই হয়নি। শিশুটির এই সমস্যা সমাধানে হার্টের অস্ত্রোপচার দরকার বলে জানান তারা। জন্মের পর থেকেই শিশুটির এই শারিরীক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পরে তার পরিজনরা। কলকাতার নানা হাসপাতাল ঘুরে শিশুর এই সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা করতে থাকে তার পরিবার,তবে বিভিন্ন হাসপাতালে যথাযথ সময়ে বেড না পাওয়ায় সমস্যায় পরে তারা।যোগাযোগ করে বসিরহাট দক্ষিনের চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জীর সঙ্গে। শিশুটির শারিরীক অবস্থা দেখে তিনি তড়িঘড়ি যোগাযোগ করেন তারই চিকিৎসক বন্ধু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃনুরুল ইসলামের সঙ্গে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নুরুল ইসলামের প্রচেষ্টার সফল অস্ত্রোপচার হয় শিশুটির। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুটির চিকিৎসার হয় দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে। মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে ছ'মাস বয়সী শিশুকন্যার হৃদপিন্ডে বসানো হয় স্টেন্ট। অপারেশনের ৬ ঘণ্টার মধ্যে, মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় শিশুটিকে। বিধায়ক জানান, জন মানুষের একজন প্রতিনিধি হিসারে তিনি শিশুটি ও তার পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন, দায়িত্বটুকু পালন করেছেন। তিনি জানান শিশুটি এখন অনেকটাই সুস্থ। বসিরহাট ২২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিশুটির বাবা জানান, তার মেয়ের বয়স আট মাস,সে গুরুতর হার্টের সমস্যায় ভুগছিলো, কোলকাতার কোথাও ভর্তি করতে না পেরে বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন,বিধায়কের তৎপরতায় তার বন্ধু ডাঃ নুরুল হাসান ছোট্ট নূর্নাহারের হৃদপিন্ডের অস্ত্রোপচার করেন।তার মেয়ে বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ আছে বলেও জানান তিনি। মেয়ের চিকিৎসা বিষয়ে বিধায়কের এই সহযোগিতার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মেগা জব ফেয়ার হয়ে গেল এস ভি আই এস টির উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা,পূর্ব বর্ধমান, ২০ জুন ঃ বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউটস।দক্ষিন ২৪ পরগনার পাশাপাশি সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাদের উদ্যোগে মেগা জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।শুক্রবার তাদের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদীঘিতে বর্ধমান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স (বি আই এম এস) কলেজে এক দিনের মেগা জব ফেয়ার হয়ে গেল।যেখানে ১৫ টির বেশি খ্যাতনামা কোম্পানী ও দুশোর অধিক ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নেন।এ দিনের এই জব ফেয়ার থেকে এক এক জন ছাত্র ছাত্রীরা ৩-৪ টি করে চাকরির সুযোগ পেয়েছেন।অনেক পাসআউট শিক্ষার্থী এই দিনেই চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন, আর ফাইনাল ইয়ার শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরে শুরু করবেন কর্পোরেট ক্যারিয়ার। এই মেলা শুধুমাত্র একটি নিয়োগ অনুষ্ঠান নয়,

বরং এটি স্বপ্নপূরণের একটি মঞ্চ।এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউটসের সহকারী অধ্যাপক ও ইভেন্ট কনভেনর আতাউর সাফি রহমান বলেন,আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের সফল পরিণতি হওয়া উচিত একটি ভাল ক্যারিয়ারে। এই জব ফেয়ার আমাদের সেই অঙ্গীকারের প্রতিফলন।যেখানে আমরা ছাত্র ছাত্রীদের চাকরির দরজায় নিয়ে যাচ্ছি,তাদের বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত করছি।স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউটসের জেনারেল ম্যানেজার সোমনাথ রায় বলেন,এই জব ফেয়ার একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। আমরা চালু করেছি ভবিষ্যত মুখী স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম যা শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র চাকরির সুযোগ দেওয়া নয়, বরং ভবিষ্যতের উদ্যোক্তাদের গড়ে তোলা।বি আই এম এসের টিচার ইনচার্জ লিসা ব্যানার্জী বলেন,এই ধরনের মেলা আমাদের শিক্ষাদানের পরিপূর্ণতা আনে।পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাকরির সুযোগ থাকে, তাহলে তারাই হবে আগামী দিনের সফল পেশাজীবী।আমাদের প্রশিক্ষণ ও প্লেসমেন্ট একসাথে এগিয়ে চলছে।

বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল পুনরায় চালু করবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল পুনরায় চালুর বিষয়ে রাজ্য সরকার সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে । বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক অশোক কুমার দেবের উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, কারখানাটির পুনরুজ্জীবন চেষ্টায় ইতিমধ্যেই মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে । এখন পর্যন্ত ৯টি বৈঠকও হয়েছে।মন্ত্রী জানান, হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে দিয়েছে। রাজ্য সরকার সেই দিশায় অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে বন্ধ মিলের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ফাওলাই প্রকল্পের আওতায় ২,৮৭০ জন শ্রমিককে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা ও উৎসব উপলক্ষে অতিরিক্ত ১,৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

জয়নগর ও বহড়ুতে তৈরী হচ্ছে দীঘার জগন্নাথ দেবের প্রসাদ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ জুন ঃ দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ তৈরিতে এখন হিমশিম খাচ্ছে জয়নগরের প্রসিদ্ধ মিষ্টি দোকানের কারিগরেরা। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ও বহড়ু এলাকার প্রসিদ্ধ মিষ্টি দোকান গুলিতে। নাওয়া খাওয়ার ফুড়সদ নেই কার্যত দিনরাত এক করে কারিগরেরা তৈরি করছে প্রসিদ্ধ দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসিদ্ধ প্রসাদ। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের সময় ঘোষণা করেছিলেন রথযাত্রার আগে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ রাজ্যবাসীর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ঘোষণা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুয়রে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য বাসীর হাতে পৌঁছে যাচ্ছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ও বহড়ু এলাকার প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে তৈরি হচ্ছে দীঘার জগন্নাথ মড়্ধিরের প্রসাদ। দিন রাত এক করে কর্মযজ্ঞ চলছে। এই প্রসিদ্ধ মিষ্টি দোকান থেকেই একেবারে প্যাকেট জাত হয়ে সেই জগন্নাথ মঃিদরের প্রসাদ পৌঁছে যাচ্ছে এলাকার দয়ারের রেশন প্রকল্পের রেশন ডিলারের হাতে।এরপরে দুয়ারে রেশন থেকে এই প্রসাদ পৌঁছে যাচছে এলাকাবাসীদের ঘরে ঘরে।এই এলাকার প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে তৈরি হচ্ছে দীঘার জগন্নাথ মড়্ধিরে সুপরিচিত প্রসাদ প্যারা ও গজা। বীণাপাণি মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি ব্যবসায়ী গণেশ দাস,রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মিষ্টি ব্যবসায়ী তিলক কয়াল বলেন, স্থানীয় বিডিওর মাধ্যমে আমাদের কাছে এই অর্ডার এসেছে। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে কিছু প্রসাদ আমাদের কাছে এসেছে সেই প্রসাদ মিশিয়ে এই প্যারা এবং গজা তৈরি করা হচ্ছে। মূলত আমাদের কাছে প্যারা ও ক্ষীরের গজা তৈরি হচ্ছে।এর পাশাপাশি এই প্রসাদ প্যাকেট জাত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে স্থানীয় বিডিও এবং রেশন ডিলার গুলির হাতে।এ বিষয়ে কারিগরেরা বলেন,রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীঘা জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেছে।

উপভোক্তাদের অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সহজ হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ কেনাকাটা করতে গিয়ে প্রতারণা বা বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে স্বচ্ছ ও ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর ' পোর্টাল চালু করছে বলে বিভাগীয় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সমীর কুমার জানার প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, আগে ' নামে একটি ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমানে আরও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব পদ্ধতি হিসেবে এই পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 06D.M/ENGG/2025-26 (2nd call) Date-20/06/2025**
E-NIT 09D.M/ENGG/2025-26 Date-20/06/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman, Dainhat Municipality**

SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/DM&ED/ SNIT-01/2025-26

Above mentioned Short NoticeTender is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Electrical Work & 2 nos Mechanical Work under this Division. Last date of submission of the bid: **25.06.2025 15:00 HRS**. The other details may be seen from **https://www.wbiwd.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./-Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/06/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Repairing of Uttaran Toilet and privies at 2, 9, 6 Sen Lane, 122, 124 Sovabazar Street, 21, Nather Bagan Street, 6 Ramdhan Khan Lane etc. in Ward No.-19.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,807.10**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/012/011/2025-2026 Name of Work: **Repairing of Sanitary Latrine at 70/2, Gouribari Lane, 16, Ultadanga Road and different places in Ward No.-12.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,344.68**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/018/06/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Repairing of Uttaran I.P.S. and paver block surface at 22, Masjid Bari Street, 388 Rabindra Sarani, 12/1, Ram Chand Ghosh Lane and others Uttaran in Ward No.-18.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,232.11.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **01.07.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid will be opened on: **03.07.2025 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details will be available on and from **20.06.2025 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/28/25-26/UTTARAN Name of Work: **Installation of Uttaran Signage Board at Entry point of various Uttaran location etc. in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **2,20,637.79.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **60 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/39/25-26/UTTARAN Name of Work: **Urgent repairing & maintenance of road in Uttaran area near 1703 Naskarhat etc. in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **1,15,290.77.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **60 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/36/25-26 Name of Work: **Urgent repairing of hot mix road near 352 P. Mazumdar Canal side road & adjacent places etc. in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **1,89,986.50.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **75 days.**
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/37/25-26 Name of Work: **Desilting of underground drainage system near 6 Sk. Place & others surrounding area in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **1,43,500.80.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/06/25-26 Name of Work: **Desilting of underground drainage system at Ashutosh Colony, Sahid Nagar-7 etc. in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **2,95,312.69.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **135 days.**
(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/037/25-26 Name of Work: **Renovation of road by laying kerb & channel with laying of hot mix near Prem. No. 32 Purbachal Main Road in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **2,55,848.01.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **40 days.**
(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/040/25-26 Name of Work: **Development of underground drainage system at Prem. No. 65/4/1 P. Majumdar Road in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **2,10,548.37.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **40 days.**
(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/034/25-26 Name of Work: **Maintenance of ex. drainage system by removing chockage from KBK Stadium to Young Horizon School at Barakhola in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **2,74,265.90.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **145 days.**
(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/09/25-26/UTTARAN Name of Work: **Renovation of bituminous road at slum area near Prem. No.-1/48, 1/29 etc. Jadavgarh Colony in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **3,63,841.26.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **90 days.**
(10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/10/25-26/UTTARAN Name of Work: **Renovation of IPB passage damaged during laying of underground drainage system at slum area near Prem. No. 1/83, 1/69 etc. Nelinagar Colony in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **3,40,399.96.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **75 days.**
(11) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/014/25-26/UTTARAN Name of Work: **Improvement of underground drainage system at slum area of Chowbagha Charaktala near H/o Montu Pramanik, Nimai Sardar etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **4,27,413.95.** Earnest Money: ₹ **8,600.00.** Period of Completion: **75 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.06.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 11). Date and time of opening of Bid: **02.07.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 11). The bid forms and other details are available on and from **20.06.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 11). The website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 11).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/238 Name of Work: **Repairing of lighting system in different Bustee areas in Ward No.-90 under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,49,998.13.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of Bid: **30.06.2025 upto 2 p.m.** Tender (Technical) opening date and time: **30.06.2025 at 4 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/211 Name of Work: **Repairing of street lighting system at B. K. Road, E.J.C. Junction & other places in Ward No.-79.** Estimated Amount: ₹ **1,98,528.63.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/212 Name of Work: **Improvement of street lighting system at Rakhal Das Auddy Road, Mahesh Dutta Lane & other places in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **4,97,611.85.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/232 Name of Work: **Repairing of street lighting system at Chetla Road, Gabinda Auddy Road & other places in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **1,99,975.96.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 2 to 4). Last date and time of completion of Bid: **01.07.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 2 to 4). Tender (Technical) opening date and time: **01.07.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **20.06.2025 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). For full and further details, please visit the website: **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. (For Sl. No. 1 to 4).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two part Bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/130/25-26 Name of Work: **Improvement of street lighting arrangement at 1 No. Sree Colony and I Block area in Ward No.-99 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,98,153.57.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/131/25-26 Name of Work: **Development of street lighting arrangement at 1 No. Vidyasagar near Ishwar Pathsala area in Ward No.-99 under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,97,186.14.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of completion of Bid: **02.07.2025 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/64/25-26/PD Name of Work: **Supply of LED fittings at Purbalok, Nitai Nagar etc. areas in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,97,733.10.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **04.07.2025 upto 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025, 12 Noon** . The website: **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). **(489/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০০ সংখ্যা, শনিবার ৬ আষাঢ় ১৪৩২

পায়ের নিচে মাটি আছে, তবুও জমি নেই

পায়ের নিচে যে মাটি, তা যেন আর নিজের নয়। দেশের নানা প্রান্তে যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে জমির উপর, যাদের পূর্বপুরুষরা এই মাটিতে হাঁটত, এই মাটিতে কৃষিকাজ করত, এই মাটিকেই একদিন ঘরবাড়ি বানিয়ে নিজেদের বলে দাবি করেছিল;তাদেরই আজ জমিহীন বলে গণ্য করা হচ্ছে। একসময় যে মাটি জীবন দিয়েছিল, সেই মাটি আজ জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, শিকড় উপড়ে ফেলছে। রাষ্ট্রের চোখে জমি যেন এখন কেবল পুঁজির মালিকানা, উন্নয়নের দায়সারা হিসাব, এক 'সুযোগসন্ধানী' প্রকল্পের আঁকা গ্রাফের উপকরণ। কিন্তু ওই জমিতেই যে মানুষের রক্ত, ঘাম, আর স্মৃতি গাঁথা, তা কি আর উন্নয়নের চাপে পড়ে বিলীন হয়ে যায়? জমির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু অর্থনৈতিক নয়, এ এক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, আত্মপরিচয়ের এক মৌলিক ভিত্তি। ভারতের গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা কেবল জীবিকার উৎস নয়, এটি পরিবার ও সমাজের সম্মান, সামাজিক অবস্থানের মানদণ্ড। অথচ আজ, কর্পোরেট কিংবা সরকারের যৌথ উদ্যোগে 'ডেভেলপমেন্ট' নামক এক খোলসে জমির প্রকৃত মালিকদের উচ্ছেদ করার যে নব্য-কৌশল, তা এক গভীর অমানবিকতার দিকে ইঙ্গিত করছে। বহু মানুষ আজ সেই জমির অধিকার হারাচ্ছেন, যার উপর তাদের পূর্বপুরুষেরা বসত করে, যার উপর তারা রোজকার প্রার্থনা করে, সন্তানকে খেলার মাঠ দিয়েছিল, আর ফসল ফলিয়ে পেট চালিয়েছে। অথচ এই উচ্ছেদের ইতিহাস একদিনে শুরু হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেই বড় বাঁধ নির্মাণ, খনিজ খনন, শিল্পাঞ্চল গঠনের নামে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। রাষ্ট্র তখন বলেছে, এটি 'জাতীয় স্বার্থে' হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ বলতে বোঝানো হয়েছে মূলত শহরকেন্দ্রিক ভোগান্তির অবসান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্পের বিকাশ। যাদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তারা সেই বিদ্যুৎ পায়নি, শিল্পে চাকরি পায়নি, বরং চিরতরে হারিয়েছে তাদের চেনা পৃথিবী। আজ এই জমি কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া আরও পরিশীলিত হয়েছে। 'ল্যান্ড পুলিং', 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস', 'স্পেশাল ইকনমিক জোন', 'স্মার্ট সিটি', এই সব আধুনিক নামে দিয়ে জমির উপর এক নতুন দখলদারির অভিযান শুরু হয়েছে। সরকারের কণ্ঠস্বরে এই দখলদারি যেন গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রূপ। অথচ, জমির সঙ্গে যে মানুষটির সম্পর্ক জীবনের চেয়ে গভীর, তাকে তো কেউ জিজ্ঞেস করছে না, সে রাজি কি না। তার মতামত চাওয়া হচ্ছে না, বরং নানা বিধি-নিষেধের জালে তাকে বেঁধে রাখা হচ্ছে;সেই জমির উপর তার অধিকার আইনি হলেও বাস্তবে তা খণ্ডিত, সীমিত, আর অসহায়। জমি ছাড়া মানুষ কেমন বাঁচবে? এই প্রশ্নটাই উঠছে না এখন। জমির পরিবর্তে টাকা দেওয়া হচ্ছে, আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র জমি দেওয়ার, উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে;সেই প্রতিশ্রুতির অনেকটাই ফাঁকা। অনেকেই টাকা নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। জমি ফুরিয়েছে, টাকা উবেছে, উৎসব ফুরিয়েছে, আর জীবিকা অদৃশ্য। কিছু মানুষকে পুনর্বাসনের নামে বহুতলে তুলে দেওয়া হয়েছে, যাদের জীবিকা কৃষিভিত্তিক ছিল, তাদের সেই নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আরও ভয়াবহ হল, অনেক ক্ষেত্রেই যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তারা কোনও লিখিত নথি দেখাতে পারছে না। কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা জমিতে কাজ করে এসেছে, তারা অনেকেই 'অ-নথিভুক্ত' অধিকারভোগী। সেই জমি তাদের পূর্বপুরুষের হলেও, সরকারি কাগজে তার মালিকানা নেই। ফলে, কোনও ক্ষতিপূরণ নেই, পুনর্বাসন নেই, কেবল উচ্ছেদ আর নির্বাসন। এইভাবে জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেটে ফেলা হচ্ছে এক নিষ্ঠুর ধারালো অস্ত্র দিয়ে;যার নাম আধুনিকতা। ঔপনিবেশিক আমলেও জমির মালিকানা নিয়ে এমন লোভ ছিল। জমি তখন মানে অর্থনৈতিক শোষণ। আজ সেই ঔপনিবেশিক ধারণাই বদলে গিয়ে এক বাজারভিত্তিক জমি-উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এখন জমি চাষের নয়, উন্নয়নের কাঁচামাল। যাকে যেমন দরকার, সেইভাবে ব্যবহার করা হবে। জমির প্রকৃতি, লোকসংস্কৃতি, পরিবেশগত ভারসাম্য;সব কিছুকে মুছে দিয়ে এক মডেল-কেন্দ্রিক উন্নয়নের বুলি শোনানো হচ্ছে। যে মানুষটি এই জমির উপর দাঁড়িয়ে জীবন গড়েছে, সে-ই আজ সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথে বাধা। তাকে 'আগ্রাসী', 'বিপথগামী', এমনকি 'দেশবিরোধী' আখ্যা দিয়ে দমন করা হচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রই যখন এই জমির জন্য কর্পোরেটের দালাল হয়ে ওঠে, তখন তার দেশপ্রেমের প্রশ্ন ওঠে না। সেই জমির উপর হেলিপ্যাড বানানো হয়, পাঁচতারা রিসর্ট উঠে আসে, খনিজ তুলে পুঁজি বৃদ্ধির খেলা চলে। কিন্তু সেই খেলায় মানুষ নেই;যে মানুষ একসময় সেই জমির সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এই জমির লড়াই কিন্তু নতুন নয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে ওড়িশার পোসকো, ছত্তিশগড়ের বস্তার, মধ্যপ্রদেশের নর্মদা, দেশের একেক প্রান্তে জমির জন্য মানুষের জীবন গেছে, আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সেই আন্দোলনকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করে দমন করার চেষ্টা হয়েছে। কোনও কোনও সময় জনমত রাষ্ট্রকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই রাষ্ট্র ও কর্পোরেটের হাত ধরেই চলছে জমি দখলের প্রক্রিয়া। জমি কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ নয়;এ এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক উত্তরাধিকার। জমির সঙ্গে গড়ে ওঠে স্মৃতি, বোধ, ইতিহাস। জমির উপর দাঁড়িয়েই একেকটি জনপদ, একেকটি ভাষা, উৎসব, কৃষিকাজ, লোকশিল্প জন্ম নেয়। সেই জমি হারিয়ে গেলে, কেবল ফসল হারায় না;হারায় একটা সভ্যতা। এই সভ্যতা হারিয়ে গেলে তাকে ফেরানো যায় না, তাকে টাকা দিয়ে মাপা যায় না। আজ তাই প্রশ্ন উঠছে;পায়ের নিচে মাটি আছে, তবুও কেন জমি নেই? কেন একজন কৃষকের জমি নেই, অথচ শহরের এক বহুতলে তার নাম নেই? কেন তার সন্তান স্কুলে যায় না, আর কর্পোরেট স্কুলে পড়ে সে-ই জমি যারা কেড়ে নিয়েছে? কেন সেই মানুষটিকে বলা হয় 'উন্নয়নের পথে বাধা', যে নিজেকে রক্ষা করতে চায়? এই প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক নয়;এ এক নৈতিক প্রশ্ন। জমি নিয়ে রাষ্ট্র যে নীতির কথা বলে, তা কি আদৌ ন্যায়সঙ্গত? একটা দেশের উন্নয়ন তখনই পূর্ণ হয়, যখন তা সকলের অংশগ্রহণে হয়। জমি কেড়ে, মানুষ উচ্ছেদ করে, স্মৃতি ভেঙে দিয়ে যদি উন্নয়নের প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়, তবে সেই প্রাসাদ মানুষের হবে না, বরং তা হবে কেবল পুঁজি ও শক্তির প্রতীক। আর এই রকম প্রাসাদ একদিন ভেঙে পড়বেই; কারণ তার ভিতেই থাকবে হাজারো মানুষের অভিশাপ। জমির এই সংকট আজও চলছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ হারাচ্ছে তার চেনা আকাশ, মাটি আর ঘর। সরকারের হাতে রয়েছে আইনের ছাড়পত্র, কর্পোরেটের হাতে রয়েছে টাকার থলি। কিন্তু যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের হাতে কী আছে? কিছু প্রার্থনা, কিছু প্রতিবাদ, আর শিকড়ের স্মৃতি। জমি হারালে কেবল ফসল যায় না, যায় পরিচয়। সেই পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই লড়াই রাজনীতির বাইরে নয়, এটি দেশের আত্মা রক্ষার লড়াই। সেই লড়াইয়ে প্রতিটি মানুষের প্রশ্ন করা উচিত;আমার পায়ের নিচে যেটুকু মাটি আছে, সেটুকুও কি একদিন কেড়ে নেওয়া হবে?

বিপজ্জনক সেতু, সমস্যায় গ্রামবাসীরা

বিপজ্জনক দুর্বল সেতু বন্ধ করায়, যাতায়াত বন্ধ বেশ কয়েকটি গ্রামের, সমস্যায় গ্রামবাসীরা। অতি দ্রুত সেতু সংস্কারের দাবি গ্রামবাসীদের। ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি টুকলিমারী এলাকায় জেলা পরিষদের রাস্তার উপর দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় রয়েছে এই সেতুটি। সেতুটি নিচের দিকে অনেকটাই বসে গিয়েছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সপ্তাহখানেক আগে এই সেতু দিয়ে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। জেলা পরিষদের এই রাস্তা দিয়ে এই সেতু পেরিয়ে বহু মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে এই রাস্তায়। আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের যোগাযোগের মাধ্যম এই রাস্তা। বিপজ্জনক সেতুটি দিয়ে চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সমস্যায় পড়ছে বহু মানুষ। সেজন্য অনেককে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই সেতু কবে সংস্কার হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় গ্রামবাসীরা। অতি দ্রুত সেতু তৈরি না করা হলে যেকোনো সময় জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। গ্রামবাসীদের দাবি, যেহেতু এর পাশে বিকল্প কোন রাস্তা নেই সেজন্য অতি দ্রুত যাতে এই সেতুটি মেরামত করে এই রাস্তায় যাতায়াত শুরু করা যায়। ওই এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে জেলা পরিষদের সদস্যা মমতা বৈদ্য সরকার জানিয়েছেন, সমস্যা জানতে পেরে ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি এবং ছবি পাঠিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব কাজ করে দেওয়া হবে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ চরিত্র ঃ—

সংগ্রহ করে খুব — কিন্তু ধাপ্পাবাজি-চলনে, উত্তরে দুর্দ্দশার অঙ্ক মুক্ত তা'র। নিজেকে জাহির করতে যেও না খামাখা; বরং জহুরী হও, আর, তাই ভাল। কেবল ঢাকেই যা'দের জয় বা খেতাব নাম; তা'রা কেমন লোক; সন্দেহের, ভয়েরও কিছু-কিছু। যা'রা অন্যায় ক'রে ঢাকে ন্যায়ের অছিলায়, তা'রা অন্যকে যখন সন্দেহ করে-বাস্তবে প্রমাণ পেলেও তা' অবিশ্বাসই ক'রে থাকে; নিজের সাথে মিলিয়ে। সত্তা-সম্বর্দ্ধনায় তাচ্ছিল্য প্রবণ অথচ প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র, কৃষ্টিবিমুখ; এই হচ্ছে অসৎ-তাৎপর্য্য। ঐক্যহারা, সেবাকঞ্জুষ, অসৎপ্রকৃতি যা'রা; প্রকৃতিই তাদের দুর্ভোগ আমন্ত্রণ করে, নির্ব্বাসন-প্রবাস স্বতঃস্ফূর্ত্ত তা'দের; যা'রা বিশেষ বা বিশিষ্টকে অবজ্ঞা করতে জানে; স্বেচ্ছ বিচারে।

নারীদের জন্য সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতি থাকলেও প্রশ্ন থেকেই যায় বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে

ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে বহু বছর ধরে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক চলছে। বহু প্রতিশ্রুতি, বহু প্রতীক্ষার পর ২০২৩ সালে নারী সংরক্ষণ বিল সংসদে পাস হয়, যা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কিন্তু সেই উৎসবের আবহেই উঁকি দেয় এক গভীর প্রশ্ন; এই সংরক্ষণ বাস্তবে কবে কার্যকর হবে? তার নির্দিষ্ট রূপরেখা কী? কেন তা পরবর্তী জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে জড়িত করা হল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আজও অস্পষ্ট, এবং সেই অস্পষ্টতাই নারীর অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রের সদিচ্ছার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। নারী সংরক্ষণ বিলটি বলছে, সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও নাগরিক সমাজের চাপের ফলে এই বিল পাস হওয়া এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু যখন এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে সেই প্রশ্নে একটি কৌশলী সময়সীমা স্থির করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী জনগণনার ফলাফলের ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাসের পর। অর্থাৎ, কার্যত এই আইন কবে বাস্তব হবে, তা স্পষ্ট নয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। নারী সংরক্ষণের দাবি বহু দশক ধরে উঠছে। রাজ্য স্তরে পঞ্চায়েত ও পুরসভায় এই সংরক্ষণ ইতিমধ্যেই কার্যকর, এবং তার সুফলও নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে। বহু প্রথম প্রজন্মের মহিলা প্রশাসক গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নচিত্র পালটে দিচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় স্তরে, অর্থাৎ সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায়, নারীর সংখ্যা এখনও নামমাত্র। আজও লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ১৫ শতাংশের কাছাকাছি, যা বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম। এই প্রেক্ষাপটে নারী সংরক্ষণ বিলের মাধ্যমে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হলেও, বাস্তবে তা জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ায়

গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের জনগণনা এখনও হয়নি। কোভিড মহামারির অজুহাতে তা পিছিয়ে গিয়েছে। নতুন করে সেই প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে, কবে শেষ হবে, তার ওপর নির্ভর করছে সংরক্ষণের বাস্তবায়ন। পাশাপাশি, আসন পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করতে হবে, সেই কমিশনের কাজ শেষ করতে হবে, এরপরেই নির্ধারিত আসনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে। অর্থাৎ, সরকার একটি দূরবর্তী সময়সীমার দিকে বিষয়টিকে ঠেলে দিয়েছে। এতে যে বার্তা যায়, তা হল;আইন পাস করেই দায় সারা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের দিকে কোনও তৎপরতা নেই। এই ধরণের বিলম্ব শুধুই প্রশাসনিক জটিলতা নয়, বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার প্রকাশ। কেন এই সংরক্ষণ আগামী নির্বাচনের আগেই কার্যকর করা যাচ্ছে না, তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সরকার দিতে পারেনি। রাজনৈতিক বাস্তবতায়, সংরক্ষণের বিষয়ে একাধিক দল নিজের পছন্দসই রূপরেখা চায়। কেউ চায় সংরক্ষণের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা অনুযায়ী ভাগ হোক। কেউ চায় এসসি/এসটি সংরক্ষণের ভিতরেও আলাদা করে নারী সংরক্ষণ নিশ্চিত হোক। এই সব দাবির ভিড়ে কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজস্ব রূপরেখা তৈরি করলেও, বাস্তবায়নের প্রশ্নে কোনও দিশা দেখাতে পারেনি। একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যায়;যদি এই সংরক্ষণ আগামী ৫-৭ বছর পর কার্যকর হয়, তবে এই সময়কালে সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কেমন থাকবে? বর্তমান প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মহিলাদের সংখ্যা বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা আছে কি? না কি আগামী লোকসভা নির্বাচনেও আমরা একই পুরুষ-প্রধান সংসদ দেখতে চলেছি? এই বিলম্ব এবং অস্পষ্টতার ফলে রাজনৈতিক দলগুলির ওপর মহিলাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়ার যে চাপ তৈরি হয়েছিল, সেটিও অনেকটাই শিথিল হয়ে গেল। দলগুলি এখন বলতে পারে, সংরক্ষণ তো আসছে, এখন অতটা দরকার নেই। অথচ, এই ধরনের যুক্তি আসলে নারী অংশগ্রহণের প্রতি অবজ্ঞাকেই তুলে ধরে। সংরক্ষণ যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তা এখন থেকেই প্রয়োগযোগ্য চিন্তাভাবনার আকারে কার্যকর হওয়া উচিত। মহিলাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া, নির্বাচনে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া, রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করাই তো সংরক্ষণের প্রাথমিক ধাপ। তাছাড়া, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই বিল আইনত রূপ পেলেও, তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা এবং নাগরিক সমাজের চাপ;সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যদি এই আইন বাস্তবায়ন না হয়, তবে তা কেবল এক রাজনৈতিক কৌশলেই পরিণত হবে, যার কোনও বাস্তব প্রতিফলন সাধারণ মহিলার জীবনে দেখা যাবে না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, আসন পুনর্বিন্যাসের পরে যেসব আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে, সেগুলির নির্ধারণ কী ভিত্তিতে হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, এটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হবে;অর্থাৎ একবার কোনও আসন সংরক্ষিত হলে, পরবর্তী নির্বাচনে তা অন্য আসনে সরে যাবে। কিন্তু এই নিয়মেও রাজনৈতিক দুর্ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সংরক্ষিত আসন নির্বাচনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে কোনও নির্দিষ্ট মহিলাকে ঠেলে দেওয়া, বা ভোটব্যাংক ভিত্তিক সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আসন বাছাই করা;এসবই ভবিষ্যতের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। নারী সংরক্ষণ আইন কেবল সংখ্যার খাতায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াবে, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। বাস্তবিক অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন তখনই হবে, যখন তাঁরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। আজও বহু মহিলা জনপ্রতিনিধি আছেন, যাঁদের উপর পুরুষ স্বামী বা আত্মীয়দের ছায়া পড়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁদের হাতে পৌঁছয় না। এই 'প্রক্সি পলিটিক্স'-এর সংস্কৃতি ভাঙতে গেলে চাই দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এবং সমাজে মহিলাদের স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা। এই আইন তার সম্ভাবনার দিক থেকেও বিশাল। ভারতীয় রাজনীতিতে বহু যুগ ধরে মহিলাদের অংশগ্রহণ কম থাকায় অনেক সামাজিক সমস্যা রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়নি। যেমন নারী স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, কর্মসংস্থান, লিঙ্গবৈষম্য, দারিদ্র্য বা শিশু শিক্ষার মতো বিষয়গুলো অনেক সময় সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে না। কিন্তু যদি মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ে, তাহলে এই সব ইস্যু আরও জোরালো ভাবে জাতীয় আলোচনায় উঠে আসবে। তবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে যে প্রথম ধাপটি দরকার, সেটি হল আইনের বাস্তবায়ন। সংবিধানে সংশোধনী এনে এই আইন পাস করে দেওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি জরুরি তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তব রূপ দেওয়া। জনগণনার অপেক্ষা, আসন পুনর্বিন্যাসের দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা;এই সব যুক্তির আড়ালে পড়ে থাকলে এই আইন তার কার্যকারিতা হারাবে। তখন একে কেবল রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবেই দেখবে সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা তখনই বৃদ্ধি পাবে, যখন সংবিধানিক প্রতিশ্রুতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য প্রশাসন আন্তরিকতা দেখাবে। নারী সংরক্ষণ সেই প্রতিশ্রুতি, যা বহু বছর ধরে বারবার আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, বারবার আশাভঙ্গ করেছে, আবার আশার আলোও দেখিয়েছে। এবার যদি সেই আলো বাস্তবে পৌঁছায় না, তবে তা কেবল একটি ঐতিহাসিক সুযোগের অপচয় নয়;বরং নারীর অধিকারের এক নির্মম অবহেলাও। এই আইনকে সত্যিকারের এক সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তুলতে হলে এখনই প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা, সংরক্ষণের রূপরেখা তৈরি করা, এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রার্থী মনোনয়নে স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছা গড়ে তোলা। তার সঙ্গে চাই নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ, যাতে প্রতিটি স্তরে নারী নেতৃত্বের জায়গা তৈরি হয়। নারীর ক্ষমতায়ন কেবল কোটার প্রশ্ন নয়;এ এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সংরক্ষণ আইন সেই আন্দোলনের দরজা খুলে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে সেই দরজা দিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সংকল্প এবং সামাজিক সদিচ্ছা। তা না হলে এই আইন কাগজেই থেকে যাবে, আর দেশের কোটি কোটি মহিলা সেই কাগজের বাইরে থেকেই প্রতিদিন লড়াই করে যাবেন;অদৃশ্য, অবলম্বনহীন, একাকী।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানেই নিষেধ নয়— ছবি আটকে দেওয়ার মানে সমাজকে চুপ করিয়ে দেওয়া

মত প্রকাশের অধিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলির অন্যতম। কেউ কোনও মন্তব্য করলে, তাতে দ্বিমত থাকতেই পারে;তাকে পাল্টা যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করা যায়, বিতর্কের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করা যায়, এমনকি আইনি পথে সমালোচনা বা প্রতিবাদের পন্থাও খোলা রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সেই মতামতকে রুখে দিতে হবে, থামিয়ে দিতে হবে, বিশেষ করে কোনও শিল্প বা চলচ্চিত্রকে থিয়েটার থেকে সরিয়ে দিয়ে। কারণ, এমন সিদ্ধান্ত কেবল একটি ছবির প্রদর্শন নয়,

সমগ্র সমাজের বাকস্বাধীনতার উপরেই এক নীরব আঘাত। মতপ্রকাশের পরিসরকে সংকুচিত করে, সেই সমাজে এক অদৃশ্য ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়। সম্প্রতি কিছু চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে এমনই এক অবাঞ্ছিত প্রবণতা চোখে পড়ছে। কারও বক্তব্য কোনও বিশেষ গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সম্প্রদায়, ধর্মীয় সংবেদন বা ব্যক্তির পছন্দ না-হতেই, ছবি মুক্তির আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আন্দোলন, বিক্ষোভ, এমনকি হুমকির আবহ। থিয়েটারে হামলা, শো বাতিল, প্রেক্ষাগৃহের সামনে বিক্ষোভ, পোস্টার ছেঁড়া;এসব যেন 'প্রতিবাদ'-এর নতুন নাম। কিন্তু একবার ভাবা উচিত, এই সব কার্যকলাপ আদতে কার অধিকারকে খর্ব করছে? শিল্পীর? নির্মাতার? না কি সাধারণ দর্শকের? একজন নাগরিকের হাতে থাকা টিকিট কেটে ছবি দেখার অধিকার যদি নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়, তবে গণতন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মৌলিক অধিকারগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে শুরু করে। সিনেমা কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়;এটি এক সামাজিক ভাষা, যা অনেক সময় এমন সব প্রশ্ন তোলে যা নিয়ে খোলা আলোচনায় সাহস সবার থাকে না। কখনও কখনও ছবি মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, কিন্তু সেই অস্বস্তিই তো নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। তার পরিবর্তে যদি ছবির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে তো চিন্তার পথটাই রুদ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন একদিকে সামাজিক মাধ্যম, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, ইউটিউব, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য মত, তথ্য ও মতান্তর অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া একটি ছবি নিয়ে এত ভয় কিসের? যে ছবি একজনের মনে প্রশ্ন তুলতে পারে, তা অন্যজনের কাছে নিছক নাটকীয় বিনোদন হতে পারে। কোনও একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ছবি নির্মাণ মানেই তাকে বিদ্বেষমূলক বিবেচনা করা কি যুক্তিসঙ্গত? তর্ক উঠতেই পারে। কেউ যদি মনে করেন কোনও একটি ছবি কোনও সম্প্রদায়কে অপমান করেছে, তিনি আইনি পথে যেতে পারেন। আদালতে মামলা করতে পারেন, বোর্ডের কাছে আপত্তি জানাতে পারেন। কিন্তু একতরফা চাপ তৈরি করে কোনও ছবি বন্ধ করে দেওয়া, পরিচালক ও কলাকুশলীদের হেনস্থা করা কিংবা সিনেমা হল মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, গণতন্ত্রে তার কোনও স্থান নেই। আরও বড় কথা, এতে শুধু ছবির প্রদর্শন আটকায় না;সঙ্গে সঙ্গে ব্যাহত হয় শিল্পের বিকাশ, নির্মাতার স্বাধীনতা এবং দর্শকের অধিকার। এই ধরনের ছবি আটকানোর প্রবণতা আসলে এক ধরণের চিন্তা-দমন নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। ভাবা উচিত, আজ যদি কোনও একটি রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পক্ষের পছন্দ না হওয়ায় কোনও ছবি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কাল তার উল্টো পক্ষের অনুগামীরাও একই ভাবে দাবি তুলতে পারেন। আর একবার যদি এই প্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে যায়, তবে কেবল শিল্প নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, গবেষণার ক্ষেত্রেও, এমনকি সংবাদমাধ্যমেও এক আতঙ্কের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। কে কী বলবে, কে কী ভাববে, সবই তখন নির্ধারিত হবে 'কে কাকে অপমানিত বোধ করল' তার উপর। সিনেমা এমন এক মাধ্যম, যা আবেগ, বাস্তবতা, কল্পনা, প্রতিবাদ, প্রেম এবং রাজনীতির এক জটিল মেলবন্ধন। এটি কেবল গল্প নয়, এটি সময়কে তুলে ধরার এক আয়না। বহু ছবি আমাদের ইতিহাস ও সমাজের অন্ধকার দিককে সামনে এনেছে, বহুবার মানুষ কাঁদেছে, হেসেছে, রেগেছে, কিন্তু কখনও প্রতিবাদকে সিনেমার পর্দা ছিঁড়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। বরং প্রতিবাদ এসেছে নতুন ছবির মাধ্যমে, বইয়ের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে। ভারতের মতো দেশ, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানে সুনিশ্চিত, সেখানে এই ধরনের 'মত রোধ' প্রক্রিয়া অগণতান্ত্রিক ও আত্মঘাতী। সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে, কেউ যদি কোনও বক্তব্যে আঘাতপ্রাপ্ত বোধ করেন, তাঁর আইনি অধিকার আছে। কিন্তু কোনও ছবিকে প্রিভিউ না দেখেই, কেবল এক চিহ্ন বা রটনার ভিত্তিতে থামিয়ে দেওয়া চলতে পারে না। বরং ছবিটি দেখে, তার বিষয়বস্তু বিচার করে, তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়াই প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এই প্রেক্ষাপটে 'সেন্টারাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন'-এর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একবার যদি বোর্ড কোনও ছবি ছাড়পত্র দেয়, তাহলে রাষ্ট্র বা প্রশাসনের উচিত সেই অনুমোদিত ছবির প্রদর্শন নিশ্চিত করা। এই কাজটি যদি কোনও রাজনৈতিক চাপের মুখে থেমে যায়, তবে বোর্ডের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে। একইসঙ্গে, সিনেমা হল মালিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও প্রশাসনের দায়িত্ব। তাঁদের যদি ভয় দেখিয়ে ছবি নামাতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তা এক গুরুতর গণতান্ত্রিক বিপর্যয়। তবে শুধু প্রশাসন বা আদালতের ভূমিকা নয়, এই প্রসঙ্গে নাগরিক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ছবি হলে তার সঙ্গে সহমত না-হওয়া মানেই ছবি বন্ধ করতে হবে; এই মনোভাবকে সামাজিক স্তরেই প্রশ্ন করা দরকার। কারণ আজ যদি কোনও একটি গোষ্ঠী সফলভাবে একটি ছবি আটকাতে পারে, তাহলে কাল আরেক গোষ্ঠী কোনও বই, নাটক বা গানকেও বন্ধ করতে চাইবে। একদিন এর পরিণতি হবে এক নির্বাক সমাজ, যেখানে শুধু শোনা যাবে সুরক্ষিত বাক্য, কিন্তু হারিয়ে যাবে প্রশ্ন করার সাহস। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে বহু বিতর্কিত ছবি এসেছে। কখনও রাজনৈতিক ইঙ্গিত, কখনও ধর্মীয় প্রশ্ন, কখনও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বা জাতপাতের কটাক্ষ; সব কিছু নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে। কখনও কোনও ছবি সমাজে আলোড়ন তুলেছে, আবার কখনও কেউ সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই মত প্রকাশের অধিকারের পথ খোলা ছিল। আজ যদি সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে শিল্প তার সাহস হারাবে, সমাজ তার প্রশ্ন হারাবে, আর মানুষ হারাবে তার চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা। ছবি দেখা না-দেখার সিদ্ধান্ত একজন নাগরিকের। কেউ না দেখতে চাইলে না দেখুক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কেউ দেখতে চাইলে তার পথ আটকানো যায় না। কোনও শিল্পের সঙ্গে দ্বিমত থাকলে, তার পাল্টা শিল্প তৈরি হোক, পাল্টা ছবি হোক, বিতর্ক হোক;কিন্তু চুপ করিয়ে দেওয়া, থামিয়ে দেওয়া, বন্ধ করে দেওয়া গণতন্ত্রের ভাষা নয়। গণতন্ত্র মানে শুধুই নির্বাচন নয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা তার প্রাণ। আর সেই স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে, বিতর্ক, মতপার্থক্য ও আপত্তিকে রূঢ় নিষেধে রূপান্তর না করে, তাকে যুক্তিতে মোকাবিলা করাই বাঞ্ছনীয়। সেই পথে না হাঁটলে, একদিন আমরাও আমাদের মুখ বন্ধ করে রাখার অভ্যেসে বন্দি হয়ে যাব। তখন কেউ আর প্রশ্ন করবে না, কেউ আর উত্তর দেবে না;শুধু থাকবে শূন্যতা।

ড্রিমলাইনার ব্যাটারি বিপর্যয়ের বাস্তবতা ও বিপদ

ড্রিমলাইনার;নামটি শুনলেই মনে পড়ে এক অনন্য প্রযুক্তির নিদর্শন, আধুনিকতার প্রতীক, আকাশে ভেসে চলার এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি। বোয়িং ৭৮৭ 'ড্রিমলাইনার' যখন আকাশে ওড়ে, তখন শুধু যাত্রীরা নন, সারা বিশ্বের বিমানপ্রেমীরাও চোখ রাখে তার গতিপথে। কিন্তু এই অত্যাধুনিক উড়ানযানটির গর্বিত প্রযুক্তির ভিতরেই লুকিয়ে ছিল এক ভয়ঙ্কর দুর্বলতা;লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যেই পরপর একাধিকবার আগুন ধরে গিয়েছিল এই ড্রিমলাইনার বিমানের ব্যাটারিতে। হঠাৎ করে একটার পর একটা দুর্ঘটনা যেন প্রশ্ন তুলে দিল এই স্বপ্নের উড়ানকে ঘিরে থাকা নিরাপত্তা আর প্রযুক্তির স্থায়িত্ব নিয়ে। যে বিমানটি বোয়িং সংস্থা যুগান্তকারী হিসেবে তুলে ধরেছিল, সেই বিমানের অন্দরেই ক্রমাগত আগুন লাগার ঘটনা যেন এক অস্বস্তিকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাল সমগ্র বিমান শিল্পকে। ড্রিমলাইনার বিমানে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সাধারণ ব্যাটারির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, হালকা ও দীর্ঘস্থায়ী। এই ব্যাটারির সাহায্যে বিমানের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা সচল থাকে, এমনকি কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির সময়ও বিমানকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্রাংশে বারবার আগুন লাগার ঘটনা শুধু বোয়িং সংস্থার প্রযুক্তিগত ত্রুটিকেই নয়, বরং আধুনিক এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূল দিশাকেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রথম বড়সড় দুর্ঘটনার খবর আসে। জাপান এয়ারলাইন্সের একটি ড্রিমলাইনার যখন বোস্টনের লোগান বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে হঠাৎ করেই আগুন ধরে যায়। সেই আগুন নিভিয়ে ফেলতে দমকল বিভাগের কর্মীদের যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তার কয়েক দিনের মধ্যেই আর একটি ড্রিমলাইনার বিমান, স্বত্রন্দ্বখত্তঅল নিপ্পন এয়ারওয়েজের, আবার ব্যাটারি সমস্যায় পড়ে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। এইসব ঘটনায় বোয়িং সংস্থার প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়। এই ধরণের ব্যাটারির প্রধান সমস্যা হল; যদি একবার অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, তবে তা থার্মাল রানঅ্যাওয়ে নামে এক চক্রে পড়ে যায়, যেখানে তাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং আগুন লাগা অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে এই ব্যাটারিগুলিতে অভ্যন্তরীণ শর্ট সার্কিট হলে তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ঠেকানো সম্ভব হয় না। ড্রিমলাইনারে ব্যবহৃত বড় মাপের ব্যাটারির জন্য এই বিপদের মাত্রাও বেশি ছিল। যদিও বোয়িং এই সমস্যা সমাধানে একাধিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ব্যাটারির ডিজাইন এবং নির্মাণ প্রক্রিয়ায় যে মৌলিক কিছু ত্রুটি ছিল, তা অস্বীকার করা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং জাতীয় পরিবহণ নিরাপত্তা বোর্ড (এনটিএসবি) এই সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করে এবং একাধিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বোয়িংকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। আশ্চর্যের বিষয়, বোয়িং নিজেও শুরুতে এই সমস্যাকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাদের মতে, ব্যাটারির উৎপাদক সংস্থা জিএস ইউসাসার ব্যাটারিগুলিতে নির্মাণজনিত কিছু সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু একাধিক গবেষণা ও পরীক্ষায় দেখা যায়, বিষয়টি শুধু ব্যাটারি নির্মাণ নয়, বরং গোটা নকশা এবং বিমানের ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের সঙ্গে ব্যাটারির সামঞ্জস্য নিয়েও প্রশ্ন ছিল। পরবর্তীতে বোয়িং এক বিশেষ ধরনের সুরক্ষিত ব্যাটারি এনক্লোজার বা ঘের তৈরির দিকে মনোযোগ দেয়, যার মাধ্যমে আগুন ছড়ানো বা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কমানো যায়। তারা ব্যাটারির চারপাশে একটি স্টিলের খাঁচার মতো কাঠামো নির্মাণ করে, যা ভিতরে আগুন লাগলেও বাইরে তার প্রভাব পড়বে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়;আধুনিক প্রযুক্তির এই সর্বোচ্চ স্তরের বিমানে কি এমন মৌলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব থাকা উচিত ছিল? ড্রিমলাইনারের আগুন লাগার ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে একাধিক দেশ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপান তাদের দেশের মধ্যে এই বিমানগুলির উড্ডয়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেয়। এই সিদ্ধান্ত শুধু বোয়িং-এর ব্যবসায়িক ক্ষতিই আনেনি, বরং বিমান যাত্রীদের মনে নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যেই কিছু পাইলট ও বিমান রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষজ্ঞ অভিযোগ করেন, বোয়িং অতিরিক্ত লাভের আশায় কিছু পরীক্ষামূলক প্রযুক্তিকে বাস্তবায়ন করেছিল, যা পুরোপুরি কার্যকর ছিল না। এই অভিযোগ অবশ্য সংস্থার পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়। বোয়িং-এর এই সমস্যা শুধু একটি সংস্থার সীমাবদ্ধতা নয়, বরং সমগ্র বাণিজ্যিক বিমান শিল্পের সতর্কবার্তা হয়ে ওঠে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এখনকার যুগে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক গাড়ি পর্যন্ত প্রায় সবখানেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার যদি যথাযথ নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ ছাড়া হয়, তবে তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। বিমান পরিবহণ একটি এমন ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্ত জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে পৌঁছাতে পারে। এখানে 'চালু করেই দেখা যাক' ধরনের মানসিকতার কোনও জায়গা নেই। বোয়িং-এর মতো অভিজ্ঞ সংস্থাও যদি এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পথে হাঁটে, তাহলে সাধারণ যাত্রীর নিরাপত্তা কোথায় দাঁড়ায়, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। ড্রিমলাইনার ব্যাটারি সংকট কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু দুর্ঘটনার সারি নয়, বরং এটি এক বড় শিক্ষা, এক নির্মম বাস্তবতা;যেখানে আধুনিকতার মোড়কে মোড়া 'স্বপ্ন' আসলে বিপদের আশঙ্কাও বয়ে আনতে পারে। আজও যখন বোয়িং ৭৮৭ আকাশে ওড়ে, তখন সেই দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস চলে না।

একসাথে সাতটি রাস্তার কাজের সূচনা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২০ জুন ঃ আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন তার আগে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যাতে খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোয়ামারি অঞ্চলে একসাথে ৭টি রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রায় ১৮ কিলোমিটার রাস্তায় পেভার ব্লগের রাস্তা ১৮ কোটি টাকা ব্যয় নতুন করে তৈরি হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক সহ আরো অনেকে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলে এই রাস্তাগুলির অত্যন্ত

প্রয়োজন ছিল কারণ বর্ষার শুরুতেই বেহাল দশা হয়েছিল রাস্তার। রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হতো সাধারণ মানুষকে পাশাপাশি কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে যেত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কালঘাম ছুটত সাধারণ মানুষের। এই প্রসঙ্গে উদয়ন গুহ বলেন - রাজ্যের সরকার মানুষের ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এই রাস্তার কাজগুলোর দ্রুত ও মানসম্পন্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। তিনি আরও বলেন - ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও জোর দেওয়া হবে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে জোর দিয়েছেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে হেরে গিয়েছিলেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোটে তার আগে তাই নিজের জমি শক্ত করতে বদ্ধপরিকর কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত এই সাতটি নতুন রাস্তার কাজের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বারংবার এই রাস্তা ঠিক করা হলেও কিছুদিনের মধ্যে তা খারাপ হয়ে যায় অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করা হয়। সুতরাং কাজের সূচনা করতে এসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী জানিয়ে দেন অত্যন্ত গুণগত মানসম্পন্ন এই রাস্তা এবার তৈরি হবে। যদিও তার এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ ঘোষ বলেন - ভোট আসতেই শাসক দলের নাটক শুরু। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় এই রাস্তা গুলি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল ভোট তো দুর্ঘটনা। বারংবার শুধু তালি দিয়ে আর নিম্নমানের কাজ করে তাই সেরেছে শাসক দল। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আসলে উন্নয়নের থেকেও মূল লক্ষ্য তাদের কাটমানি। সামনে বিধানসভা নির্বাচন আছে তার আগে তাই লোক দেখানো কাজে ব্যস্ত এই সরকার। বিরোধীরা যতই কটাক্ষ করুক না কেন এই অঞ্চলের এই রাস্তা যদি সঠিকভাবে তৈরি হয় সেক্ষেত্রে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। হলে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে এই এলাকার সাধারণ মানুষ।

জামালপুরে শুরু মহাপ্রসাদ বিতরণ, লক্ষ্যমাত্রা ৬৩ হাজার পরিবার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ জুন ঃ আজ থেকে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে শুরু হলো জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণের কর্মসূচি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিটি পরিবারের হাতে এই মহাপ্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দুয়ারে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। জানা গেছে, দীঘায় প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির থেকে পাঠানো মহাপ্রসাদ প্যাকেটিংয়ের কাজ শুরু হয়েছিল গতকাল। আজ সেই মহাপ্রসাদ মানুষের হাতে তুলে দিতে জামালপুর ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থানে, যেমন সেলিমাবাদ সমবায় সংলগ্ন এলাকা, হালারা দুর্গাতলা, পুলমাথা, কিশলয় ও বেত্রাগর। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। বিডিও পার্থ সারথী দে জানান, আজ প্রথম দিনে প্রায় ৪০৭০ জনের হাতে মহাপ্রসাদ তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দশ দিনের মধ্যে ব্লকের প্রায় ৬৩ হাজার পরিবারের কাছে এই মহাপ্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ এক অনন্য প্রয়াস। যারা দীঘার মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি, তারাও এবার জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদস্বরূপ এই মহাপ্রসাদ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের জন্য আমরা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণে কাটা হবে গাছ চিন্তিত পরিবেশবিদ সহ পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ কর্মীরা

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২০ জুন ঃ রাজ্যব্যাপী উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। রাজ্যের গ্রাম বাংলার পাড়ায় পাড়ায় রাস্তা গুলো ঢালাই হচ্ছে। রাজ্যের সড়ক পথের রাস্তা নির্মাণ, সম্প্রসারণ হচ্ছে। এই রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের ফলে গাছ কাটা পড়ছে। হাওড়ার রাজ্য সড়ক পথ নির্মাণ ও সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে কাটা পড়বে সড়ক পথের দু ’ ধারে থাকা অসংখ্যক গাছ। এই জন্য চিন্তায় পড়েছেন পরিবেশবিদ সহ পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ কর্মীরা। সূত্র মারফত জানা গেছে হাওড়ার ধূলাগোড় থেকে ফটিকগাছি পর্যন্ত রাজ্য সড়ক পথের রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সড়ক পথে প্রায় পনেরো কিলোমিটার রাস্তার দু’ ধার জুড়ে আছে অসংখ্যক গাছ। রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য যে সমস্ত গাছ গুলো কাটা হবে সেই গুলো চিহ্নিত করে মার্কিং করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে আম্ফান ঝড়ে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু গাছ ভেঙে পড়েছিল। উপড়ে পড়া ও ভেঙে যাওয়া গাছ গুলো কাটা হয়েছিল। এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। সেই ক্ষত আজও কোনো ভাবেই পূরণ হয়নি। কারণ যে গাছ গুলো কাটা হয়েছিল সেখানে নতুন করে কোনো গাছই বসানো হয়নি। রাজ্য সড়ক পথের প্রায় পনেরো কিলোমিটার জুড়ে রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই পনেরো কিলোমিটার অংশে গাছের সংখ্যা বেশি। যে গাছ গুলো কাটার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বট, অশ্বথ, নিম, বাবলা, শিরিষ, আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া সহ অসংখ্যক গাছ। রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য গাছ কাটার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ, পরিবেশ প্রেমী, পরিবেশ কর্মীদের অভিমত, উন্নয়ন যজ্ঞকে হাতিয়ার করে গাছ নিধন করার কাজ চলছেই। বর্তমানে তো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গাছকে অন্য জায়গায় প্রতিস্থাপন করা যায়। তাহলে এই ক্ষেত্রে সেই প্রযুক্তির সাহায্যে তো নেওয়া যেতেই পারে? এই প্রসঙ্গে প্রশাসন এর আধিকারিকরা জানান, রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য বন দফতরের অনুমতি নিয়েই গাছ কাটা যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী একটি গাছ কাটা হলে অন্তত পাঁচটি গাছ বসাতে হবে। যে প্রজাতির গাছ কাটা হবে সেই প্রজাতির গাছ বসাতে হবে। কিন্তু এই নিয়ম সরকারি - অসরকারি ভাবে অনেক সময়েই পালন করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ কর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ,

সুমন পাল, রাজদূত সামন্তরা বলেন, বর্তমানে উন্নযনের দাপটে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে, দোকান এর সংখ্যা বাড়ছে, কলকারখানা তৈরি হচ্ছে।এর জন্য গাছ কেটে, খাল - বিল, পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। গাড়ির ধোঁয়া থেকে প্রচুর কার্বণ বের হয়। গাছ সেই কার্বণ অনেকটাই টেনে নেয়। গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে। বৃষ্টি, বন্যা বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাস্তা ধসে পড়ে না। গাছ প্রচুর অক্সিজেন দেয় - তা গ্রহণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণে মানুষ সুস্থ থাকে। গাছের হাওয়ায় মানুষ গরমে হাত থেকে রেহাই পায়। গাছ কাটলে সেই গাছে বসবাসকারী পাখি - কীটপতঙ্গ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। মারা পড়ে। খাল - বিল, পুকুর বুজিয়ে ফেলার ফলে তাতে বসবাসকারী মাছ মারা পড়ে। অনেক মাছ বিলুপ্ত হওয়ার তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ক্ষতি হয়। রাজ্য সড়কে রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য গাছ কাটার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে হাওড়া জেলা পরিষদ এর পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক বলেন, গাছ কাটার জন্য বন দফতরের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়মানুযায়ী একটি গাছ কাটার জন্য পাঁচটি গাছ লাগানো হবে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কোনো ক্ষতি হবে। উপরন্তু এলাকার ও উন্নয়ন হবে। গাছের সংখ্যার বৃদ্ধি পাবে। এলাকার মানুষ বেশি বেশি করে বিশুদ্ধ বাতাস পাবে। মানুষ সুস্থ থাকবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পিসিইইর দ্বারা জোনের বেশ কয়েকটি নতুন বৈদ্যুতিকৃত সেকশনের পরিদর্শন

মালিগাঁও, ২০ জুন ঃ ১০০ শতাংশ বিদ্যুতিকরণ অর্জনের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্থিতিশীল এবং দক্ষ রেল পরিচালনার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করে চলেছে। এই চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পিসিইই) শ্রী সন্দীপ কুমার সম্প্রতি ২০২৫-এর জুন মাসে সমগ্র জোনে তিনটি নতুন বৈদ্যুতিকরণ সেকশনের বিধিবদ্ধ পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন ২৫ কেভি এসি বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ট্রেন পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যার ফলে অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এই পরিদর্শনগুলির মধ্যে প্রথমটি ৯ জুন, ২০২৫ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অধীনে নতুন বৈদ্যুতিকৃত চাপরমুখ - হোজাই দ্বিতীয় লাইন সেকশনে করা হয়, যেখানে ৪৬ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) কভার করা হয়। এরপর ১০ জুন ২০২৫ তারিখে জোনের রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে আজারা - দুধনৈ সেকশনের পরিদর্শন করা হয়, যার মধ্যে ৯৯.৩২ টিকেএম এবং ২০.৪৪ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আজ পর্যন্ত অন্তিম পরিদর্শনটি ১৬ জুন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে দুলিয়াজান - তিনসুকিয়া এবং তিনসুকিয়া - ডিব্রুগড় সেকশনে করা হয়, উভয়ই আপার অসমে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈদ্যুতিকৃত করিডোরগুলি থেকে অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতে পরিচালন দক্ষতা, ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পরিদর্শনগুলি অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর সময়কালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা অর্জন করা প্রধান অগ্রগতির পর করা হয়, যেখানে রেলওয়ে বিদ্যুতিকরণের ১১৪১ আরকেএম-এর সর্বকালের রেকর্ড অর্জন করা হয়। বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার জোনের বিভিন্ন সেকশনে প্রায় ৬৪০ আরকেএম বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা করেছে। সাম্প্রতিক পরিদর্শন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিজেল ট্র্যাকশনের উপর নির্ভরতা হ্রাস, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আরও একটি পদক্ষেপ। এই সেকশনগুলি চালু হওয়ার পর, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের গতিবেগ আরও উন্নত করতে, ভ্রমণের সময় কমাতে এবং এই অঞ্চলের জনগণের কাছে আরও পরিবেশ বান্ধব রেল পরিষেবা প্রদান করতে প্রস্তুত।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুন ঃ মাদক পাচার রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য শিলিগুড়ি পুলিশের হাতে। শুক্রবার বিকালে শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ তিনজনকে গ্রেফতার করল এসওজি (স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ) এবং ডিডি (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) বিভাগের যৌথ বাহিনী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন এলাকায়। সেখান থেকেই পাকড়াও করা হয় তিনজনকে। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা রূপচাঁদ শেখ। জানা গেছে, সে ওই ব্রাউন সুগার হাত পাচারের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছিল। অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

বজবজে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে হেনস্তার প্রতিবাদে মিছিল বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ জুন ঃ এখনো বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় এক বছর বাকি। তার আগে আরো একবার বিরোধী দলের রাজ্য সভাপতির উপর হামলার অভিযোগ আসুক দলের দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে বজবজে হেনস্তা করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এমনটাই অভিযোগ বিজেপির। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার কোচবিহারের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করলেও কোচবিহার জেলা বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন, কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়, কোচবিহার মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। মিছিলের সামনে

ব্যানারে লেখা ছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর উপর তৃণমূলের জেহাদী বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল। কোচবিহার জেলা বিজেপির সদর কার্যালয়ে থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - গতকাল আমাদের রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী যখন বজবজে যান তখন তৃণমূলের জিহাদীরা তার উপর আক্রমণ করে তাকে ঢিল মারে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। তিনি বলেন তৃণমূল এই ভাবেই সারা রাজ্য জুড়ে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে তাদের সাথে লোক নেই আর সে কারণেই জিহাদীদের দিয়ে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন সারা রাজ্যে তৃণমূল এই একই কাজ ঘটাচ্ছে কোচবিহার ও তার ব্যতিক্রম নয় গতকালও সিতাইয়ে আমাদের একটি সভার উপর তারা আক্রমণ চালিয়েছে। তিনি বলেন যত তারা সন্ত্রাস করে বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করবে বিজেপির সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলবে। মূলত রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে হেনস্থার প্রতিবাদে এই প্রতিবাদ মিছিল কোচবিহারের রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন পাল্টা দিলেন বিরোধীদের। গিরিন বাবু বলেন - তৃণমূল কংগ্রেস জিহাদীদের নিয়ে কাজ করে না। বিজেপি উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিসেবেই পরিচিত তারাই এই সমস্ত কথা বলতে পারে। কার পাশে মানুষ আছে আর কার পাশে মানুষ নেই আগামী ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে তার উত্তর সঠিক সময় মানুষ দিয়ে দেবে। উল্লেখ্য এর আগেও বারংবার লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে উত্তপ্ত হয়েছিল কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনো নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে যেভাবে বিতর্ক ও পাল্টা বিতর্কে হাওয়া গরম হচ্ছে তাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণভাবে হবে সে বিষয়ে রয়েছে বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন।

বিমান দুর্ঘটনা, ৩০ শতাংশ কমেছে এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট বুকিং

নয়াদিল্লি , ২০ জুন ঃ একটি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তা ঘিরে উদ্বেগের মধ্যেই বড়সড় ধাক্কা খেল এয়ার ইন্ডিয়া। যাত্রীদের মধ্যে আস্থা হ্রাসের কারণে গত কয়েক সপ্তাহে সংস্থার টিকিট বুকিং উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সূত্রের খবর, এক ধাক্কায় প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বুকিংয়ের হার। দেশের একসময়ের প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থাটি বর্তমানে টাটা গোষ্ঠীর অধীন। কিন্তু দুর্ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও নিরাপত্তা প্রশ্নে যাত্রীদের মনে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে পারছে না এই বিমান সংস্থা। সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার একটি আন্তর্জাতিক উড়ানে আচমকা যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। মাঝ আকাশে এমন সমস্যা এবং তা নিয়ে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একাধিক যাত্রী বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে অভিযোগ জানান, কেবিনের ভেতরে আলো কমে যাওয়া, অক্সিজেন মাস্ক সঠিকভাবে কাজ না করা বা ককপিট থেকে যথাযথ ঘোষণা না পাওয়ার মতো ঘটনা তাঁদের আতঙ্কিত করেছে। এমনকি কেউ কেউ অভিযোগ করেন, জরুরি পরিস্থিতিতে সংস্থার ক্রুরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলেই মনে হয়নি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা দ্রুত সাধারণ যাত্রীদের মনেও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। যাত্রীরা বিশ্বাস হারান সংস্থার নিরাপত্তা মানের উপর। বিশেষত যারা নিয়মিত আন্তর্জাতিক যাত্রা করেন, তাদের একাংশ অন্য বিকল্প বিমান সংস্থার খোঁজ শুরু করে দেন। যার ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক কালের তুলনায় বুকিংয়ের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিমান পরিষেবা শিল্পে বিশ্বাস এবং নিরাপত্তা এই দুটি বিষয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা সামান্য ভুল, যদি তা জনসমক্ষে আসে এবং প্রচার পায়, তবে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ব্র্যান্ড ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এয়ার ইন্ডিয়া যদিও এই পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে একাধিক বিবৃতি দিয়ে যাত্রীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, যেকোনও যান্ত্রিক সমস্যা হলে আন্তর্জাতিক উড়ানবিধি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাদের ক্রু এবং প্রযুক্তিগত দল সবরকম পরিস্থিতির জন্য প্রশিক্ষিত। নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। সংস্থার দাবি, দুর্ঘটনার পর তৎক্ষণাত তদন্ত শুরু হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাত্রীদের আতঙ্ক সহজে কাটছে না। বিমান সংস্থাটি বোঝাতে চাইছে, একঘটনার জন্য গোটা ব্যবস্থার উপর অবিশ্বাস করা যুক্তিসংগত নয়। তবে যাত্রীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার যে প্রভাব পড়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে, প্রতিযোগী বিমান সংস্থাগুলিও এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। তারা তাদের পরিষেবার নিরাপত্তা, পাংচুয়ালিটি এবং প্রশিক্ষিত ক্রুদের গুরুত্ব তুলে ধরতে শুরু করেছে বিজ্ঞাপন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। এমনকি কিছু সংস্থা বিশেষ ছাড় বা ‘ জার্নি প্যাকেজ’ নিয়ে বাজার ধরতে চাইছে, যেখানে যাত্রীদের মন থেকে নিরাপত্তাজনিত আতঙ্ক দূর করা যায়। একাধিক ট্র্যাভেল পোর্টাল এবং বুকিং সংস্থা জানাচ্ছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যেসব যাত্রীরা এয়ার ইন্ডিয়া বুক করেছিলেন, তাদের একাংশ শেষ মুহূর্তে টিকিট বাতিল করেছেন এবং অন্য সংস্থার বিমানে ভরসা রেখেছেন। আন্তর্জাতিক যাত্রীদের মধ্যেও ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য বা আমেরিকাগামীদের ক্ষেত্রে বিকল্প সংস্থার প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, শুধু বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। প্রয়োজন আরও কার্যকর ব্যবস্থা। সংস্থার উচিত প্রতিটি বিমানের নিরাপত্তা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা, কেবিন ক্রুদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যাত্রীদের সামনে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। পাশাপাশি একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করা উচিত, যাতে যাত্রীরা বুঝতে পারেন ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে তা রোধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। একদিকে সংস্থাটি নতুন করে বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান তৈরির চেষ্টা করছে, অন্যদিকে এই ধরনের ঘটনা সেই প্রচেষ্টায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যাত্রীদের মন থেকে ভয় দূর না হলে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, ক্ষোভ উগরে দিলেন জনসভায়

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ জুন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোডে এক সরকারি অনুষ্ঠানে কেন্দ্র সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সভার মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এই রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে চলেছে দিল্লি। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও মেলে না কোনো সাহায্য। বাংলার উন্নয়নরোধ করতেই এই পরিকল্পিত বঞ্চনা। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন নদী সংস্কার প্রকল্প, বাঁধ মেরামতি কিংবা জল সংরক্ষণের কাজে কেন্দ্র এক পয়সাও দেয়নি। শুধু নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য ৭০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হলেও রাজ্য সরকারই পুরো ব্যয়ভার বহন করছে। অথচ এই প্রকল্পগুলির মধ্যে একাধিক প্রকল্প কেন্দ্রের আওতায় পড়ে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন বাংলা পেল না? বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য পেলেও বাংলাকে কেন বারবার বঞ্চিত করা হচ্ছে? এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন মানস ভুঁইয়া। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী যদি নদী সংস্কারের বিষয়ে আগ্রহ না দেখাতেন, তা হলে আজ পরিস্থিতি অনেক খারাপ হত। তাঁর তৎপরতাতেই পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলোর দুরবস্থা কিছুটা হলেও পাল্টেছে। একই সঙ্গে তিনি জানান, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, ঘাটাল, দাসপুর, পিংলা, দাঁতন প্রভৃতি এলাকায় এখনও বহু নদীর বাঁধ ভাঙা পড়ে রয়েছে। সব জায়গায় একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু রাজ্য সরকার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, নদী বাঁধ মেরামতির জন্য জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ পড়বে। কিন্তু সেই খরচ রাজ্যই দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ফাইল ঘোরাচ্ছে, কোনও সহযোগিতা করছে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রকল্প চালু হয়েছে, বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কি একটা রাজ্যের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব? মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য একাধিকবার লিখিতভাবে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে। প্রাথমিক অনুমোদন দিলেও বরাদ্দের সময় কেন্দ্র চুপ করে যায়। তিনি বলেন, কেন্দ্রের এই ভূমিকা অসাংবিধানিক। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সহযোগিতা থাকা উচিত, কিন্তু বাংলার বেলায় দেখা যাচ্ছে, শুধু রাজনীতি করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, যেসব প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের উপকার হবে, সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ২০০৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ঝুলে রয়েছে। মাঝে মাঝে একটু আশ্বাস আসে, আবার তা মিলিয়ে যায়। রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাবেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকরা। জনসভায় উপস্থিত সাধারণ মানুষও মন্ত্রীর বক্তব্যে কেঃদ্রর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মানস ভুঁইয়ার অভিযোগ, রাজনৈতিক শত্রুতা থেকেই কেঃদ্র এমন আচরণ করছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয়নি বলে কেন্দ্র শাস্তি দিচ্ছে। এটা কি গণতন্ত্র? কোনো রাজ্যকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা কি যুক্তিযুক্ত? মন্ত্রী আশ্বাস দেন, রাজ্য সরকার মানুষের পাশে থাকবে। উন্নয়নের কাজ থেমে থাকবে না। মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সব বাধা পেরিয়ে রাজ্য এগিয়ে যাবে। আমরা চাই না, একটাও গ্রাম ডুবে যাক, নদী বাঁধ ভেঙে হাহাকার উঠুক। তাই কেংদ্র না দিলেও আমরা দিচ্ছি, কাজ করছি, বলেন মানস ভুঁইয়া।ভ্ডতিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা পাশে থাকুন। আমাদের সরকার আপনাদের জন্য কাজ করছে। কেংদ্র টাকা না দিলেও আমরা ছেড়ে দিচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই প্রকল্পগুলির তদারকি করছেন।ভ্ডতার বক্তব্যে স্পষ্ট, শুধু রাজ্য সরকার নয়, রাজ্যের সাধারণ মানুষও এই বঞ্চনার শিকার। এই ক্ষোভ শুধু সরকারের নয়, বাংলার প্রতিটি মানুষের। এবং সেই ক্ষোভ যে দিনে দিনে তীব্র হচ্ছে, তা তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এর আয়োজনে এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর,জলপাইগুড়ি এর ব্যবস্থাপনায় আজ (২০ জুন,২০২৫ তারিখে) জলপাইগুড়ি জেলার লোকপ্রসার প্রকল্পের অন্তর্গত ৫০০ জন লোকশিল্পীদের নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার সরোজেন্দ্র দেব রায়কত সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্র (আর্ট গ্যালারি)-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক দিনের জেলাভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন।

সুন্দরবনের ছেলে রবিনের দুর্ধর্ষ সাফল্য, ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইতিহাস গড়লেন বঙ্গসন্তান

দুরন্ত বার্তা, ২০ জুন ঃ সুন্দরবনের বাসিন্দা রবিন সাহার জীবন আজ তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। নদী আর জঙ্গল ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হওয়া এই তরুণ নিজের শক্তি আর মানসিক দৃঢ়তার জোরে পেরিয়ে ফেললেন ইংলিশ চ্যানেলের প্রতিকূল জলরাশি। বঙ্গবাসীর গর্ব, রবিন আজ বিশ্বের দৃষ্টিতে এক অনুপ্রেরণা। রবিন সাহা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রামে থাকেন। গ্রামের জীবন, খরস্রোতা নদী, নিয়মিত জোয়ারের লড়াই-সবকিছু নিয়েই তাঁর বেড়ে ওঠা। ছোট থেকেই সাঁতারে আগ্রহ ছিল তাঁর। নদীতে সাঁতার কাটা, জলকে নিজের সঙ্গী করে বাঁচা ছিল নিত্য দিনের অভ্যাস। কিন্তু সেই অভ্যাস একদিন স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে, তা হয়তো রবিন নিজেও ভাবেননি। তবে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং ধীরে ধীরে সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার লক্ষ্যে এগিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, নিজেকে ফিজিক্যালি ও মেন্টালি প্রস্তুত রাখা, পরিশ্রমে কোনও কমতি রাখেননি রবিন। সময় মতো শরীরচর্চা, খাবারে নিয়ম, ঘুম-সবই ছিল এক সুসংগঠিত ছন্দে। পাশে ছিলেন পরিবার ও প্রশিক্ষকেরা, যারা তাঁকে সব সময় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া শুধু ক্রীড়া কীর্তি নয়-এটি মানসিক দৃঢ়তা, ভয়কে জয় করার এক দুরন্ত নিদর্শন। বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিস্তৃত এই চ্যানেলটি বিশ্বজুড়ে সাঁতারুদের কাছে অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিচিত। এখানে সমুদ্রের স্রোত, ঠান্ডা জল ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সাঁতারুদের বড় প্রতিপক্ষ। তবে রবিন সেই সব বাধাকে উপেক্ষা করে জয় ছিনিয়ে এনেছেন। তাঁর সাঁতার শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে, শেষ হয় ফ্রান্সের উপকূলে। দীর্ঘ পথ, সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই, ক্লান্ত শরীর-কিন্তু থামেননি রবিন। একটানা প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে চলেছে এই বিরামহীন সাঁতার। মাঝপথে ছিল না কোনো বিশ্রাম, ছিল না তলিয়ে যাওয়ার অনুমতি। একটি মাত্র নৌকা তাঁকে গাইড করছিল দূর থেকে। কিন্তু জলপথের এই নিঃসঙ্গতা ভয় ধরাতে পারেনি রবিনের মনে।ভ্ডএই সাফল্যের পর রবিন বলেন, ছোটবেলা থেকে নদীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। নদীই আমার শিক্ষক। কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি সকলের আশীর্বাদে। আমি চাই, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও যেন দেখে-স্বপ্ন পূরণ সম্ভব, যদি লড়াই করার সাহস থাকে। তাঁর সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা কাকদ্বীপ, সুন্দরবন তথা গোটা রাজ্য। এক জন সাধারণ ঘরের ছেলে আজ আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের কৃতিত্বে বাংলার নাম তুলে ধরেছে। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, প্রতিবেশী, এমনকি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রশংসার বন্যা বয়ে গিয়েছে রবিনের জন্য।

E-Tender Notice No-

NIT-04/JAM-1/15TH FC/2025-25, dt-20-07-2025, E-Tender Notice No. NIT-05/JAM-1/15TH FC/2025-26, dt-20-07-2025, E-Tender Notice No. NIT-07/JAM-1/15TH FC/2025-26, dt-20-07-2025, E-Tender Notice No. NIT-08/JAM-1/15TH FC/2025-26, dt-20-07-2025, E-Tender Notice No. NIT-09/JAM-1/BEUP/2025-26, dt-20-07-2025, E-Tender are here by invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonfire contractors to participate in the e-tender from 21-07-2025 to 05-07-2025. Date of opening 08-07-2025 at 9.00 AM for further details. Visit the website https://wbtender.gov.in or G.P. office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

BAGDA GRAM PANCHAYAT
Vill-Gopalpur, P.O.-Gopalpur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender No-02/BGP/2025-26, Dated:- 23/06/2025
On behalf of the Pradhan, Bagda Gram Panchayat invites Tenders through E-Tendering for total 37 (Thirty-seven)Nos. different works at different places. Last date of submission of bid up to **10.07.2025 at 6:00 PM**. Bid Opening Date (Technical): **14/07/2025 at 01 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Bagda Gram Panchayat

নবস্থা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত
পালসিটঃ পূর্ব বর্ধমান
মেমো নং. 138/NAB-II, তারিখঃ 19/06/2025
ই-টেন্ডার-এর মাধ্যমে গাছ বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি
নবস্থা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খাঁড়গ্রাম গ্রামে খাঁড়গ্রাম কাঁকির বাঁধে গাছ গুলি ই-টেন্ডার বিক্রয় করা হইবে। ই-টেন্ডার দরপত্র টেন্ডার সাইটে বিড সাবমিশন করার শেষের তারিখ ও সময় সূচীঃ ০২।০৭।২০২৫, দুপুর ১২.১৫ মিনিট। ই-টেন্ডার দরপত্র টেন্ডার সাইটে খোলার দিন সময় সূচীঃ ০৪।০৭।২০২৫, দুপুর ২.০০ টা। বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট http://wbtenders.gov.in
স্বা/- প্রধান
নবস্থা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

নোটিশ
শ্রী সুকুমার মাইতি মহাশয় ইংরাজীর ০৪।০৮।২০২৩ তারিখে শ্রী ইন্দ্রজীৎ নাহা মহাশয়কে ৮০৮৮ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার এ্যা ডি. এস. আর রেজিষ্ট্রী অফিসে বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী ধর্মলাল সাউ, জীতেন্দ্র সাউ মহাশয় ও শ্রীমতী মিরা দেবী মহাশয়া ১৩৫০২ / ২০২৩, ১৩৫০৩/ ২০২৩ ও ১৩৫০১/ ২০২৩ নং দলিল রেজিস্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২৬।১২।২০২৩ তারিখে হাওার এ্যা. ডি. এস. আর রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে. এল-০২ হাল দাগ নং-৫৩৩১।

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal
NOTICE INVITING e-TENDER-02/25-26, Date: 16/06/2025
For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for 3(Three) Nos. works. Document download/sale/Bid submission starting from **18/06/2025 at 6.00 PM up to 27/06/2025 6.00 PM.** Bid Opening Date (Technical) **30/06/2025 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA
Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in **eTender Notice No. 7/JAM/2025- 26** dated **20/06/2025**, last date of submission **30/06/2025 upto 11.00 A.M.**
Sd/-Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

NANASOLE GRAM PANCHAYET
SUKHBAZAR, ILLAMBAZAR, BIRBHUM
UNDER ILLAMBAZAR PANCHAYET SAMITY
e-Tender Notice
Prodhan, Nanasole Gram Panchayet, Birbhum , West Bengal invites **e-NIT No- 1 & 2 /NGP/2025 dt 20.6.2025 and Tender ID:-2025_ZPHD_867643 & 867650** for Seven Nos work. Works details will be available in the website: **wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Nanasole Gram Panchayet

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/04/25-26
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for work: **Construction of Gram Panchayat Office(1st Floor).** Bid submission start dt.:**21/06/2025 at 10:00 Hrs.** Bid submission closing dt.: **05/07/2025 at 10.00 p.m.** Bid Opening Date on **07/07/2025 at 10.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

গৃহস্থালী

বাদাম বা ড্রাইফ্রুটস সহজেই রাখুন তরতাজা, রইল টিপস

পুষ্টিগুণে ভরপুর কাজু, আখরোট, আমন্ড অনেকেরই পছন্দের এরা। বাদামগুলিতে থাকে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। ভিটামিন, ওমেগা- ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, মিনারেল ও নানা খনিজে ভরপুর এই ড্রাইফ্রুটস বা বাদামগুলি আট থেকে আশি সকলেরই ভীষণ ভালো লাগে শুধু তাই নয়, খিদে মেটাতে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে পেট ভরানোর থেকে পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ড্রাইফ্রুটস বা বাদাম খেয়ে পেট ভরিয়ে রাখা যেতেই

পারে। অনেকেই আবার দিনটা হয়তো শুরু করেন কয়েকটা আমন্ড খেয়ে। কিন্তু রান্নাঘরে কৌটোর মধ্যে বাদাম বা ড্রাইফ্রুটস রাখার পরেও তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা, দেখে নিন তার টিপস-

১. সঠিক পাত্র ব্যবহার করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। এয়ারটাইট কৌটোতে ড্রাইফ্রুটস রাখার চেষ্টা করুন। আবহাওয়া যাই হোক না কেন, এভাবে রাখলে ড্রাইফ্রুটসগুলি আর্দ্রতার সংস্পর্শে না এলে দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের কৌটো ব্যবহার না করাই ভালো।

২. ফ্রিজে আখরোট, আমন্ড, কাজু বা এই ধরনের বাদামগুলি রাখতে পারেন। এতে বাদামের পুষ্টিগুণ নষ্ট হবে না এবং অন্তত ছ'মাস পর্যন্ত তা ভালো থাকবে। তাই সঠিক কৌটোয় ভরে বাদাম ফ্রিজে রাখতেই পারেন।

৩. বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে আমন্ড বা আখরোটের মতো বাদামগুলি সংরক্ষণ করতে গেলে অনেক সময়েই তাতে ছত্রাক জন্মায়। এই সমস্যা এড়াতে শুকনো খোলায় এগুলি ভেজেও তুলে রাখতে পারেন এয়ার টাইট কৌটোয়। এর ফলে দীর্ঘদিন বাদামগুলি নষ্ট হবে না।

৪. রান্নাঘরে যেহেতু তাপ ও আর্দ্রতা কমবেশি হওয়ার একটা সমস্যা থাকে তাই ড্রাইফ্রুটস নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই। তাই রান্নাঘরে এগুলি না রাখার চেষ্টাই করুন। রান্নাঘরে আলো না ঢুকলে এই সমস্যা দ্বিগুণ হয়। তাই ড্রাইফ্রুটস রাখার জন্য রান্নাঘর বাদ দিয়ে অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। বাড়ির অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লায়েন্সেসের থেকে একটু বাড়তি যত্ন নিতে হয় বাড়ির ফ্রিজের। কাজের চাপ ও ব্যস্ততায় সারা সপ্তাহের বাজার, রান্না করা খাবারের বন্দোবস্ত করে রাখতে বাড়ির ফ্রিজটি ব্যবহার করতে হবে সতর্কভাবে। ন হলে তা খারাপ হলেই কিন্তু বাড়বে সমস্যা। এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলতে পারলেই আপনার বাড়ির ফ্রিজ থাকবে একদম চাঙ্গা। কি ভাবে দেখে নিন-

১. ফ্রিজের দরজা বারবার খুলবেন না। তাতে বাইরের গরম হাওয়া ফ্রিজের ভিতরে প্রবেশ করে। এতে ফ্রিজের তাপমাত্রা বারবার ফ্লাকচুয়েট করে। ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ফ্রিজে রাখা খাবার। তাই প্রয়োজন ছাড়া ফ্রিজের দরজা বারবার খুলবেন না।

২. সব খাবার কিন্তু ফ্রিজে রাখা যায় না, এটা মাথায় রাখতে হবে। ফ্রিজে কোনওভাবেই আলু, পিঁয়াজ রাখবেন না। খুব গরম না পড়লে বা অসুবিধা না থাকলে টমেটোও ফ্রিজে না রাখার চেষ্টাই করুন।

৩. নিয়ম করে ফ্রিজ পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ফ্রিজে প্রতিদিন খাবার রাখার সময় বা খাবার বের করার সময় তা কমবেশি পড়ে যেতেই পারে। সেই খাবারই পড়ে থেকে ফ্রিজে দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে। নষ্ট হতে পারে বাকি খাবারও। তাই নিয়ম করে বাড়ির ফ্রিজ পরিষ্কার করুন।

৪. প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জিনিস ফ্রিজে রাখা থেকে বিরত থাকুন। অযথা ফ্রিজে অতিরিক্ত বোতল, প্যাকেট ইত্যাদি রাখবেন না। প্রয়োজনের বেশি জিনিস রাখলে ফ্রিজের ভিতরে হাওয়া চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে ফ্রিজ নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে খুব।

৫. ফ্রিজের কয়েল, যা কিনা খাবার ও পানীয় ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। সেই কয়েল যদি ধুলো-ময়লায় ঢাকা পড়ে যায় তাহলে ফ্রিজ ঠান্ডা হতে অনেক সময় নেয় এবং খাবার নষ্ট হওয়ার সম্ভবনাও বাড়ে। তাই নিয়ম করে ফ্রিজের কয়েল পরিষ্কার করুন।

স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ কম তেলে একই স্বাদ পেতে যেকোনও খাবারেই রান্না করার জন্য এয়ার ফ্রায়ারকেই বেছে নেবেন

প্রায় সবারই রান্না ঘরেই আজকাল ছোট কনভেকশন ওভেন দেখেতে পাওয়া যায়। তেল ছাড়া রান্নার জন্য 'এয়ার ফ্রায়ার'-এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। চিকেন নাগেট, মিটবল, চিকেন উইংসের মতো লোভনীয় খাবার তৈরিতে 'এয়ার ফ্রায়ার'-এর জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া যেকোনও খাবার মুচমুচে

করার জন্য এই ওভেনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ন্যূনতম তেল ব্যবহার করে কিংবা তেল ছাড়াই এই রান্না পদ্ধতি আগামী দিনে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি কি নিয়ে আসবে। জেনে নেওয়া যাক এর ভালো-মন্দের দিকগুলি।

ভালো দিক কি কি - ১. তেলের ব্যবহার হ্রাস ঃ এয়ার ফ্রায়ারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল রান্নার জন্য অত্যন্ত কম তেলের ব্যবহার। সাধারণত ডিপ ফ্রায়িংয়ে খাবারকে তেলে ডুবিয়ে ভাজতে হয়, যার ফলে খাবারে ক্যালরি ও ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। কিন্তু এয়ার ফ্রায়ার গরম বাতাস ব্যবহার করে খাবারের চারপাশে ঘুরিয়ে খাবারকে মুচমুচে করে তোলে। এই পদ্ধতিতে তেলের প্রয়োজন পড়ে না। কিংবা খুব সামান্য তেলেই রান্না করা যায়। ফলে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ কম তেলে একই স্বাদ পেতে যেকোনও খাবারই রান্না করার জন্য এয়ার ফ্রায়ারকেই বেছে নেবেন, এটাই স্বাভাবিক।

২. স্বাস্থ্যকর রান্নার পদ্ধতিঃ ডুবো তেলে রান্না করা খাবার সাধারণত স্থূলতা, হৃদরোগ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এয়ার ফ্রাইং আপনাকে অতিরিক্ত তেল ছাড়াই ভাজাভুজি ও অন্যান্য রান্নায় একই স্বাদ দেয়। অথচ শরীরে ফ্যাটের সমস্যা বৃদ্ধি করে না। ট্র্যাডিশনাল ওভেনে রান্না করে ডুবো তেলে আলুভাজা খেলে যে স্নেহপদার্থ আপনার শরীরে জমতে পারে, এয়ার ফ্রায়ারে সেই একই রান্নায় খাবারে ফ্যাটের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

৩. বিভিন্ন রান্নায় ব্যবহারঃ ভাজাভুজি ছাড়াও বেকিং, গ্রিলিং, রোস্টিং এমনকী বাসি খাবার গরম করার জন্যও এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করা যায়। ফলে এতে রান্না করার সুবিধা রয়েছে অনেকগুণ বেশি।

৪. সময় সাশ্রয়ীঃ অন্যান্য ওভেনের চেয়ে দ্রুত খাবার রান্না করা যায়। যা আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেকটা সময় বাঁচায়। দ্রুত গরম বাতাস সঞ্চালনের ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই খাবার রান্না করা যায়। ফলে সময় অনেকটা সাশ্রয় হয়।

খারাপ দিক ঃ

১. খাদ্যের প্রকৃত পুষ্টিগুণ কমে যেতে পারেঃ কম তেল ব্যবহার করে রান্না করে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায় একথা সত্যি। কিন্তু এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করলে অন্য একটি সমস্যাও দেখা যায়। আমরা জানি জলে দ্রবণীয় ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট তাপের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এয়ার ফ্রায়ারের উচ্চ তাপমাত্রায় খাদ্যের কার্যকারিতা কমে যায়। খাদ্যের পুষ্টিগুণ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যে অবস্থিত ভিটামিনগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েই যায়।

২. অস্বাস্থ্যকর যৌগিক পদার্থ উপাদনঃ অ্যাক্রিলামাইড হল একটি রাসায়নিক যৌগ যা উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চযুক্ত খাবার রান্না করার ফলে তৈরি হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই যৌগটি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এয়ার ফ্রাইং, বিশেষ করে আলু বা অনুরূপ স্টার্চযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রে অ্যাক্রিলামাইড যৌগ তৈরি হতে পারে। তবে তার মাত্রা সাধারণত ডিপ ফ্রাইংয়ের চেয়ে কম হয়। এক্ষেত্রে অ্যাক্রিলামাইড উপাদনকারী খাবার পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা এবং প্রাত্যহিক জীবনে সুষম খাদ্য বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৩. সীমিত রান্নার ক্ষমতাঃ বাজারে বিভিন্ন ধরনের এয়ার ফ্রায়ার পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় মডেলগুলোরও রান্নার ক্ষমতা অন্যান্য বাজারচলতি ওভেনের তুলনায় সীমিত। তাই বেশি মানুষের জন্য রান্না করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে কয়েক দফায় রান্না করতে হতে পারে।

৪. খাবারের স্বাদ পরিবর্তনঃ যদিও এয়ার-ফ্রাইড খাবার মুচমুচে ও সুস্বাদু, তবে তা পুরোপুরি ডিপ-ফ্রাইড খাবারের স্বাদ কখনওই আপনাকে দিতে পারবে না। স্বাদের পার্থক্য থাকবেই।

মাইক্রোওয়েভের দরজা তৈলাক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যায় জেরবার হন অনেকেই

অনেকের হাতে সময় কম। তার উপর আবার রান্নাঘরে যেতে পছন্দ করেন না। তাই দিন যত যাচ্ছে প্রতিটি রান্নাঘরে এখন অত্যাবশকীয় সামগ্রীর তালিকায় মাইক্রোওয়েভ চলে আসছে। কম সময়ে খাবার গরম থেকে রান্নার জন্য এই বৈদ্যুতিন যন্ত্রটির যেন কোনও বিকল্প মেলা ভার। যদিও অনেকেই দাবি করেন, মাইক্রোওয়েভে রান্না কিংবা গরম করা খাবার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। তবে তা নিয়ে যদিও বিরুদ্ধ মতও রয়েছে। তাই বেশিরভাগ মানুষ মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করেন। তার ফলে অপরিস্কারও হয়। ঘরোয়া পদ্ধতিতে জেনে নিন কি ভাবে এই যন্ত্রটি পরিষ্কারকরবেন।

১. মাইক্রোওয়েভের দরজা তৈলাক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যায় জেরবার হন অনেকেই। সেক্ষেত্রে সমস্যা মেটাতে প্রথমে মাইক্রোওয়েভের দরজাটি তোয়ালে কিংবা কাগজ দিয়ে ঘষে নিন।

২. একটি কাপে বেকিং সোডা নিন। তাতে সামান্য জল দিন। পেস্ট তৈরি করুন। তার মধ্যে লিকুইড সাবান কিংবা লেবুর রস দিন। এবার ভালো করে তা কাচে মাখিয়ে রাখুন। কমপক্ষে ১৫ মিনিট তা লাগিয়ে রাখুন।

৩. এবার একটি বোতলে জল এবং ভিনিগারের মিশ্রণ তৈরি করুন। তা কাচে স্প্রে করে দিন।

৪. এবার হালকা হাতে নরম কাপড় দিয়ে ঘষে নিন। তাতেই তেলের দাগ উঠে যাবে। আরও উজ্জ্বল হবে কাচ।

৫. মাইক্রোওয়েভের ভিতর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন।

৬. কোনওভাবেই ভিতরে জল যেন না পৌঁছয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখুন। নইলে বিদ্যুৎ সংযোগ হলে বড়সড় বিপদ হতে পারে।

৭. মাইক্রোওয়েভের কাচ এবং ভিতরের অংশ শুকনো না হওয়া পর্যন্ত ভুলেৎ চালাবেন না।

আবার পেট থেকেই সোজা হৃদয়। আর এই হৃদয় ছোঁয়ার মন্ত্র যদি তৈরি হয় সুন্দর একটা রান্নাঘরে, তাহলে হৃদয় জিতে নেওয়াটা হবে খুব সহজেই। কীভাবে সাজাবেন আপনার ওপেন কিচেন? টিপস দিলাম-

১) রান্নাঘরে হালকা রঙের ক্যাবিনেট নয়। উজ্জ্বল রঙের সানমাইকা ব্যবহার করুন। মেরুন, বেগনি, সবুজের মতো বাহারি রঙের সানমাইকা ভোল বদলে দেবে আপনার রান্নাঘরের।

২) বসার ঘর কিংবা বেড রুম নয়, হেঁশেলকেও কিন্তু নানা রকম লাইট দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারবেন। আলো কিন্তু অন্দরসজ্জার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই রান্নাঘরে আলো নিয়ে খেলা করলে দেখতে বেশ ভালই লাগে।

৩) গ্যাসের স্ল্যাব আর দেওয়ালে টাইলসের বদলে কালো মার্বেলের ব্যবহার করতে পারেন।

৪) রান্নাঘরের মেঝেতেও বদল আনতে পারেন। হেঁশেলে কাঠের মেঝে বেশ ভাল মানায়। আর খুব বেশি খরচ করতে না চাইলে, কাঠের ট্রেক্সারযুক্ত ম্যাটও ব্যবহার করতে পারেন।

৫) রান্নাঘরের দেওয়ালে অবশ্যই ব্যবহার করুন এমন রং, যা কিনা সহজে পরিষ্কার হয়। অর্থা রান্না করার সময় যদি তেল, ধোঁয়া বের হয়, তাহলে তা দেওয়ালে ছোপ ফেলতে পারবে না।

৬) খেয়াল রাখুন, আপনার রান্নাঘরেই যেন থাকে আপনার ওয়াটার ফিল্টার। এতে রান্নাঘরের শোভাও বাড়বে। ড্রয়িংরুমে সাজও নষ্ট হবে না।

৭) এ ধরনের রান্নাঘরে খুব বেশি খোলা তাকের ব্যবস্থা না রাখাই ভালো। পরিবর্তে হালকা ওয়াল ক্যাবিনেটের ব্যবহার করা যেতে পারে। রান্নাঘরে কাপ।রে পর্দা ব্যবহার না করে এর পরিবর্তে বাঁশের চিক, না হলে ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া সাধারণ আলোকসজ্জার বাইরে বিশেষ বিশেষ জায়গাকে ফোকাস করে ব্যবহার করা যেতে পারে স্পট লাইট।

বিহার সমৃদ্ধ হবে এবং দেশের সমৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিহারের সিওয়ানে ৫,২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাবা মহেন্দ্র নাথ এবং বাবা হংস নাথকে শ্রদ্ধা জানান এবং সোহগড়া ধামের পবিত্র উপস্থিতি কামনা করেন। তিনি মা থাওয়ে ভবানী এবং মা অম্বিকা ভবানীকে প্রণাম জানান। প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, দেশরত্ন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সিওয়ানকে একটি অনুপ্রেরণামূলক ভূমি হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে এই ভূমি দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে এবং সংবিধানকে শক্তিশালী করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে সিওয়ান দেশকে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো এক মহান পুত্র দিয়েছেন, যিনি সংবিধান প্রণয়ন এবং দেশের দিকনির্দেশনা উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মহান সমাজ সংস্কারক ব্রজ কিশোর প্রসাদের মতো সিওয়ানের অবদানের কথাও স্বীকার করেন, যিনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মোদী আনন্দ প্রকাশ করেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এই মহান আত্মার লক্ষ্যকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে এগিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেন যে আজকের অনুষ্ঠান এই অব্যাহত প্রচেষ্টার একটি অংশ। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে একই মঞ্চ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, জোর দিয়ে বলেন যে এই উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি বিহারকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে এবং একটি সমৃদ্ধ রাজ্য গঠনে অবদান রাখবে। শ্রী মোদী মন্তব্য করেন যে প্রকল্পগুলি সিওয়ান, সাসারাম, বক্সার, মতিহারি, বেত্তিয়া এবং আরার মতো অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে এই উদ্যোগগুলি দরিদ্র, বঞ্চিত, দলিত, মহাদলিত, অনগ্রসর এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জীবনকে সহজ করবে এবং এই প্রকল্পগুলির জন্য বিহারের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।তিনি সবেমাত্র বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসেছেন উল্লেখ করে শ্রী মোদী জানান যে এই সফরের সময় তিনি বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশের নেতাদের সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বিশ্ব নেতারা ভারতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে গভীরভাবে মুগ্ধ। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে এই নেতারা ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখেন এবং নিশ্চিত করেন যে বিহার এই রূপান্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একটি সমৃদ্ধ বিহার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, মোদী বর্ণনা করেন, বিহারের জনগণের শক্তি এবং সক্ষমতার প্রতি আস্থার কারণ। রাজ্যে অনাচারের যুগ নির্মূল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রশংসা করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বিহারের আজকের তরুণরা দুই দশক আগে রাজ্যের অবস্থা কেবল গল্প এবং উপাখ্যানের মাধ্যমেই বুঝতে পারে। সেই দু ঃশাসনের সময়কালে কতটা অবনতি হয়েছিল তা তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে না উল্লেখ করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের অগ্রগতির নেতৃত্বদানকারী বিহার একসময় পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার কবলে পড়ে জোরপূর্বক অভিবাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বিহারের প্রতিটি বাসিন্দার জন্য আত্মসম্মান সর্বোপরি, এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, আমার বিহারি ভাই ও বোনেরা অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে, এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও সফল হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তারা কখনও তাদের আত্মসম্মানের সাথে আপস করে না। তবে, প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থা বিহারের গর্বকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে। তিনি এই ব্যাপক দুর্নীতির শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেন, যা দারিদ্র্যকে বিহারের দুর্ভাগ্যের দিকে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, শ্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিহারকে উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে এনেছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, গত ১০-১১ বছরে বিহারে প্রায় ৫৫,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ১.৫ কোটিরও বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং ১.৫ কোটি পরিবারে জল সংযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেছেন যে রাজ্য জুড়ে ৪৫,০০০-এরও বেশি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে বিহারের ছোট শহরগুলিতে এখন নতুন নতুন স্টার্ট-আপ গড়ে উঠছে। বিহারের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে উল্লেখ করে শ্রী মোদী সতর্ক করে বলেছেন যে পূর্ববর্তী অনাচারের জন্য দায়ী উপাদানগুলি এখন সরকার এবং বিহারের অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের সুযোগ খুঁজছে। তিনি বলেছেন যে এই গোষ্ঠীগুলি তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। প্রধানমন্ত্রী বিহারের জনগণকে অত্যন্ত সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল', মানলেন পাক উপপ্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২০ জুন ঃ শাহবাজ শরিফের পর ইশাক দার। পাক প্রধানমন্ত্রীর পর উপপ্রধানমন্ত্রীও মেনে নিলেন ভারতের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটি। সেদেশের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি পরিষ্কার স্বীকার করেছেন তাঁদের দুই গুরুত্বপূর্ণ বায়ুসেনা ঘাঁটি, রাওয়ালপিন্ডির নুর খান এয়ারবেস এবং শোরকোট বিপর্যস্ত হয়েছে অপারেশন সিঁদুরের ধাক্কায়।

এর আগে পাকিস্তানের সেনা ও সরকার নয়াদিল্লির প্রত্যাঘাতকে মানতে চাননি প্রকাশ্যে। কিন্তু এদিন ইশাক দার সাফ জানিয়েছেন, পাকিস্তানও ভারতকে জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ভারত আঘাত হানে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন, ভারতের হানার ৪৫ মিনিটের মধ্যেই সৌদি যুবরাজ ফয়সল বিন সলমন নাকি ফোন করে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আমি কি জয়শংকরকে বলব পাকিস্তান থেমে যেতে চাইছে? সৌদি আরবও যে নীরবে ভারত-পাক সংঘর্ষ থামাতে চেষ্টা করেছিল, সেটাই ফুটে উঠেছে পাক উপপ্রধানমন্ত্রীর দাবিতে। মে মাসের শেষদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আজারবাইজানে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বলেন, ভারতের ব্রহ্মস মিসাইলে বিপর্যস্ত হয়েছিল পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি। যার মধ্যে ছিল রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দর। তাঁকেও বলতে শোনা গিয়েছিল, পাকিস্তান তার আগেই হামলার মতলব কষেছিল। কিন্তু তাদের হতভম্ব করে আগেই হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের সব রণকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছিল নয়াদিল্লি। এবার সেই একই কথা

বললেন ইশাক দারও। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুযায়ী, ভারতের প্রত্যাঘাতে সিঁটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের পরই সংঘর্ষবিরতির জন্য দিল্লিকে ফোন করে ইসলামাবাদ। কিন্তু পাকিস্তানের এই প্রস্তাব যথেষ্ট সন্দেহজনক ছিল। কারণ, ততক্ষণে পাক সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর গোলাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল। যদিও এরপর সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ। সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি। সেই সময়ই হটলাইনে কথা হয়েছিল দুই দেশের ডিজিএমওর। আপাতত সংঘর্ষবিরতি চলছে। যদিও সংঘর্ষবিরতি শুরুর পরও তা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। সেই সময় ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সেনা কমান্ডারদের তা প্রতিহত করতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের সঙ্গী সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন চালায় ভারত। পাল্টা হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ুসেনা ঘাঁটি।

গ্রিন লাইনের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ২০ জুন ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। টানেলের ভিতরে বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। আজ, ২০.০৬.২০২৫ তারিখে গ্রিন লাইনের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য একটি অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি এবং ধোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।বৈদ্যুতিক বিভাগ এবং আরপিএফ এবং ক্যান্টিনের কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ মাঠ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে যাতে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে, উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

গ্রাম উন্নয়ন দফতরে ডেপুটেশন অসংঘটিত শ্রমিক কংগ্রেসের

আগরতলা, ২০ জুন ঃ রেগা এবং ডিডিটি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলল অল ত্রিপুরা অসংঘটিত শ্রমিক কংগ্রেস। শুক্রবার শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাত দফা দাবির ভিত্তিতে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস গ্রাম উন্নয়ন দফতরে গণ ডেপুটেশন প্রদান করে। এই ডেপুটেশন প্রদান উপলক্ষে কংগ্রেস ভবনের সামনের থেকে একটি মিছিল করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গ্রাম উন্নয়ন দফতরের কার্যালয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে সার্কিট হাউজ এলাকায় পুলিশ মিছিলের গতি রোধ করে। সেখানে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস নেতৃত্ব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, রেগা এবং ডিডিটি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে। বছরে ন্যূনতম ২০০ দিনের কাজ প্রদান করতে হবে । দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করতে হবে।শ্রমিক কংগ্রেস নেতা আরও জানান, রেগা প্রকল্পের কাজ থেকে যে সমস্ত শ্রমিকদের বাতিল করা হয়েছে তাদের পুনরায় বহাল করতে হবে। এই ধরনের সাতটি দাবি নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন দফতরে তাদের গণডেপুটেশন। অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের এই গণডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে রেগা শ্রমিক এবং কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

Name Change

I, Tapashi Adak (old name) wife of Gobinda Adak, residing at P-24/3, Raja Rammohan Roy Road, P.O- Senati, P.S- Behala, Kolkata – 700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tapasi Adak (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 32636 dated 02/06/2025. Tapashi Adak (old name) and Tapasi Adak (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gobindo Adak (old name) son of Late Kartick Chandra Adak, residing at P-24/3, Raja Rammohan Roy Road, P.O- Senati, P.S- Behala, Kolkata – 700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gobinda Adak (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 32636 dated 02/06/2025. Gobindo Adak (old name) and Gobinda Adak (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I. **PINKY DEVI**, W/o of **SHAMBHU KUMAR**, resident of Vill- GAWANDRI, Post-GAWANDRI, PS-TARAIYA, Dist - SARAN, State - BIHAR, Pin-841424 have change my name from **PINKI DEVI** to **PINKY DEVI** vide Affidavit dated 11/06/2025 before Alipore Police Court, Kolkata-700027.

CHANGE OF NAME

I. **GURIYA DEVI**, W/o of **ANIL KUMAR YADAV** resident of VIL GHORHAT, Post - GHORHAT MATHIA, PS - MANJHI, Teh-CHHAPRA Dist - CHAPPRA, State - BIHAR and PIN - 841313, have changed my Name and date of birth from **GURIA DEVI** to **GURIYA DEVI** and date of birth from **03 JAN 1982** to **01 JAN 1980** vide Affidavit dated the Affidavit in 17/06/2025 before Alipore Police Court, Kolkata-700027.

Name Change

I, Itu Mondal/Itu Kabasi (old name) wife of Sadhan Kumar Mondal, residing at Bagjola, Uttarer Uttarangsha, Baduria, PO- Kolsur, North 24 Parganas, Pin: 743438, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Itu Rani Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 19/06/2025. Itu Mondal/Itu Kabasi (old name) and Itu Rani Mondal (new name) all are same and one identical person.

Name Change

I, Shyama Mali son of Purnachandra Mali, residing at Bera Beri Ghosh Para, PO- Rajarhat Gopalpur, North 24 Parganas, Pin: 700136, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shyama Pada Mali as declared before the Notary Public at Kolkata dated 19/06/2025. Shyama Mali and Shyama Pada Mali both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা

Name Change

I, Avishek Kumar Ghosh (Old Name) S/o Pradip Kumar Ghosh Residing at 2A/2, Jamini Kabiraj Row, P.s - Ultadanga, District- Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Avishek Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 09-04-2025. Avishek Kumar Ghosh (Old Name) and Avishek Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anowar Khan alias Anwar Khan (Old Name) S/o Amjad Hossain Khan Residing at Musalman Para, Vtc - Jagadishpur, P.o - J.P. Hat, District- Howrah, Pin - 711114 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Anowar Hossain Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2025 Dated 20-06-2025. Anowar Khan, Anwar Khan (Old Name) and Anowar Hossain Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Harsh Thakur (Old Name) S/o Pramod Thakur Residing at 48 8th Floor Shyama Sadan, Dobson Road, Howrah, Vtc - Haora (M.Corp), P.o - Haora, District- Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Harsh Kumar Thakur (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2025 Dated 20-06-2025. Harsh Thakur (Old Name) and Harsh Kumar Thakur (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mosharab Hossain Gazi S/o Late Mir Hossain Gazi Residing at Vill - Fatullapur, P.o - Punra, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743427 West Bengal India shall henceforth be known as Mosarab Hossain Gazi. I declare that Mosharab Hossain Gazi and Mosarab Hossain Gazi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-06-2025.

Name Change

I, Rupa Dibakar Chakrabarti W/o Dibakar Chakrabarti Residing at 1/208, Naktala, P.o - Naktala, P.s - Netajinagar, District - Kolkata, Pin - 700047 West Bengal India shall henceforth be known as Rupa Chakrabarti. I declare that Rupa Dibakar Chakrabarti and Rupa Chakrabarti is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-06-2025.

Name Change

I, Dibakar Sital Chakrabarti S/o Late Sital Chandra Chakrabarti Residing at 1/208, Naktala, P.o - Naktala, P.s - Netajinagar, District - Kolkata, Pin - 700047 West Bengal India shall henceforth be known as Dibakar Chakrabarti. I declare that Dibakar Sital Chakrabarti and Dibakar Chakrabarti is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-06-2025.

Name Change

I, Goutam Chaudhury (Old Name) S/O– Hemanta Chowdhuri resident of Vill-Chuyapur Chowdhurypara , Po & Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Goutam Chaudhury to Goutam Chowdhury and hencefort I shall be known as Goutam Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/06/2025. My name Goutam Chowdhury & Goutam Chaudhury both are same and one identical person.

বাল্যবিবাহ এবং কিশোরীদের গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে কালনা মহিষ মর্দিনী গার্লস ইনস্টিটিউশনে কালনা মহকুমা শাসকের ব্যবস্থাপনায় এবং বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর পরিচালনায় মেয়েদের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দিতে আজ মানব পুতুল নাটক অনুষ্ঠিত হলো। বাল্যবিবাহ এবং কিশোরীদের গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে কালনার মহিষমর্দিনী গার্লস ইনস্টিটিউশন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো মানব পুতুল নাটক। কালনা মহকুমা শাসকের শাসকের ব্যবস্থাপনায় বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর পরিচালনায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই প্রথম এদিন শুক্রবার কালনার মহিষমর্দিনী গার্লস ইনস্টিটিউশনে ছাত্রীদের সামনে মানব পুতুল নাটক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মূলত অল্প বয়সে বিবাহে তাদের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি, এবং অল্প বয়সে পেগনেন্সি পেলে কি সমস্যা হতে পারে। মানব পুতুল নাটকের মাধ্যমে পরিবেশিত করা হয়। মূলত তারা এবং দুর্গা নামক দুটি চরিত্রকে উপস্থাপন করে, একজনের অদম্য জেদের জন্য তার পড়াশোনা শেষে তার জীবনে সাফল্য। এবং ওপর আরেকটি মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে ও সন্তান প্রসবের পর তার জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়। আধুনিক সমাজে এই বার্তা ছাত্রীদের মনে অনেকখানি প্রভাব ফেলবে বলে মত বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর। ছাত্রীরাও এই নাটকের মাধ্যমে তারা অনেকখানি উপকৃত হবে বলে মত স্কুলের সার্কেল ইন্সপেক্টরের।

প্রাচীন রথে নয়, কোচবিহারে এ বছর নতুন রথে আসীন হবেন মদনমোহন দেব

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ জুন ঃ বদল হল ৫০০ বছরের ইতিহাসে। সংযোজন হল নতুন অধ্যায়ের। রাজ আমলের রথে নয়, এবার নতুন রথে চেপে মাসির বাড়ি যাবেন কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনদেব। কোচবিহারের কুলদেবতা, ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের এ বারের রথযাত্রা সম্পন্ন হবে নতুন রথে চেপে। পাঁচ শতকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিবছর রথের দিন রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী কাঠের রথেই মাসির বাড়ি অর্থাৎ ডাঙ্গরাই মন্দিরে যাত্রা করতেন মদনমোহন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো রথের কাঠামোয় একাধিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। বহুবার সংস্কারের চেষ্টা হলেও বহুবার সংস্কারে ভাবে আর টেকেনি এই রথের পুরনো কাঠামো। এ বার জেলাশাসকের উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে একদম নতুন রথ। কোচবিহারের বাসিন্দা ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ জয়ন্ত চক্রবর্তী জানান, প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো রথে আগেও বহুবার সংস্কার করা হয়েছিল, কিন্তু এবারে আর সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নতুন রথ তৈরি হচ্ছে, যাতে কোনও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা না থাকে এবং একইসঙ্গে রথযাত্রার ঐতিহ্যও বজায় থাকে।

প্রচণ্ড দাবদাহে নাজেহাল বন্যপ্রাণীরা, বিশেষ ব্যবস্থা নিল রসিকবিল মিনি জু কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ জুন ঃ প্রচণ্ড গরমে কাহিল রসিকবিলের চিতাবাঘেরা। তাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল রসিকবিল মিনি জু কর্তৃপক্ষ। প্রচণ্ড দাবদাহে নাজেহাল বন্যপ্রাণীরা। কোচবিহারের রসিকবিল মিনি জু-র চিতাবাঘ সুলতান, শাহজাদা, রিমঝিম এবং গরিমারও সেই তালিকায় নাম রয়েছে। যাদের গর্জনে কাঁপে চিড়িয়াখানা। তারাও এখন গরমে ঘেমেনেয়ে একশা। তাই এবার তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় নেমেছে জু কর্তৃপক্ষ। চিতাবাঘদের খাঁচার সামনে বসানো হয়েছে ফ্যান, যাতে তাদের শরীরের উত্তাপ কিছুটা কমানো যায়। প্রতিদিন দু থেকে তিনবার ঠান্ডা জলে স্নান করানো হচ্ছে। যাতে গরমের দাপট থেকে খানিকটা রেহাই মেলে। পরিবর্তন এসেছে খাবারের মেনুতেও- হালকা মাংস, ওআরএস ও ফলমূল রাখা হয়েছে ডায়েট চার্টে। শুধু চিতাবাঘই নয়, অন্যান্য পশুপাখিদের সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। ম্যাকাও, টিয়া, ময়না, গোল্ডেন ফ্রিজেন্ট, সিলভার ফ্রিজেন্টদের খাবারে বাদাম ও বীজের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে রসালো ফল-তরমুজ, শশা। হরিণদের জন্য ছাউনি তৈরি করা হয়েছে খড় দিয়ে, তৈরি হয়েছে জলাশয়ও, যাতে ডুব দিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে তারা। এই বিষয়ে এডিএফও বিজন কুমার নাথ জানান, বন্যপ্রাণীদের সুস্থ রাখতেই পশু চিকিৎসকদের পরামর্শে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। গরমে যাতে তাদের কোনরকম শারীরিক সমস্যা না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে বন দফতর। রসিকবিল জু সূত্রে খবর, খাবারের মান ও পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। খাঁচার জল পাল্টানো হচ্ছে নিয়মিত।

মোবাইল আর ইউটিউব ওপর ভরসা করে ২০২৫ এর নীট এ সাফল্য অর্জন করলো খাইরুল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুন ঃ বাবা ভ্যানচালক মা বিড়ি বাঁধে ! মোবাইল আর ইউটিউব ওপর ভরসা করে ২০২৫ এর নীট এ জায়গা দখল করে নিলো পঞ্চানন্দপুরের এক যুবক। কৃতি যুবকের নাম খাইরুল ইসলাম। বাড়ি উত্তর পঞ্চানন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের লাহার্দিটোলা গ্রামে। বাবা একরামুল হক একটি ভ্যান চালায়। মা বিড়ি বেঁধে সামান্য আয় করতেন। কিন্তু দারিদ্রতা হার মেনেছে খাইরুলের জেদের কাছে। ২০২৫ এর নিটে ৫৩৮ নম্বর পেয়ে খাইরুল ৮২৫৩ র‍্যাঙ্ক করে সকলকে অবাক করে দিয়েছে।

খাইরুলের শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় পঞ্চানন্দপুর একটি বেসরকারি বিদ্যালয় শিশু ভারতী বিদ্যাপীঠ থেকে। আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় ওই বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তার বেতন মাফ করে দেয়। এরপর নয়াবাজার স্কুল থেকে মাধ্যমিকের ৬১২ ও মেহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ৫০০ এর মধ্যে ৪৫২ নম্বর নিয়ে পাস করে। এরপরে খাইরুলের একমাত্র সঙ্গী একটি মোবাইল ও ইউটিউব। এবং এবারের নিটে ৫৩৮ নম্বর পেয়ে খাইরুল ৮২৫৩ র‍্যাঙ্ক করে সকলকে অবাক করে দিয়েছে। খাইরুলের বাবা একরামুল হক জানিয়েছেন , আমি একজন ভ্যানওয়ালা। ছোট থেকে আমার খাইরুল খুব মেধাবী ছিলো। আমি বাবা হিসেবে সাহায্য করতে পারিনি। ও মোবাইল দেখে পড়াশোনা করতো। ওর সাফল্যে খুব আনন্দ লাগছে। খাইরুল জানিয়েছেন, আমার স্বপ্ন আমি বড় হয়ে একজন চিকিৎসক হয়ে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবো।

চন্দ্রকোনায় ফুঁসছে শিলাবতী ও কেঠিয়া নদী, একের পর এক নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গ্রামের পর গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ জুন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ, শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর একাধিক বাঁধ ভেঙে প্লাবিত একাধিক গ্রাম,জলবন্দি বাসিন্দারা। জলের তলায় বিঘার পর বিঘা কৃষি জমি। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে, নদীর পাড় উপচে জল ঢুকছে গ্রামে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষকিরা, শির্ষা, ধরমপোতা, চৈতন্যপুর, পরমানন্দপুর, নিত্যানন্দপুর, চাষীবা। সহ ৮-১০ টি গ্রাম প্লাবিত। ঘোষকিরা, চৈতন্যপুর, ধরমপোতা ও রাতে লাহিরগঞ্জে কেঠিয়া নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত এইসমস্ত গ্রাম, জল ঢুকেছে শিলাবতীরও। দুই নদীর মধ্যবর্তী হওয়ায় ভগবন্তপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮-১০ টি গ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, জল ঢুকেছে একতলা বাড়ির উঠান ও ভিতরেও। যাদের বাড়ি ঘরের পরিস্থিতি খারাপ সেইসব পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে এনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তাদের সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে জলের তলায় বিঘার পর বিঘা জমির ফসল, চরম ক্ষতির আশঙ্কায় কৃষকরা। অপরদিকে ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ টি গ্রাম প্লাবিত, জলবন্দি বাসিন্দারা। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে গদাধরপুর, কমরপুর সহ বেশকয়েকটি জায়গায় শিলাবতী নদীর বাঁধ ভেঙে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। জলবন্দি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বেশকিছু পরিবারকে সরিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, তাদের খাওয়াদাওয়া সবরকম ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে করা হয়েছে বলে জানান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়া এবং জলবন্দি বাসিন্দাদের আহ্বান করা হয়েছে তারা চাইলে নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে পারে তার জন্য ব্লক প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতে সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক ও সজাগ থাকার আহ্বান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনাজুর মোল্লার। ব্লকের নদীতীরবর্তী অপর গ্রাম পঞ্চায়েতে বসনছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেরও ১২-১৫ টি গ্রাম প্লাবিত, জল ঢুকছে বসতবাড়িতে। একে গ্রামের সাথে অপর গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ব্লকের এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন, বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ শিবির ও পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা রয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানাগেছে। চন্দ্রকোনার নদীর জলস্তর বেড়ে পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। একের পর এক নদী বাঁধ ভাঙতে শুরু করে, রাতে নতুন করে ভগবন্তপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লাহিরগঞ্জে কেঠিয়া নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রাম জল ঢুকতে শুরু করে, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে বাঁধ মেরামতে তদারকি করেন। নদীগুলির জলস্তর বাড়তে থাকায় চন্দ্রকোনার বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লক ছাড়াও চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকেরও বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জল ঢুকছে বলে খবর। পাশাপাশি ঘাটালের শিলাবতী নদীতে জল বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে, জল বাড়ছে হু হু করে, ঘাটালের ব্রিটিশ আমলের তৈরি ভাসাপোলের উপর দিয়ে ইতিমধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, এই পোলের উপর দিয়েই প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করত। ভাসাপোল রক্ষা করতে চরম তপরতা ঘাটাল পৌর কর্তৃপক্ষের। ভাষা পোলের উপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বন্ধ। অন্যদিকে ঘাটাল মহকুমাতে বন্যা পরিস্থিতির উপর নজর রয়েছে প্রশাসনের জানালেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। চন্দ্রকোনার পর এবার ঘাটালে শহর অর্থাৎ পৌর এলাকার নিচু ওয়ার্ডগুলিতে জল ঢোকার শুরু হওয়ার পাশাপাশি ঘাটাল ব্লকের বন্যাপ্রবণ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে নদীর জল ঢোকা শুরু হয়েছে।

বয়সন্ধি কাল শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা শিবির

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশন (WBCPCR) এবং জেলা প্রশাসন (DCPU বিভাগ), বীরভূম- এর যৌথ উদ্যোগে বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান সহ মোট চারটি জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, শিশু সুরক্ষা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে বয়সন্ধি কাল স্বাস্থ্য আলোচনা শিবির ২০২৫ শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন হয় এদিন ২০ জুন বোলপুর শান্তিনিকেতন গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামের শান্তিদেব কক্ষে। কৈশোর বয়সন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রূপান্তর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রতিনিধি ছাড়াও দুটি মাদ্রাসা সহ দশটি স্কুল এবং বীরভূমের ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই আলোচনাতে অংশ গ্রহণ করেন, বলে জানান বীরভূম জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক নিরুপম সিনহা। তিনি বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেকটাই বাল্যবিবাহ রোধ করবে। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে চারজন চিকিৎসক আসেন এই আলোচনা সভায় যোগ দিতে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে বরিষ্ঠ মনোবিদ রিমা মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক শমিক ঘোষ, সল্টলেক মনিপাল হাসপাতালের বিশিষ্ট স্ত্রী বিশেষজ্ঞ জয়িতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ডব্লিউ বি সিপি সি আরের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) বিশ্বজিত মোদক, বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, সংশ্লিষ্ট কমিশনের সচিব আর অর্জুন (আই এস) প্রমুখ। চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, এই বয়সন্ধিকাল এমন একটা সময় যখন শিশু মনে এবং দেহে একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই মনে দোরগোড়ায় আমাদের পৌঁছাতে হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সবাইকে বুঝতে হবে ছোটরা কি চায়, কেন চায়। অনেক সময় দেখা যায় এই বয়সে একটা প্রেমের সম্ভাবনা থাকে। অভিভাবকরা যেটা করে থাকেন, তাদের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দেন, বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করেন। এটা ঠিক নয়। তাদের বোঝাতে হবে। ঠিক আছে পড়াশুনা করো। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও। তুলিকা দাস আরও বলেন, আমরা সবাই এই বয়সটা পেরিয়েছি। সবাই জানি। এভাবে বোঝালেই বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ হবে বলে মনে করি।

হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী গামছা শিল্প

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ জুন ঃ হাতে বানানো তাঁতের গামছা। যেমন নরম, সেইরকম টেকসই। বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে বাঁকুড়ার রাজগ্রামের তাঁত শিল্পীদের বিশেষ গামছা বানানোর ঐতিহ্য। অজানা অনেকেরই। লাল মাটির দেশ বাঁকুড়া । ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাজার হাজার গ্রাম। তাদেরই একটি হল রাজগ্রাম। এই গ্রামের বিশেষ ঐতিহ্য তাঁত শিল্প। তাঁতের বিভিন্ন বস্ত্র এবং বিশেষ গামছা এক সময়ে প্রিয় ছিল বাংলার বিভিন্ন জায়গায়। এখনও সেই গামছা পাবেন রাজগ্রামে গেলে। নরম, টেকসই আর আরামদায়ক। ত্বকের জন্য ভাল। খাঁটি সুতির এই হাতে বানানো গামছার উপকার অনেক। এক তাঁতি বলছেন ভালোবেসে যত্ন নিয়ে হাতে বানানো গামছা ব্যাবহার করার মজাই আলাদা। কারখানায় বানানো গামছার জল ধারণ করার ক্ষমতা কম। অপরদিকে হাতে বানানো রাজগ্রামের তাঁতের গামছা এগিয়ে অনেক, গা মোছা যায় খুব সহজেই। আবার নরম বলে ত্বকের জন্যেও ভাল এই গামছা, এমনটাই জানান তাঁত শিল্পীরা। বছর দশেকের ওপর বন্ধ পরে আছে তাঁত সমবায় সমিতি। পরিত্যক্ত এই সমিতিতে এখনও নষ্ট হচ্ছে তাঁত বোনার সুতো। সরকারি ব্যাংকের কাছে ধার ৬৮ লক্ষেরও বেশি। তবুও সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁত বুনবেন রাজগ্রামের তাঁত শিল্পীরা।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিবেক কুমার জৈন, কুশল চাঁদ জৈনের পুত্র, যিনি ৪৩, প্রেম চাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২-এ বসবাস করেন, তিনি ২০২২ সালের দলিল নং ১৯০৪০৮০০৫, ২০২২ সালের দলিল নং ১৯০৪০৮০০০, ২০২২ সালের দলিল নং ১৯০৪০৮০৩৩ হিসেবে হারিয়েছেন এবং ১৯-০৬-২০২৫ তারিখের জি.ডি. এন্ট্রি, নং ১৬১৬ অনুসারে বৌবাজার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকে তবে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তা সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-06/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, 01(One) no. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **19.06.2025 up to 25.06.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **19.06.2025 up to 26.06.2025 at 16:00 PM.** And Opening on **28.06.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

TENKARAIPUR BALUMATI GRAM PANCHAYAT
Reninagar-1 Dav. Black
P.O. - Tenkaraipur P.S. - Islampur
Dist. - Murshidabad
Telephone No.: 03481-236101
e-mail Id.:
tenkaraipurbalumatigp@gmail.com
e-Tender No. 05/TBGP/15TH CFC/ 2025-26 and 06/TBGP/15TH CFC/ 2025-26

e-Tender No. 05/TBGP/15TH CFC/ 2025-26 and 06/TBGP/15TH CFC/2025-26 are invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 05 (Five) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **20/06/2025 to 04/07/ 2025.** N.B: Details may be obtained from **https://wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.

Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫০-২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৯-০৬-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫০-২৫-২৬। **কাজের নাম ঃ** এইসকিউ/ মালিগাঁও-এঃ এসএসই/ডব্লিও/ এইচকিউর অধীনে পূর্ব গোটানগরে সাব-অর্ডিনেট রেস্ট হাউসের সংস্কার/উন্নয়নের বিপরীতে বৈদ্যুতিক কাজ সহ ক্ষতিগ্রস্ত ফার্ণিচার প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৯,০০,৮৫২/- টাকা। **বায়নার ধন ঃ** ৩৮,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Khandari Gram Panchayat
Jambedia, Barjora, Bankura
Notice Inviting e-Tender
Tender No. - 03/KGP/2025-26 (2nd Call)

Pradhan, Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 01 (One) nos. work. Last date of documents downloads and bid submission is **24th June, 2025 at 18:55 hrs**.For more details, please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

পুরুলিয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৯ জনের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২০ জুন ঃ সাতসকালে পুরুলিয়ায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। শুক্রবার সকালে পুরুলিয়া-জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে বলরামপুর থানার নামশোলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, পথদুর্ঘটনায় মৃত নয়জনই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। দেহগুলো পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। জানা গিয়েছে, একটি বিয়েবাড়ি থেকে চালক- সহ ওই ছোট গাড়িতে থাকা ৯ জন ঝাড়খণ্ডের নিমডি যাচ্ছিলেন। পুরুলিয়া- জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে নামশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে রাস্তার বাঁকে লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় গাড়িটির। ছোট গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অন্যদিকে রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় লরিটি। সংঘর্ষের জেরে গাড়ির ভিতরে কার্যত দলা পাকিয়ে যান একাধিকজন। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর বলরামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থলে যান পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আহতদের উদ্ধার করে বাঁশগড় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক ৯ জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের সকলের বাড়ি ঝাড়খন্ডের সরাইকেলা- খরসোওয়া জেলার নিমডি থানার মুরু, লকড়ি ও বান্দু গ্রামে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
Aranya Bikash, KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700106

Corrigendum for Date Extension

Corrigendum has been added for the following NIT on behalf of the CEO, GPW, WBFDCL as follows:-

NIT No.	Tender ID No.	Bid Submission End Date
17/GPW(HQ)/WBFDC/2025-26	2025_FDCL_862503_1	28.06.2025

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
EGM, GPW, WBFDCL

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শ্রী রাধে শ্যাম গুপ্তা, পিতা-মৃত গনপত গুপ্তা, সাং-পোদড়া, পোস্ট-পোদড়া, থানা -সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, পিনকোড-৭১১১০৯, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যথা জেলা-হাওড়া, ব্লক-সাঁকরাইল, মৌজা- পোদড়া, জে এল-৩৮, হাল সার্ভে ও সেটেলমেন্ট অনুযায়ী হাল দাগ ১৪৩৯ ও ১৪৪০ হাল খতিয়ান ৭৬০৬ ভুক্ত কমবেশি যথাক্রমে ০৭(সাত) ও ০৫ (পাঁচ) শতক বাস্ত জমি শ্রী অভিষেক কুমার গুপ্তা, পিতা-শ্রী রাধে শ্যাম গুপ্তা সাং - পোদড়া, পোস্ট-পোদড়া, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন-কোড-৭১১ ১০৯, নিকট হইতে বুক-১ এর অন্তর্ভুক্ত বিক্রয় কবলা নং ০৫১৩০৫৯৪৯ ফর দি ইয়ার ২০২১, ভলিউম নং ০৫১৩/২০২১, পেজ নং ২০৪১৫১ হইতে ২০৪১৭৭, মোতাবেক খরিদ করেন।

উল্লেখ্য শ্রী অভিষেক কুমার গুপ্তা, পিতা শ্রী রাধে শ্যাম গুপ্তা গত ০৪/০৫/২০১৫ তারিখে দলিল নং ৪৩০৩ ফর দি ইয়ার ২০১৫, বলে বর্তমান মালিক/রায়ত সুব্রত সরদার, পিতা মৃত বেচু চরণ সরদার, সাং পোদড়া, পোস্ট-পোদড়া, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, পিন কোড-৭১১১০৯, কর্তৃক আমমোক্তার নিযুক্ত হন।

বর্তমান মালিক শ্রী রাধে শ্যাম গুপ্তা, বর্তমানে হাওড়া জেলার অধীন বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে উক্ত খরিদকৃত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Purushottom Das
Advocate

মিউটেশন আবেদনকারীর নামঃ সুজিত কুমার বনিক, অঞ্জনা বনিক

আমমোক্তার দাতাঃ
(১) বেলারাণী ঘোষ, স্নিগ্ধা ঘোষ দেবনাথ, শীলা ঘোষ, বিথীকা ঘোষ, শ্বেতা ঘোষ, মায়া রাণী মন্ডল, নন্দিনী রঞ্জন দাস
(২) প্রবীর কুমার ঘোষ, প্রণব কুমার ঘোষ
(৩) অসিত রায়, আল্পনা রায়, সোমা রায়, ভারতী রায়, পারমিতা মিত্র রায়

আমমোক্তারনামা নং ও সনঃ
(১) I-1357 তাং 15.3.22, I-1295 তাং 14.3.22, IV-165 তাং 29.12.15
(২) I-957 তাং 22.2.22
(৩) I-1462 তাং 23.6.21

আমমোক্তারনামা বলে কৃত দলিল নং ও সনঃ
(১) I-2100 তাং 25.4.22
(২) I-1247 তাং 18.5.22
(৩) I-1071 তাং 06.3.23

মিউটেশন কেস নং.
(১) MN/2025/0702/6126
(২) MN/2025/0702/6125
(৩) MN/2025/0702/6156
(৪) MN/2025/0702/6158

উপরিউক্ত মিউটেশনে কোন আপত্তি থাকলে জলপাইগুড়ি সদর BL&LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি দাতাঃ
সুজিত কুমার বনিক, অঞ্জনা বনিক
এন.এন.সি.পি. টাউয়ার
ডি.বি.সি. রোড, জলপাইগুড়ি

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-৭১৪-২০২৫-২৬, তারিখ ১৮.০৬.২৫। কাজের বিবরণ :** মগরাহাটে - অনুমোদিত কাজের সাথে যুক্ত এফওবি-র ব্যবস্থা। পিবি-ইআর১৮-১৯(৭০৬)। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১১৯৯-২০২৪-২৫, তারিখ ১৮.০৬.২৫। কাজের বিবরণ:** পাওয়ার কারের মেসার্স কোয়েল প্রস্তুত ডিজেল ইঞ্জিনের (অ্যাপ কোড ডিভিও.৯০১৯, ডিভিও৯০২১, ডিভিও৯০২৬, ডিভিও৯০২৭) রক্ষণাবেক্ষণ কিট। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২১৭-২০২৫-২৬-আর, তারিখ ১৮.০৬.২৫। কাজের বিবরণ:** নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিংয়ে - ইডিপি সেন্টারের ২x৪০ টিআর ক্ষমতার সেন্ট্রাল এসি প্লান্ট ৩ বছরের জন্য পরিচালন। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২৩৪-২০২৫-২৬, তারিখ ১৮.০৬.২৫। কাজের বিবরণ :** এসএসই/ই/ জি/এনএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে নাইজেলনগর সাবস্টেশনের উন্নয়ন। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১০৯২-২০২৪-২৫-আর১, তারিখ ১৮.০৬.২৫। কাজের বিবরণ :** নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিংয়ে অগ্নি সুরক্ষার সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২২৭-২০২৫-২৬, তারিখ ১৮.০৬.২৫। কাজের বিবরণ :** শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে কলোনিতে স্মার্ট রিডিং সুবিধাযুক্ত এনার্জি মিটারের ব্যবস্থা (ফেজ-৩)। **টেন্ডার মূল্য :** ১০,৮০,৪৬২ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৬,৭৬,৪২১.২৫ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ২১,৩৬,০৭৬ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ১,০৮,৫১,৪১৯ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ৩০,৩৬,৫৯১ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য) ও ২,০৯,৮৫,৫০৬.৪৬ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য)। **বায়নামূল্য:** ২১,৬০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১৩,৫০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৪২,৭০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ২,০৪,৩০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ৬০,৭০০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য) ও ২,৫৪,৯০০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ১৫ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১২ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৩৬ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৮ মাস (ক্র.নং ৪ ও ৫-এর জন্য) ও ৯ মাস (ক্র.নং ৬-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোর পর প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ:** ৩০.০৬.২০২৫ প্রতিটির জন্য। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-92/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সন্দীপ বাঙ্গাল, পিতা বিষ্ণুপদ বাঙ্গাল, সাকিম এক্যাড়া, মানখামার, ওন্দা, বাঁকুড়া গত ৩১।০৫।২০২২ বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৩১৮৩/ ২২ নং কোবালা দলিল মূলে ১) রমা চ্যাটার্জী, স্বামী শিববরণ চ্যাটার্জী, সাকিম প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া, ২) নন্দদুলাল চ্যাটার্জী, পিতা শিববরণ চ্যাটার্জী, পেশা চাকুরী, সাকিম রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, ৩) শ্রী তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জী, পিতা শিববরণ চ্যাটার্জ্জী, সাকিম প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া, ৪) শ্রীমত্যা রত্না ব্যানার্জ্জী, স্বামী শ্যামল ব্যানার্জী, সাকিম নারিকেল বাগান, বর্ধমান,, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, ৫) শ্রীমতী সীমা ব্যানার্জ্জী, স্বামী চঞ্চল-ব্যানার্জী, সাকিম ও পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় (ক) শ্রী অশোক চ্যাটার্জী, পিতা রঞ্জিত কুমার চ্যাটার্জী, (খ) শ্রী চন্দন চ্যাটার্জী, পিতা অজিত কুমার চ্যাটার্জী, সর্ব্বসাকিম রাজগ্রাম, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ০০৭৬ /১৬ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, উপরশোল মৌজায় (জে.এল-১৭৮) ২৪৯৫, ২৪৯৬, ২৪৯৭, ২৮৯৮, ২৪৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩৩০ নং দাগে মোট ০.০৩৩০ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ (ক) শ্রেয়া ঘোষ স্বামী সুজিত কুমার ঘোষ সাং হরিয়ালগাড়া, বাঁকুড়া (খ) মনিষা মন্ডল স্বামী সরোজ মন্ডল সাং বনকাটী, বাঁকুড়া গত ০১।০৩।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ১২০০ / ২০২৪, ১২০১/ ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে সুধীর রায়ের ওয়ারিশগণ ১) লক্ষ্মী রায় স্বামী সুধীর রায়, ২) সুকদেব রায় পিতা স্বর্গীয় সুধীর রায়,৩) ময়না রায় স্বামী শ্রী নিমাই রায়, ১,২,৩ দাতার সাকিম কেলেবলা, বনকাটী, বাঁকুড়া, ৪) সন্ধ্যা রায় পিতা স্বর্গীয় সুধীর রায়, ৫) অর্চনা রায় স্বামী শ্রী সুদন রায়, ৬) রুমা রায় স্বামী শ্রী রঞ্জিত রায়, ৪, ৫,৬ দাতার সাকিম মানকানালী, বাঁকুড়া, ৭) সুমিত্রা রায় স্বামী শ্রী অনাথবন্ধু রায়, সাকিম ইন্দপুর, বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং বাঁকুড়া, কেলেবলার নিবাসী পূর্ণশশী রায় পিতা স্বর্গীয় সুধীর রায়, এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১৭৪৭ / ২০২৩ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, কেলেবলা মৌজায় (জে.এল-৪৫) ৪৪২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১২ নং দাগে মোট শ্রেয়া ঘোষ ০.০৬৬২ একর ও মনিষা মন্ডল ০.০৬৬২ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-২ অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700106

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NITs as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
19/GPW(HQ)/WBFDC/ 2025-26	Electrical Work at proposed Children Park at Vidyasagar Pally under Jhargram Municipality, Ward No. 18, Jhargram.	21.06.2025	28.06.2025
20/GPW(HQ)/WBFDC/ 2025-26	Water Networking Work at proposed Children Park at Vidyasagar Pally under Jhargram Municipality, Ward No. 18, Jhargram.		

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
EGM, GPW, WBFDCL

ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

ফকিরাগ্রাম জংশনে ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ) -এর জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-সিপি-সিএটিজি-এফকেএম। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট) ঃ** ০২-০৭-২০২৫ তারিখে **১১:৩০** টা। **দিন:** ১৮২৬।

ক্রম নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম-জিএমইউ-১০৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চা স্টল-১ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।

লট বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ০২-০৭-২০২৫ তারিখে **১২:০০** টা। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
(A Statutory Organisation under Govt. of West Bengal)
HRBC BHAWAN
St. Georges Gate Road (Munshi Prem Chand Sarani), Kolkata-700 021
Phone No. : 033-2253-4135, Fax No. : 033-2248-6787
Email: jpmqc2023@gmail.com

DATE CORRIGENDUM — 1 DATED 20.06.2025
Notice Inviting e-Tender No. HRBC/JPM(QC)(MD)/NIT/02/25-26
(Sl. No. 1) dated 12.06.2025

Sl. No.	Location in Tender Document	Modifications			
1.	In Sl. no. - 4 and 5 of Clause no. 8 of NIT	The existing clause is deleted and replaced by following			
		Sl. No.	Particulars	Date & Time to be read as	Date & Time in place of
		4.	Bid submission closing date (Online)	26.06.2025 at 10:00 AM	20.06.2025 at 10:00 AM
		5.	Bid opening date for Technical Proposal (online)	30.06.2025 at 11:00 AM	23.06.2025 at 11:00 AM

This Date Corrigendum —1 dated 20.06.2025 will be a part of the Tender Document.
All other particulars of the Tender Document will remain unaltered.

Sd/-
Joint Project Manager (QC), HRBC

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-09/EO/25-26, Dt-20/06/2025** for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-**2025_ZPHD_867639_1.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of the
Dhandali Gram Panchayat
Belari, Shyampur-I, Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah, for 3 nos. of work vide Memo No.- **176/DGP/2025 Dated- 20/06/2025 NIET NO - WB/HZP/ SHY-I/DGP/BEUP/NIET-09/25-26,** Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah.

উন্নত কম্পিউটিং উন্নয়ন কেন্দ্র
CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING
ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার

ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের **(MeitY)** একটি শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সমিতি, **C-DAC** জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নিযুক্ত।

C-DAC নিম্নলিখিত গ্রুপ **A S&T** পদের জন্য সরাসরি নিয়োগ/ডেপুটেশন/অভিনিবেশের ভিত্তিতে আবেদন আহ্বান করছেঃ

পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রাথমিক পোস্টিং	বার্ষিক সিটিসি
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর	২ (নিয়মিত)	পুণে এবং হায়দরাবাদ	আনুমানিক বার্ষিক ৪৭ লক্ষ টাকা

আরও বিস্তারিত তথ্য এবং যোগ্যতার শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন **https://www/cdac.in**

অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখঃ কর্মসংস্থান সংবাদে প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০তম দিন

Advt. No. CORP/GR.A/06/2025
ডিরেক্টর (এইচআরডি)

জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন
cbc06132/12/0012/2526

মিজোরামের ফুটবলার জ্যাকবকে এবার দলে টানল ইউনাইটেড কলকাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ আগামী বুধবার থেকেই শুরু হতে চলেছে কলকাতা ফুটবল লিগ। বর্তমানে যার অপেক্ষায় বাংলার সকল ফুটবলপ্রেমী মানুষ। সেই নিয়ে গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে টুর্নামেন্টের সময় সূচি। এমনকি যতদূর খবর আগামী ২৩শে জুন বঙ্গীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে প্রথমবারের জন্য প্রকাশ্যে আসতে চলেছে টুর্নামেন্টের ম্যাসকট। যদিও সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এবারের এই সূচি অনুযায়ী আগামী ২৫শে জুন সন্ধ্যায় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাব এবং কালীঘাট মিলন সংঘ। তারপর একদিন বিরতি দিয়ে ২৭শে জুন টুর্নামেন্ট শুরু করবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। তারপরেই একে একে নির্দিষ্ট দিনে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ খেলতে নামবে ময়দানের বাকি দুই প্রধান

তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এছাড়াও অন্যান্য মরসুম গুলির মতো এবার সকলের নজর থাকবে ডায়মন্ড হারবার এফসি থেকে শুরু করে ভবানীপুর কিংবা সার্দান সমিতির মতো দল গুলির দিকে। তবে সেখানেই শেষ নয়। এবারের এই সিএফএলে নয়া ফুটবল দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে কলকাতা ইউনাইটেড এসসি। সূচি অনুযায়ী আগামী ২রা জুলাই নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্চল স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে এই দল। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে শক্তিশালী ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে। এখন সেদিকেই নজর থাকবে সকল ক্রীড়াপ্রেমীদের। তবে শুধুমাত্র কলকাতা লিগ খেলাই নয়। এবার দল গঠনের ক্ষেত্রে বড়সড় চমক দিল এই ফুটবল ক্লাব। এবার দিল্লী এফসির হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ তথা আইলিগ খেলা এক উইঙ্গারকে দলে টানল এই ফুটবল ক্লাব। তিনি জ্যাকব ভানলালহিমপুইয়া। একটা সময় শিলং লাজং এফসির যুব দল থেকে সকলের নজরে এসেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে খেলেছেন আইলিগ ও কলকাতা লিগের একাধিক ফুটবল ক্লাবে। সেখান থেকেই এবার নিজের পুরনো কোচের তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ খেলতে নামবেন জ্যাকব। তাঁর উপর এবার বাড়তি নজর থাকবে সকলের। দিল্লী এফসির পর এবার কলকাতার এই নতুন দলে নিজেকে মেলে ধরার লক্ষ্য এই তারকার।

তারিখ-প্রতিপক্ষ একই, সৌরভ হওয়া হল না সাই সুদর্শনের

লিডস, ২০ জুনঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলার সুযোগ। ২০২২ সাল থেকে খেলছেন। তবে নজরে আসেন ২০২৪ সালে। আর ২০২৫ সালের আইপিএলে সর্বাধিক রান স্কোরার সাই সুদর্শন। শুধু যে আইপিএলেই দুর্দান্ত খেলেছেন, তা নয়। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটেও নজর কেড়েছেন। কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারত এ দলের হয়েও খেলছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা বড়ছিল ক্রমশ। এর আরও একটা কারণ রয়েছে। আজকের তারিখ। কিন্তু টেস্ট অভিষেকে শুরুটা ভালো হল না সাই সুদর্শনের। সাই সুদর্শন টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার পর ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় খুশি হয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, এ ভাবেই নতুনরা উঠে আসবেন। নিজের পাশাপাশি রাহুল দ্রাবিড়ের উদাহরণও টানেন। ১৯৯৬ সালে ঠিক আজকের দিনেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। একই তারিখে অভিষেক হল বাঁ হাতি ব্যাটার সাই সুদর্শনের। সৌরভ যেন সাইয়ের মধ্যে নিজেকে দেখছিলেন। কিন্তু শুরুটা একইরকম হল না। সৌরভ লর্ডসে অভিষেক ইনিংসেই দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন। তরুণ বাঁ হাতি ব্যাটার সাই তৃতীয় ডেলিভারিতেই ফিরলেন। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারতের শুরুটা দুর্দান্ত হয়। দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল দারুণ ভাবে সামলান নতুন বল। কিন্তু সমস্যা হল, ডিউক বল একটু দেরিতে সুইং শুরু করে। লাঞ্চ বিরতির ঠিক আগে লোকেশ রাহুলের উইকেট হারায় ভারত। এরপরই তিনে প্রবেশ সাই সুদর্শনের। কিন্তু ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন বেন স্টোকসের লেগ সাইডের ডেলিভারিতে কট বিহাইন্ড সাই। চার বলে শূন্য হাতেই ফেরেন তরুণ বাঁ হাতি ব্যাটার। প্রথম সেশনে ২ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান তোলে ভারত। লোকেশ রাহুল করেন ৪২ রান।

দলের এই গোলরক্ষকের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিল বেঙ্গালুরু এফসি

বেঙ্গালুরু, ২০ জুনঃ আগের সিজনে দাপুটে ফুটবল খেলেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। সেই সুবাদে খেতাব জয়ের সুযোগ ও এসে গিয়েছিল তাঁদের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হাতছাড়া হয়। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ধরাশায়ী হওয়ার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। অনায়াসেই তাঁরা স্থান করে নিয়েছিল সুপার সিক্সে। তারপর টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ও ছিল জেরার্ড জারাগোজার ছেলেদের দাপট। মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিপক্ষে আসে জয়। দ্বিতীয় লেগে গোয়া দলের দাপট থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর গোল বদলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু। যারফলে নতুন করে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। তবে সেই ম্যাজিক কাজ করেনি ফাইনালে। ট্রফি জয়ের এই ম্যাচে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে একটা সময় এই ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছিল ময়দানের সেই প্রধান দল। নিঃসংদেহে যা হতাশ করেছিল সমর্থকদের। আসলে আগে ও একবার এই দলের কাছেই আইএসএল ফাইনাল হেরেছিল বেঙ্গালুরু। সেজন্য বদলার লড়াই ছিল তাঁদের কাছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও আইলিগের দলের কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। সেখান থেকেই এবার নয়া ফুটবল সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই বেঙ্গালুরু এফসির। সেইমতো দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। তবে শুধুমাত্র নতুন ফুটবলার চূড়ান্ত করাই নয়। বেশকিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর ও পরিকল্পনা ছিল বেঙ্গালুরু এফসির। সেই অনুযায়ী এবার দলের তরুণ গোলরক্ষক সাহিল পানোয়ারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করে নিল আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকেই সেই কথা জানিয়ে দিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের দল। যারফলে আরো তিনটি মরসুম অর্থাৎ ২০২৭-২০২৮ মরসুম পর্যন্ত এই দলের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ থাকছেন হরিয়ানার এই ফুটবলার।

পাহাড়ের বুকে নিজেকে প্রস্তুত করছেন মার্ক জোথানপুইয়া

ইম্ফল, ২০ জুনঃ বিগত কয়েক বছর ধরেই খুব একটা ছন্দে নেই ইমামি ইস্টবেঙ্গল। সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের দলে যুক্ত করা হলেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। কিন্তু কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাত ধরে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের মধ্য দিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। যারফলে গত সিজনে ও এই স্প্যানিশ কোচের উপর ভরসা রেখেছিল সকলে। কার্লেসের পছন্দ অনুযায়ী একের পর এক ফুটবলারদের টেনে চমক দিয়েছিল ময়দানের এই প্রধান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলেছে কেবল হতাশা। ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হওয়ার পর প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএলে নিজেদের প্রমাণ করতে মরিয়া ছিল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেতে হয়েছিল একের পরে এক ম্যাচে। পরাজিত হতে হয়েছিল টানা ছয়টি ম্যাচ। যা কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। গ্যালারি থেকে গো ব্যাক স্লোগানও শুনতে হয়েছিল তৎকালীন কোচকে। পরবর্তীতে দলের দায়িত্ব পান অস্কার ব্রুজন। বলতে গেলে এই কোচের হাত ধরেই ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল মশাল ব্রিগেড। হারিয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি। খেলোয়ারদের চোট আঘাতের পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল লাল-হলুদ শিবিরকে। এই চোটের কবলেই পড়তে হয়েছিল মিজোরামের তারকা ফুটবলার মার্ক জোথানপুইয়াকে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন তিনি। চোটের সমস্যা এতটাই গুরুতর ছিল যে পরে আর ফিরতে পারেননি দ্বিতীয় লেগে। তবে কলিঙ্গ সুপার কাপে কেরালার বিপক্ষে খেলার সুযোগ পেলেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি এই ভারতীয় মিডফিল্ডারের পক্ষে। তবে অতীত ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর এই মিজো মিডফিল্ডার। তাই এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন মার্ক জোথানপুইয়া। কিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সম্পর্কিত একটি ভিডিও স্টোরিতে দেন এই ফুটবলার। যেখানে পাহাড়ের বুকে অবস্থিত একটি মাঠে বল নিয়ে নিজের স্কিল দেখাতে দেখা যায় ইস্টবেঙ্গলের এই ফুটবলারকে। নয়া মরসুমে নিজেকে আদৌও কতটা মেলে ধরতে পারেন সেটাই দেখার বিষয়।

বাঁ পায়ের 'তুলি'তে মায়ামির ইতিহাস লিখলেন মেসি

দেজা ভ্যু-বর্তমানের কোনো ঘটনা, যা অতীতেও ঘটেছে বলে মনে হয়, তা বোঝাতে ফরাসি ভাষার এ কথাটি বহুল প্রচলিত। ফ্রি-কিক থেকে গোল করে লিওনেল মেসির দলকে জেতানোর ঘটনাও তেমন কিছুই। কদিন পরপরই এ ঘটনা ঘটে আর মনে হয় আগেও কোথাও দেখেছিলাম!

আটলান্টা, ২০ জুনঃ সেই একই ঘটনা ঘটেছে গতকাল রাতেও। ক্লাব বিশ্বকাপে পোর্তোর বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে যাওয়ার পরও মেসির গোলে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। প্রথম ম্যাচে আল আহলির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা মায়ামি এবার জিতেছে ২-১ গোলে। কনকাক্যাফ অঞ্চলের (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চল) প্রথম ক্লাব হিসেবে অফিশিয়াল ফিফা টুর্নামেন্টে ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষকে হারাল যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি। আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোলে এগিয়ে যায় পোর্তো। পর্তুগিজ ক্লাবটি বল দখল এবং সুযোগ তৈরিতেও এগিয়ে ছিল মায়ামির চেয়ে। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগানোয় তাদের পেছনে ফেলেছে মায়ামি। প্রথমার্ধে অবশ্য এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় পোর্তো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৪৭ থেকে ৫৪ মিনিটের মধ্যে বদলে যায় ম্যাচের দৃশ্যপট। ৪৭ মিনিটে তেলেসকো সেগোভিয়ার গোলে সমতায় ফেরে মায়ামি। ৭ মিনিট পর জাদুকরি এক মুহূর্ত উপহার দেন মেসি। বক্সের বাইরে মেসি ফাউলের শিকারের হওয়ার পরই ফ্রি-কিকটি পেয়েছিল মায়ামি। সে সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি মেসি। দুর্দান্ত এক শটে টপ রাইট কর্নার দিয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। সরাসরি ফ্রি-কিক থেকে আর্জেন্টাইন মহাতারকার ক্যারিয়ারে ৬৮-তম এই গোলই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়। সরাসরি ফ্রি-কিক থেকে গোলে মেসির চেয়ে এগিয়ে শুধু দুজন ব্রাজিলিয়ান-জুনিনিও (৭৭) ও পেলে (৭০)। পাশাপাশি এটি মায়ামির হয়ে মেসির ৫০তম গোলও বটে। গোলের ফিফটি পূরণ করতে মেসির লেগেছে ৬১ ম্যাচ। দলের জয় নিয়ে ম্যাচ শেষে মেসি বলেছেন, ''পুরো দল বেশ পরিশ্রম করেছে। আমরা শুধু ভালোভাবে রক্ষণই করিনি, বলের নিয়ন্ত্রণও করেছি চমৎকারভাবে। প্রথম ম্যাচের পর আমাদের মধ্যে একধরনের অতৃপ্তি ছিল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়। আমাদের উচিত এটি উপভোগ করা।'' এই জয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে শেষ ষোলোয় যাওয়ার আশাও দারুণভাবে বাঁচিয়ে রাখল মায়ামি। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় মায়ামি। শীর্ষে থাকা পালমেইরাসের পয়েন্টও ৪। গোল ব্যবধানে এগিয়ে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২৩ জুন সোমবার পালমেইরাসের মুখোমুখি হবে মায়ামি। ম্যাচ শেষে মেসিকে প্রশংসায় ভাসান মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো, ''গোল ছাড়াও সে আমাদের দেখায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে করতে হয়। তার ক্ষুধা, যেকোনো পর্যায়ে নিজেকে প্রমাণ করার ইচ্ছা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। ফুটবলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কী আর বলার আছে? এই খেলাটির ইতিহাসে সে-ই সেরা খেলোয়াড়। কিন্তু যেটা অবাক করে, তা হলো তার জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আজও ক্লান্তি ও আঘাত নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেভাবে পেরেছে দলকে সাহায্য করেছে।''

কবে থেকে সিএফএল অভিযান শুরু করছে মহামেডান?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের ম্যাচ সূচি। সেই অনুযায়ী আগামী ২৫ জুন থেকেই শুরু হচ্ছে কলকাতা ফুটবল লিগের নতুন মরসুম। গত মাসের শেষের দিকে কলকাতার একটি অভিজাত ক্লাবে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এই ফুটবল লিগের গ্রুপ সমূহ। সেখানে লটারির মাধ্যমে একই গ্রুপের স্থান পায় কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান তথা ইমাম ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি'তে স্থান করে নেয় ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তাঁদের সাথে একই গ্রুপে রয়েছে আরেক শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। স্বাভাবিকভাবেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে এবার। নয়া লিগে তিন প্রধানের মধ্যে প্রথম অভিযান শুরু করছে লাল-হলুদ শিবির। প্রথম ম্যাচেই তাঁদের লড়াই করতে হবে মেসার্স ক্লাবের সঙ্গে। তারপর এই মাসের শেষের দিকে পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট শুরু করবে মোহনবাগান শিবির। বর্তমানে টুর্নামেন্ট শুরুর অপেক্ষায় দুই প্রধানের সমর্থকরা। তবে প্রথম ম্যাচের তুলনায় সমর্থকদের বাড়তি নজর রয়েছে ঐতিহাসিক ডার্বি ম্যাচের দিকে। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে দুই প্রধান। কিন্তু কবে থেকে কলকাতা লিগ শুরু করছে ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব? এই সূচি অনুযায়ী আগামী ২৯শে জুন পিয়ারলেস ক্লাবের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। বিকেল তিনটে থেকে বারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে আয়োজত হবে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ। সেদিকে নজর রয়েছে সাদা-কালো সমর্থকদের। বর্তমানে দলের অধিকাংশ ফুটবলারদের নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চালাচ্ছে প্রতিটি ফুটবল ক্লাব। এক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সপ্তাহ কয়েক আগে থেকেই দল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিল সাদা-কালো শিবির। গত মরসুমে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না থাকলেও এবার ভুলত্রুটি শুধরে নিজেদের ছন্দে ফেরানোই অন্যতম লক্ষ্য রেড রোডের এই ফুটবল ক্লাবের। সেইমতো প্রস্তুত হচ্ছেন দলের ফুটবলাররা।

পিএসজিকে হারিয়ে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বতাফোগোর বিশাল চমক

শক্তি-সামর্থ্য, নামের ধার-ভার, কোনো দিক থেকেই দুই দলের তুলনাই চলে না। কিছুদিন আগে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জয় করেছে পিএসজি, অপ্রতিরোধ্য মরসুমে জিতেছে ট্রেবল। ক্লাব বিশ্বকাপেও ফেভারিটদের ছোট্ট তালিকায় আছে দলটি। সেই দলকেই কিনা হারিয়ে দিল ব্রাজিলের ক্লাব বতাফোগো!

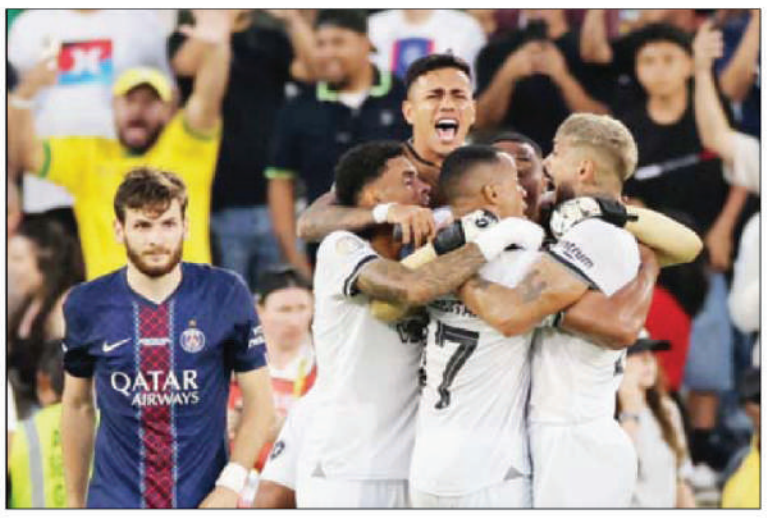

ক্যালিফোর্নিয়া, ২০ জুনঃ ক্লাব বিশ্বকাপে এবার চমকপ্রদ ফল হয়েছে কয়েকটি ম্যাচেই। তবে সবচেয়ে বড় অঘটন বলা যায় এটিকেই। 'বি' গ্রুপের ম্যাচে পিএসজিকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে বতাফোগো। ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে শেষ হওয়া ম্যাচে ৩৬তম মিনিটে ভাগ্য গড়ে দেওয়া গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ইগো জেজুস। অথচ ব্রাজিলিয়ালি লিগে এবার ধুঁকছে দলটি। পয়েন্ট তালিকায় এখন তারা আছে আট নম্বরে। সেই দলই এবার উপহার দিল চোখ কপালে তোলা ফলাফল। প্রথম ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া পিএসজি এবার স্তম্ভিত হয়ে গেল। বল নিয়ন্ত্রণে রাখার লড়াইয়ে প্রত্যাশিতভাবেই একচেটিয়া দাপট ছিল পিএসজির। ম্যাচর ৭৫ শতাংশ সময় বল ছিল তাদের কাছেই। তবে গোলমুখে কার্যকারিতায় ছিল বড় পার্থক্য। গোলে ১৬টি শট নিয়ে স্রেফ দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে পিএসজি। দুটিই ঠেকিয়ে দেন বতাফোগোর গোলকিপার জন। আগের পাঁচ ম্যাচে ১৯ গোল করা দলটি তাই এবার জালের দেখা পায়নি একবারও। বতাফোগো গোটা ম্যাচে গোলে শট নেয় চারটি। প্রতিটিই ছিল লক্ষ্যে। পিএসজির গোলকিপার জানলুইজি দোন্নারুম্মা ঠেকিয়ে দেন তিনটি। বাকি একটিতেই কাজের কাজ হয়ে যায় ব্রাজিলিয়ান দলটির। ক্যালিফোর্নিয়ার রোজ বোল স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে বতাফেগোকে কাঁপিয়ে দেয় পিএসজি। প্রথম পাঁচ মিনিটেই দুই দফায় দলকে রক্ষা করেন গোলকিপার জন। এরপর অবশ্য তাদের রক্ষণভাগ একটু গুছিয়ে নেয়। পিএসজির আক্রমণ ফিরিয়ে দিতে থাকে তারা। এর মধ্যেই ৩৬তম মিনিটে ওই গোল। মাঝমাঠ থেকে দারুণ পাস বাড়ান জেফারসন সাভারিনো। পিএসজির দুই ডিফেন্ডারের মাঝে বল ধরে দারুণ গতিতে এগিয়ে দুজনকেই বিভ্রান্ত করে বক্সের একটু বাইরে থেকে কোনাকুনি শট নেন জেজুস। তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করতে পারেননি গোলকিপার দোন্নারুম্মা। এরপর আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় পিএসজি। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের পর আক্রমণ চালায় তারা। কিন্তু বতাফোগোর রক্ষণভাগ সামলে নেয় সব। গত মার্চের পর তাই প্রথমবার গোল করতে ব্যর্থ হলো পিএসজি। স্মরণীয় জয়ের আনন্দে মেতে উঠল বতাফোগো। প্রথম ম্যাচে সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল বতাফোগো। টানা দুই জয়ে এখন তারা গ্রুপের শীর্ষে। ক্লাব বিশ্বকাপে ৩২ দলের মধ্যে ব্রাজিলের ক্লাব চারটি। চার ক্লাবই এখনও পর্যন্ত অপরাজিত।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com